চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 9 Saturday, 9 December, 2023 ❋ ২৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা ❋ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, শনিবার, ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্রের শারীরিক অবস্থার খানিকটা অবনতি হয়েছে। শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ)-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ... বিস্তারিত পাতা ৩

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার উদ্যোগী হলেও, এতদিন ছিল না কোনও বাস স্টপেজ।এবার ১৯ জাতীয় সড়কের অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমান বন্দর গেটে যাত্রীবাহি সমস্ত বাস স্টপেজের নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম। .... বিস্তারিত পাতা ৫

ট্রেন থামানোর বিষয়ে সরকারের উচিত নীতি তৈরি করা। এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সদস্য রাজীব শুক্লা। তাঁর বক্তব্য হল, দিন দিন অতিরিক্ত স্টপেজের কারণে ট্রেনগুলি ক্রমাগত গন্তব্যে পৌঁছোতে দেরি করছে। .... বিস্তারিত পাতা ৬

একসময় 'স্পাইরাডম্যান' বলা হত তাঁকে। বাইচুং ভুটিয়া, সুনীল ছেত্রীদের তারকাখচিত ভারতীয় টিমে মহাতারকা হয়ে উঠেছিলেন একসময়। সেই সুব্রত পাল অবসর নিলেন। সারা দেশ তাঁকে চিনেছিল তিনকাঠির তলায় দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য।...বিস্তারিত পাতা ৮

টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন, বাতিল মহুয়া মৈত্রর সাংসদ পদ

মমতার 'মহুয়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ সব জল্পনার অবসানহয়ে গেল। বাতিল করা হলমহুয়া মৈত্রর সাংসদ পদ। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ তুলে সংসদ থেকে বিতাড়িত হলেন মহুয়া। এমনই সংবাদ এদিন সংসদের তরফে পাওয়া গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেকের আলোচনা চলেছিল এই বিষয় নিয়ে। তার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগই দেওয়া হল না মহুয়াকে। এদিন দুপুর ১২টায় তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করেন লোকসভার এথিক্স কমিটির প্রধান তথা বিজেপি সাংসদ বিজয় সোনকার। জল্পনা মতোই ওই রিপোর্টে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও রিপোর্টটি পেশের পরই চূড়ান্ত হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। যার জেরে অধিবেশন দুপুর দুটো পর্যন্ত মূলতুবি করে দিতে হয়। তবে অধিবেশন ফের শুরু হতেই মহুয়া ইস্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্পিকার। বলে দেন, সংসদের মর্যাদাহানি হোক, এমন কোনও বিষয়ই মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একইসঙ্গে এনিয়ে আলোচনার জন্য আধঘণ্টা সময় বেঁধে দেন ওম বিড়লা। স্পিকারের ঘোষণার পরই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও সময় দেওয়ার আর্জি জানান। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার আবেদন করেন। যদিও তা কানে তোলেননি স্পিকার। মহুয়ার হয়ে এদিন একে একে সওয়াল করেন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী, মণীশ তিওয়ারি, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। মহুয়ার মৌলিক অধিকার খর্ব করার অভিযোগও তোলেন তাঁরা। পালটা যুক্তি দেন বিজেপি সাংসদরাও। এরপরই সংসদের নিয়ম মেনে ধ্বনি ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ বাতিল করা হচ্ছে। যদিও ধ্বনি ভোটের সময় ওয়াকআউট করে গিয়েছিলেন বেশিরভাগ বিরোধী সাংসদই। তারপরই প্রায় এক তরফা বিচার করা হয় বলে অভিযোগ উঠছে। মহুয়া মৈত্রর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার খবর পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্শিয়াংয়ে বসেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বিজেপিকে নিশানা করলেন। স্পষ্ট বললেন, যেভাবে মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে বহিষ্কার করা হল, তাতে স্পষ্ট যে বিজেপি রাজনৈতিকভাবে লড়তে পারে না। তাই প্রতিহিংসার রাজনীতির আশ্রয় নিল। আমি এর তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। মহুয়ার মতো তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ! আমি বলছি, মহুয়া প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে। দল ওর পাশে ছিল, আছে, থাকবে। ঘটনার পরেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মহুয়ার সমর্থনে সংসদের বাইরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে জমায়েত হন বিরোধীরা। তৃণমূলের পাশাপাশি ফারুক আবদুল্লার মতো বর্ষীয়ান নেতাকেও দেখা যায় সেখানে।

কার্শিয়াংয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে জিটিএ-র জন্য ৭৫ কোটি অর্থ বরাদ্দ

দুরন্ত বার্তা, দার্জলিং, ৮ ডিসেম্বর ঃ আর মাত্র কটা দিন, তার পরেই ২০২৪। তার সঙ্গে সঙ্গে ডঙ্কা বেজে যাবে লোকসভা নির্বাচনের। মার্চ-এপ্রিলে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আর এবারের লোকসভা ভোটে পাহাড় জিততে মরিয়া বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই সেখানকার ঘর গোছাতে ব্যস্ত দলীয় নেতৃত্ব। উন্নয়ন অস্ত্রে ভরসা রেখেই পাহাড় জয়ের চিন্তাভাবনা চলছে বলে শোনা গেল। এবার পাহাড় সফরে গিয়ে তাই জিটিএ-র জন্য ঢালাও অর্থ বরাদ্দ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কার্শিয়াংয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি জিটিএ-র জন্য ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে আরও বড় সুখবর, জিটিএ কর্মীদের বেতন কাঠামোর পরিবর্তন করে বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সভায় উপস্থিত পাহাড়ের বাসিন্দারা। একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে গত বুধবার প্রায় এক সপ্তাহের জন্য উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাইপোর বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও সরকারি ও দলীয় অনুষ্ঠান রয়েছে আগামী ১২ তারিখ পর্যন্ত। শুক্রবার কার্শিয়াংয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পাট্টা বিলি নিয়ে জানান, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার অনেকে জমির পাট্টা পেয়েছেন। আরও অনেককে দেওয়া হবে। যাঁরা পাট্টা পাওয়ার যোগ্য, সরকারি সমীক্ষার পর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে তাঁদের পাট্টা দেওয়ার কাজ হবে। ইতিমধ্যে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এর পর পাহাড়বাসীকে চমক দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, জিটিএ-র কাজের জন্য আরও ৭৫ কোটি টাকা দেওয়া হল সরকারের তরফে। শুধু তাই নয়, ২০০৯ এবং ২০১৯ সালের পে রোল অনুযায়ী, জিটিএ কর্মীদের বেতন কাঠামোয় সংস্কার করা হচ্ছে। কর্মীদের অবসরের পর আর্থিক সহায়তা করা হবে। অবসরের পর ২০ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটি পাবেন তাঁরা। এছাড়া আরও কিছু সুবিধা পাবেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। অর্থাৎ জিটিএ-কে আরও সুবিধাদানের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলিকে কাছে টানার চেষ্টায় শাসকদল। তবে সরকারের তরফে পাহাড়বাসীর জন্য একাধিক প্রকল্প ঘোষণা আদতে পাহাড়ের উন্নয়নেই সহায়ক হবে, তাপরিস্কার। এছাড়া পাহাড়ের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের আওতায় এবার জিটিএ-র অধীনস্থ স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ হবে। তাতে অভাব মিটবে, পড়াশোনার মানোন্নয়ন হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আসন্ন দিল্লি সফরেই মোদি-মমতা বৈঠক হওয়ার সম্ভবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন দিল্লি সফরেই কি কাটবে জট? চলতি মাসে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানতে পারা গিয়েছ, সেসময়ই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চাইতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সময় মিললে দুজনের বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা। এবং সেখানেই ফের কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। কবে শ্রমিকদের নিজেদের হকের পারিশ্রমিক পাবেন, তাও জানতে চাইতে পারেন। এই সম্ভাবনার উসকে ওঠার পরই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে। তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর গত ৬ তারিখ, বুধবার বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের তরফে। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে বৈঠক বাতিল হয়ে যায়। সেই বৈঠকে বিরোধীদের বেশ কয়েকজন শরিক যেতে পারবেন না বলে জানিয়েও দেন। পরবর্তী সময়ে সকলের সঙ্গে কথা বলে, দিনক্ষণ স্থির করা হবে বলে জানান শরিক নেতৃত্ব। সেই বৈঠক হতে পারে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে। ওই সময় বৈঠক হলে তৃণমূলের তরফে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন বলে খবর মিলেছে। সেসময়ই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সংসদে অধিবেশন চলাকালীন আলাদা করে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি যেখানে কড়া সুরে তৃণমূলের সাংসদদের সমালোচনা করছেন, সেখানে সুর অনেকটাই নরম ছিল খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গিরিরাজই তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে বকেয়া ইস্যুতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি বৈঠকের বন্দোবস্ত করা যায়। যদিও পরে গিরিরাজ সিং সেই প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী সেকথা শুনে জানিয়েছিলেন, তিনি আগেও অনেকবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু সুরাহা হয়নি। তাই প্রশ্ন উটছে, তবে কি তিনি ফের বৈঠকে বসতে আগ্রহী নন। তবে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকই সমাধান সূত্র বের করতে পারবে, তা মনে করে বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরে বৈঠকের বন্দোবস্ত করতে তপর শীর্ষ নেতৃত্ব। এখন সবটাই নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর সময়ের উপর। দেখা যাক কি হয়।

কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে হবে রাজ্যের প্রাথমিক টেট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ কয়েক মাস পরই লোকসভা ভোট। এদিকে শাসকদলের একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতিতে সরব বিরোধীরা। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্য জড়িত টেট পরীক্ষায় কোনও অঘটন ঘটলেই বিরাধীরা নতুন ইস্যু তৈরি করতে পারে। তাই বজ্র আঁটুনিতে টেট পরীক্ষা সম্পন্ন করতে চাইছে পর্ষদ। আগামী ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যে প্রাথমিক টেট পরীক্ষা হতে চলেছে। পরীক্ষাকেঃদ্রগুলি পুরোপুরি থাকবে মোবাইল মুক্ত। পরীক্ষার্থীরা তাবিজ-মাদুলি বা ধাতব কোনও কিছু পরে পরীক্ষাকেঃন্দ্রে ঢুকতে পারবে না। পর্ষদের কড়া নির্দেশ, কোনও বিশ্বাস বা ভাবাবেগের কথা বলে এই নিয়ম অমান্য করা যাবে না। গত বছর পর্ষদের অবজার্ভাররা আগাম অনুমতি নিয়ে এবং রেকর্ড রেখে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেঃন্দ্রে ঢুকতে পেরেছিলেন। কিন্তু এবার তাতেও নিষেধাজ্ঞা থাকছে। সেক্ষেত্রে পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তাঁদের বাইরে গিয়ে ফোন করতে হবে। মোবাইল ফান জমা রাখার জন্য তৈরি হবে 'ক্লোক রুম'। একইসঙ্গে গয়না তো বটেই, ধাতব কোনও কিছু নিয়েও কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে। গত বছর টেটে গয়না এবং শাঁখা-পলার মতো বৌবাহিক চিহ্ন খোলানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়ছিল। তাতে অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত থেকে এবারও পিছু হটছে না পর্ষদ। মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা পেন ড্রাইভের মতো ইলেকট্রনিক ডিভাইস তো বটেই, ওয়ালেট, সানগ্লাস, ঘড়ি, বোর্ড ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না। নিষেধের তালিকায় রয়েছে জলের বোতল, প্লাস্টিকের ব্যাগ, ফলের জুসও। অর্থা শুধুমাত্র পেন ও পরিচয়পত্র নিয়েই হলে ঢুকতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। এছাড়াও গতবারের মতো এবারও সারাদেহ তল্লাশি করে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢোকানো হবে। সন্দেহ হলে সিটে গিয়েও প্রার্থীকে তল্লাশি করতে পারে কর্তৃপক্ষ। গতবারের মতো এবারও গেটেও বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীর পরিচিতি যাচাই করা হবে।

লোকসভায় বিজেপিকে চাপে ফেলতে নয়া কৌশল জোটের

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনের আগে আবার একবার বৈঠকে বসছে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। পাঁচ রাজ্যে অর্থাৎ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ছত্তিসগ। এবং মিজোরামে নির্বাচনে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস। শুধু মান বাজিয়েছে তেলেঙ্গানা। আর এরপরেই সদ্য শেষ হওয়া পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জোটের বহু নেতা। এই পুরিস্থিতি ফের একবার বৈঠকে বসবেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ কিংবা ২০ ডিসেম্বর পরবর্তী বৈঠক হতে পারে। তবে তারিখ নিয়ে এখনও অনিশ্চিয়তা আছে। চূড়ান্ত তারিখ আলোচনার ভিত্তিতে হবে বলেই খবর। তবে এই বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। এই বৈঠকে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক রাজ্যে সমাজবাদী পার্টি সহ একাধিক দল আসন সমঝোতার ভিত্তিতে একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা কংগ্রেসকে দেয়। কিন্তু তা মানা হয়নি বলে দাবি অখিলেশ যাদব সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের। এই অবস্থায় লোকসভার কয়েকমাস আগে আসন সমঝোতা করে নিতে চায় জোটের সদস্যরা। বিশেষ করে তৃণমূলের তরফে এই দাবি তোলা হয়। শীতকালীন অধিবেশন সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। সেদিন সকালেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা বৈঠকে বসেন। আর সেই বৈঠকেই তৃণমূলের তরফে আসন সমঝোতার বিষয়ে আলোচনার দাবি তোলা হয়। এমনটাই খবর। আর তা নিয়েই আগামী বৈঠকে জোর চর্চা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

দলিত, আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধের জন্য দায়ী বিজেপিঃ মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ দলিত, আদিবাসীদের ওপর ক্রমবর্ধমান অপরাধের জন্য কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শুক্রবার বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন। তিনি শুক্রবার দেশে দলিত ও আদিবাসীদের ওপর ক্রমবর্ধমান অপরাধের জন্য বিজেপি ও মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন যে এই সরকার সমাজকে বিভক্ত করার এজেন্ডা নিয়েছে। খাড়গে সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) সর্বশেষ প্রতিবেদনটি নিছক পরিসংখ্যান নয়, এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে স্পষ্ট করেই বোঝা গেছে যে এসসি-এসটি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলায় বিজেপির ভূমিকা কতটা। অবিচার, নৃশংসতা এবং নিপীড়নের মাধ্যমে গত দশকে সমাজকে বিভক্ত করাই বিজেপির ষড়যন্ত্রমূলক এজেন্ডার অংশ, বলেও তিনি অভিযোগ করেন। কংগ্রেস সভাপতির আরও অভিযোগ যে দলিত ও আদিবাসীদের উপর ক্রমাগত নিপীড়ন বিজেপি-আরএসএসের ভণ্ডামিকে প্রকাশ করে। খাড়গে একটি পোস্ট শেয়ার করে দাবি করেছেন যে ২০১৩ সাল থেকে দলিতদের ওপর অপরাধ ৪৬.১১ শতাংশ এবং আদিবাসীদের ওপর অপরাধ ৪৮.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'কালীঘাটের কাকু'কে নিয়ে যেতে এসএসকেএমে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কাকু'কে জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল ইডি। শুক্রবার সকালে এসএসকেএমে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকেরা। পৌঁছয় একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সও। কিন্তু সুজয়কৃষ্ণকে শুক্রবার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়। আচমকা কালীঘাটের কাকু অর্থা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অবস্থার অবনতি ও তীব্র বুকে ব্যথার কারণে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁক পাঠানো হয় আইসিইউ-তে। ফলে ইডির কঃঠস্বর পরীক্ষা আপাতত কার্যত বিশ বাঁও জলে! হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেন ইডি আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, শুক্রবারেই সুজয়কৃষ্ণের গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে চায় তারা। নিয়োগ মামলায় সুজয়কে গ্রেফতার করেছে ইডি। তিনি দীর্ঘ দিন ধরেই এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিসাধীন। তাঁর গলার স্বরের নমুনা অনেক দিন ধরে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। কিন্তু বার বার তাতে বাধা আসছে বলে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও ইডি প্রশ্ন তুলেছে। অন্য দিকে, এসএসকেএম থেকে জানানো হয়েছে, গলার স্বরের নমুনা দিতে প্রস্তুত নন সুজয়। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তাই তাঁর স্বরের নমুনা সংগ্রহ করা যায়নি এত দিন। সুজয়কৃষ্ণের অসুস্থতা নিয়ে এসএসকেএমের সুপার পীযূষ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। জানিয়েছেন, যা বলার তিনি ইডিকে বলেছেন। সংবাদমাধ্যমকে এই বিষয়ে কিছু বলবেন না। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারির পর থেকেই একাধিকবার অসুস্থ হয়েছেন কালীঘাটের কাকু। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভর্তি এসএসকেএমে। সেখানেই চলছে চিকিসা। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর থেকে তদন্তে প্রয়োজনীয় প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে বলেই ধারনা তদন্তকারীদের। ফলে তদন্তের স্বার্থে বহুদিন ধরে সুজয়কৃষ্ণের কঃঠস্বর পরীক্ষার পরিকল্পনা ছিল ইডির। ধৃতর শারীরিক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হচ্ছিল না। এসএসকেএমের সঙ্গে আলোচনার পর অবশেষে শুক্রবার স্বরের নমুনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় ইডি।

যত দিন যাচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ

গাজা, ৮ ডিসেম্বর ঃ গাজা ভূখণ্ডকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এবার ওয়েস্টব্যাঙ্কে হামলা চালাল ইজরায়েল। আক্রমণ করা হয়েছে একটি শরণার্থী শিবিরে। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ প্যালেস্তিনীয়। সংঘর্ষ বেঁধেছে সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইহুদি দেশটির সেনার। ফলে যত দিন যাচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুমিছিল। শুক্রবার ভোরে ওয়েস্টব্যাঙ্কের ফারা শরণার্থী শিবিরে হামলা চালায় ইজরায়েলি ফৌজ। হামলার কথা নিশ্চিত করেছে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সেখানে ইজরায়েলের সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে স্থানীয়দের। স্নাইপাররা কয়েকটি আবাসনের ছাদ থেকে গুলি ছোড়ে। এই ঘটনায় আহতও হয়েছেন অনেকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেয় ইজরায়েলি সেনা। আটকে দেওয়া হয় অ্যাম্বুলেন্সও। উল্লেখ্য, হামাস জঙ্গিদের নিধন করতে গতকাল হামলা চালানো হয়েছে উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে। সেখানে গোলাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলের ট্যাঙ্কবাহিনী। এর আগেও এই জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা চালানো হয়েছিল। প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ। প্রসঙ্গত, ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিতে হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার পণ করেছে ইজরায়েল। জঙ্গিদের নিকেশ করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ।

মোদিকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না', প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুতিন

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ ওঁকে ভয় দেখানো যায় না। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জোরও করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেন, ভারত ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মোদিকে জোর করা যায় না। সেই সঙ্গে মোদিকে 'গ্যারান্টর বলেও অভিহিত করেন রুশ প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে পশ্চিমি দুনিয়ার প্রবল চাপ সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি ভারত। আজও তা অক্ষুন্ন রেখে চলেছে তারা। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রুশ রাষ্ট্রপ্রধান। সেখানেই পুতিন বলেন, আমি ভাবতেই পারি না মোদিকে ভয় দেখানো হচ্ছে বা কোনও কাজ করতে জোর করা হচ্ছে। ভারত বা ভারতীয়দের স্বার্থের বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত নিতে জোর করা যায় না মোদিকে। মাঝে মাঝে তো অবাক হয়ে যাই, ভারতের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এতখানি দৃঢ় অবস্থান কী করে বজায় রাখেন মোদি। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে একাধিকবার পুতিনের মুখে মোদির স্তুতি শোনা যায়। শুধু ভারতের স্বার্থ রক্ষা নয়, ইন্দো-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও মোদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন পুতিন। তাঁর মতে, সবদিক থেকেই দারুণ উন্নতি করছে ভারত ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। আর এই সাফল্যের মূল গ্যারান্টর হলেন মোদি। তাঁর নীতির ফলেই এই অগ্রগতি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কয়েকজন সমমনস্ক নেতার নাম আমি সবসময়ে উল্লেখ করি তার মধ্যে অন্যতম হলেন নরেন্দ্র মোদি। ভারত ও রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কে ব্যাপক উন্নতির কথাও শোনা যায় পুতিনের মুখে। প্রশ্ন উঠছে আচমকাই কেন ভারতকে এতটা মর্যাদা দিচ্ছে রাশিয়া। এর পেছনে কি কোনও কারণ লুকিয়ে রয়েছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে কোনও মতা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পাওয়া যায়নি।

নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম নির্দেশ, আইনের বাইরে কিছু করা যাবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অস্বস্তিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে ইডিকে আইন মেনে কাজ করার নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। আদালতের তরফে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানানো হয়েছে, আইনের বাইরে কোনও কিছু করা যাবে না। শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানায়, বিচারপতি অমৃতা সিংহের একক বেঞ্চ এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ নয়। বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদন খারিজ করে দেয়। মামলাটিরও নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়। বিচারপতি সিংহের একাধিক নির্দেশের ফলে তাঁর অধিকার এবং স্বার্থে প্রভাব পড়ছে এই আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান অভিষেক। তৃণমূল নেতার বক্তব্য, সিঙ্গল বেঞ্চ তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করছে। অভিষেক, তাঁর পরিবার এবং লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির বিরুদ্ধে ইডিকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিচ্ছেন বিচারপতি সিংহ। তৃণমূল নেতার বক্তব্য, কম সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১০ বছর আগের নথি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিতে বলা হয়েছে। আদালত তদন্তে ' পরিবর্তে ' করছে। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদনে সাড়া দেয়নি। তারা তাঁকে তদন্তে সাহায্য করতে বলেন। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এত গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে ইডি যে তথ্য এবং নথি চেয়েছে তা কোনও ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তদন্তের স্বার্থে তথ্য এবং নথি না দিলে তার প্রভাব সাংঘাতিক হতে পারে। এমনকি, এ নিয়ে জনসাধারণের মনে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

কোপা আমেরিকার গ্রুপ চূড়ান্ত, মায়ামিতে অনুষ্ঠিত ড্র পর্ব

মিয়ামি, ৮ ডিসেম্বর ঃ কোপা আমেরিকার জাঁকজমকপূর্ণ আসরটির ভেন্যু চূড়ান্তর পর এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রুপ পর্বের ড্র। গতকাল রাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ড্র পর্ব। যেখানে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়েছে। মোট ১৬ দলকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার অবস্থান গ্রুপ ' তাদের গ্রুপে রয়েছে লাতিন আমেরিকার দুই দেশ পেরু ও চিলি। আর চতুর্থ দল হিসেবে বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসতে পারে কানাডা অথবা ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর একটি দল।গ্রুপ ' ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কনমেবল অঞ্চলের দুই দেশ কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে। বাছাইপর্ব পেরিয়ে কনকাকাফ থেকে আসবে কোস্টারিকা অথবা হন্ডুরাসের থেকে যেকোনো একটি দেশ। গ্রুপ ' কনমেবলের দুই দেশের সঙ্গে আছে কনকাকাফের দুই দেশ। ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলাকে লড়তে হবে শক্তিশালী মেক্সিকোর বিপক্ষে। তাদের জন্য তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ জ্যামাইকা। গ্রুপ ' তে উরুগুয়েকে লড়তে হবে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। গ্রুপের বাকি দুই দল বলিভিয়া ও পানামা।

তামিলনাড়ুঃ তিরুচিরাপল্লীর কোলিদাম নদীতে গাড়ি পড়ে মৃত কেরলের এক দম্পতি

তিরুচিরাপল্লী, ৮ ডিসেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী জেলায় কোলিদাম নদীতে গাড়ি পড়ে কেরলের এক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় মহাসড়কে অবস্থিত তামিলনাড়ুর কোলিদাম নদীতে দম্পতির গাড়ি পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নদীতে ডুবে দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। দম্পতির পরিচয় এখনও পুলিশ জানায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের গাড়িতে করে তিরুচিরাপল্লী থেকে চেন্নাই যাচ্ছিল। রাস্তায় আচমকাই তাদের গাড়ি নদীতে পড়ে গেলে দুজনের মৃত্যু হয়।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ত্রিচি সিটি পুলিশ এবং দমকল বিভাগ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থল থেকে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তারপর ময়না তদন্তের জন্য ত্রিচি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে গাড়িটি নদীতে পড়ে গেল সেবিষয়ে পুলিশ এখনও সঠিক কারণ জানতে পারেনি। তবে, পুলিশ দুর্ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

নির্মাণাধীন রাম মন্দিরের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ ট্রাস্টের

অযোধ্যা, ৮ ডিসেম্বর ঃ শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট শুক্রবার নির্মাণাধীন রাম মন্দিরের ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে। ট্রাস্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ রামমন্দিরের ভিডিও ও ছবি পোস্ট করেছে।পোস্টে দেখা যাচ্ছে যে রাম মন্দিরের ভিতরে কারিগররা মন্দির তৈরিতে ব্যস্ত। এছাড়া মন্দিরের বাইরের চারটি ছবিও এক্স-এ আপলোড করা হয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে মন্দিরের গর্ভগৃহ তৈরি হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। যদিও মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় এখনও কাজ চলছে। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি মন্দিরে রাম ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেদিন উপস্থিত থাকবেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বহু সংখ্যক সাধু-ঋষি।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবিভিপিঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবিভিপি। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৬৯-তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ভাষা আন্দোলন হোক, শিক্ষা আন্দোলন হোক অথবা সংস্কৃতি সংরক্ষণে এবিভিপি সর্বদাই অগ্রণী।এবিভিপি-কে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্ববৃহ সংগঠন বলে অভিহিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, এটি শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ণতা দূর করার চেষ্টাই করে না, বরং শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী অঙ্গীকার নিয়েছেন, আগামী ২৫ বছরে ভারত বিশ্বনেতা হয়ে উঠবে। শাহ বলেন, গত ১০ বছরে দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও জাতিভেদ প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ বাস্তুতন্ত্র ভারত, সেরা ইউনিকর্ন হাবগুলির মধ্যেও রয়েছে নাম ঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ বাস্তুতন্ত্র ভারত, বিশ্বের সেরা ইউনিকর্ন হাবগুলির মধ্যেও রয়েছে ভারতের নাম। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, বিশ্বের সেরা ইউনিকর্ন হাবগুলির মধ্যেও রয়েছে ভারতের নাম, এটি আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়াও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং ব্যবসায়িক নেতৃত্বের একটি উদাহরণ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে লক্ষ্মীপত সিংহানিয়া - আইআইএম লখনউ জাতীয় নেতৃত্ব পুরস্কার প্রদান করেছেন। ভারতীয় তরুণরা আত্মকর্মসংস্থানের সংস্কৃতি গ্রহণ করছেন দেখে রাষ্ট্রপতি খুশি ব্যক্ত করেছেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের দেশের আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি ভারতীয় কোম্পানি, ভোক্তা এবং সমাজের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবস্থাপক, শিক্ষাবিদ এবং সাংগঠনিক প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিদেশে অবস্থিত ব্যবসার উপর কেস স্টাডি এবং নিবন্ধের পরিবর্তে, ভারতে অবস্থিত ভারতীয় এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলির উপর কেস স্টাডি লেখা এবং শেখানো উচিত। আমাদের ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটগুলিকেও ভারত ভিত্তিক গবেষণা জার্নালগুলিতে নিজেদের গবেষণা মনোনিবেশ করা উচিত।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, অনেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে চাকরি হারানোর বিষয়ে চিন্তিত। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সকল মাত্রাকে ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জানে এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে চাকরি হারানোর ভয় থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন, আইআইএম লখনউ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিরও অমৃত কালের ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে মাথায় রেখে পাঠ্যক্রম তৈরি করা উচিত।

প্রয়াত বর্ষীয়ান কৌতুক অভিনেতা জুনিয়র মেহমুদ, ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে ৬৭ বছরে জীবনাবসান

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা নঈম সৈয়দ। চলচ্চিত্র জগতে তিনি পরিচিত ছিলেন ' মেহমুদ' নামে। ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন নঈম। কিছু দিন আগে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। শুক্রবার ভোররাত দু'টো নাগাদ মুম্বইয়ের বাড়িতেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর সময় নঈমের বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকস্থলীর ক্যান্সারে ভুগছিলেন নঈম এবং গত কয়েকদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন।পাঁচ দশকের অভিনয় জীবনে ২৫০টিরও বেশি ছবিতে কাজ করেছিলেন নঈম। এর মধ্যে ' পতঙ্গ', ' নাম জোকার', ' এবং ' অর দো পাঁচ'-এর মতো বহু সফল ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। ১৯৬৭ সালে সঞ্জীব কুমার, বলরাজ সাহানী এবং ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় অভিনীত ' ছবিতে শিশু অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন নঈম। শিশু কৌতুক অভিনেতা হিসাবে বিস্তর জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলেন। জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা মেহমুদের নাম অনুসরণ করে নিজেই নিজের নাম রেখেছিলেন জুনিয়র মেহমুদ। অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মারাঠি ছবি পরিচালনা করেছিলেন নঈম। কৌতুক অভিনেতা হিসাবে দেশের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে বহু অনুষ্ঠানও করতেন।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রাঃরাজৌরির দুর্গম স্থানে পৌঁছল সুসজ্জিত প্রচার ভ্যান

জম্মু, ৮ ডিসেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার দুর্গম স্থানে পৌঁছল বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুসজ্জিত প্রচার ভ্যান। শুক্রবার রাজৌরি জেলার ডুঙ্গি এবং নওশেরা ব্লক এবং দুর্গম পাহাড়ি সীমান্ত এলাকায় পৌঁছয় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুসজ্জিত প্রচার ভ্যান। ওই সমস্ত এলাকায় বাসিন্দাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করা হয়।ডুঙ্গি ব্লকের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার মহম্মদ নওয়াজ বলেছেন, জনসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। লাইন বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন। আমরা উপস্থাপনার মাধ্যমে বিকশিত ভারত প্রকল্পগুলি প্রদর্শন করেছি, যার অধীনে গত ৪-৫ বছর ধরে আমরা কাজ করেছি। যারা এখনও স্কিম সম্পর্কে সচেতন নন তাদের জন্য এটি একটি প্রচেষ্টা।সরপঞ্চ নরিঞ্জন সিং বলেছেন, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জল বাঁচাতে পুকুর তৈরি করা হচ্ছে... পঞ্চায়েতের জন্য ভাল কাজ চলছে... মোদী সরকার আসার পর থেকে এই কাজগুলি করা হচ্ছে। আমি লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা এই স্কিমগুলি পরিচালনা করেছেন। দরিদ্র মানুষ টাকা পেয়েছেন তাই তাঁরা এখন নিজেদের ঘর তৈরি করছেন।

কেসিআরের দ্রুত আরোগ্য কামনায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ৮ ডিসেম্বর ঃ তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডি কেসিআরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। রেবন্ত রেড্ডি ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি জি কিষান রেড্ডি সহ অন্যান্য নেতারা শুক্রবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দ্রুত সেরে ওঠার জন্য কামনা করেছেন। কে চন্দ্রশেখর রাও সম্প্রতি বাথরুমে পড়ে যান । তার ফলে তাঁর নিতম্বের হাড় ভেঙে যায়। রেবন্ত রেড্ডি শুক্রবার 'এক্স'-এ পোস্ট করে লিখেছেন, যেখানে রাও ভর্তি আছেন সেই হাসাপাতালের সচিবকে হাসপাতাল পরিদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছি। সেখানে কেসিআর সেরা চিকিসাই পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে তিনি স্বাস্থ্য সচিবকে কেসিআর-এর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে এবং তাঁকে আপডেট দিতেও বলেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডিও রাওয়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে, স্বাস্থ্য সচিব এস এ এম রিজভি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন, একটি সরকারী বিবৃতি সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিশান রেড্ডি বলেন, যে কেসিআর হিপ ফ্র্যাকচারে আক্রান্ত হয়েছেন জেনে তিনি দুঃখিত এবং তিনি তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছেন।অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ এবং জনসেনা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পবন কল্যাণও কেসিআরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। কল্যাণ এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম

এবারও বৃদ্ধি পেল না রেপো রেট, ৬.৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর ঃএবারও বাড়ছে না পলিসি রেপো রেট। এই নিয়ে টানা পঞ্চমবার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার সকালে স্বস্তির খবর দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। যার অর্থ, আপাতত রেপো রেটের হার ৬.৫ শতাংশই থাকছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের ফলে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ এবং অন্যান্য ঋণে অতিরিক্ত সুদ গুনতে হবে না গ্রাহকদের। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে পলিসি রেপো রেট ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলস্বরূপ, স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি হার ৬.২৫ শতাংশ এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি হার এবং ব্যাঙ্ক রেট ৬.৭৫ এ রয়ে গিয়েছে।আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, চলতি বছরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছে ৭ শতাংশ - এর সাথে কোয়াটার থ্রি ৬.৫ শতাংশ এবং কোয়াটার ৪ ৬ শতাংশ। ২০২৪-২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকের জন্য প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছে ৬.৭ শতাংশ, কোয়াটার ২-এর জন্য ৬.৫ শতাংশ এবং ৩-এর জন্য ৬.৪ শতাংশ। ঝুঁকিগুলি সমানভাবে ভারসাম্যপূর্ণ।

চলতি মাসের শেষে, অযোধ্যা বিমানবন্দর সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাবেঃজ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ চলতি মাসের শেষের দিকে অযোধ্যা বিমানবন্দর সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাবে। জানালেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। শুক্রবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন, আমি সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে অযোধ্যা বিমানবন্দর প্রকল্প পরিদর্শন করেছি। এই মাসের শেষে, অযোধ্যা বিমানবন্দর সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণ করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বিমানবন্দর উদ্বোধন করবেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আরও বলেছেন, বুলেট ট্রেনের প্রথম সেকশন তিন বছরের মধ্যে শুরু হবে। তিনি জানান, ২০১৪-১৪ রেল বাজেট ছিল ২৯ হাজার কোটি টাকা, এখন ৯ বছরে ৯-বার রেল বাজেট বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। সিন্ধিয়া বলেছেন, দেশে দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্বের অভাব ছিল।২০১৪ সালে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল... ১০ লক্ষ কোটি মূলধনী ব্যয়ের প্রকল্প চলছে... ভারতীয় রেল ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু। প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের সবচেয়ে অবহেলিত অংশগুলি- জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তৈরি করেছেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরকে দেশের মুকুট বানিয়েছেন। সিন্ধিয়ার যোগ করেছেন, এখন দেশে ২৩টি বন্দে ভারত ট্রেন চলছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে ৪,৫০০টি বন্দে ভারত ট্রেন চালানো।

তিন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করল বিজেপি, দায়িত্বে রাজনাথ-সহ ৯ নেতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে নতুন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করল বিজেপি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা-সহ ৯ জন নেতাকে এই গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে রাজনাথ সিং, বিনোদ তাওয়াড়ে ও সরোজ পান্ডেকে।মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার, কে লক্ষ্মণ ও আশা লাকড়াকে। এছা।াও ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং দুশ্যন্ত গৌতমকে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন রাজ্যেই জয়লাভ করেছে বিজেপি।

সামশেরগঞ্জের ধুসরিপাড়া গঙ্গাঘাট থেকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সাংবাদাতা, সুতি ঃগঙ্গা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুসরিপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত ওই যুবকের নাম পরিচয় জানা যাযনি। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর নাগাদ ধুসরিপাড়া গঙ্গাঘাট এলাকায় গঙ্গায় স্নান করতে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। সে'সময় হঠাৎ গঙ্গার জলে মৃতদেহটি ভাসতে দেখা যায়। জলে মৃতদেহের খবর জানাজানি হতেই কার্যত হৈচৈ সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় সামশেরগঞ্জ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়

প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে মাংস কাটায় বাড়ছে দৃশ্য দূষণ, শিশুদের মনে পড়ছে প্রভাব

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে যত্রতত্র প্রকাশ্যে মাংস কাটা চলছে যার জেরে বাড়ছে দৃশ্য দূষণ, সাথে সেই সব দৃশ্য দেখে শিশুদের মনে পড়ছে প্রভাব। জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক বছর আগের দেশের সর্বোচ্চ আদালত একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও মাংসের দোকান জনসমক্ষে কাটা মাংস ঝুলিয়ে রাখতে পারবে না এবং দোকানটিকে আচ্ছাদিত রাখতে হবে যাতে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ পশুর কাটা দেহ দেখতে না পান। তার জন্য রাস্তার ধারে যত্রতত্র মাংস কাটা বা জীবজন্তুর পাখির মাংস হোক না কেন সব কাঁচ দিয়ে ঢেকে বিক্রি করতে হবে। প্রতিটি পুরো বা পঞ্চায়েত এলাকার এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির করার কথা যেখানে মাংস কাটা হবে এবং মাংস কাটার পরে বর্জ্য বস্তু বিষয়ে দূষণ নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর সাথেই সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশনামা একতা দূষণ নিযন্ত্রণ পর্ষদের তবে সব স্থানীয় প্রশাসনকে পাঠানো হয় কার্যকরী করার জন্য সাময়িকভাবে বিভিন্ন দোকানে কাজে লাগিয়ে কাটা মাংস আরো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে তা এখন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পরেছে। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তাছাড়া এবিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারে পরিবেশ নিয়ে বা শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলির ও কর্তব্য এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রশাসনকে সতর্ক করা জেলাজুড়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট মহকুমা শহর গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমন্ডি হরিরামপু, তপন, কুমারগঞ্জ, হিলি সহ সমগ্র জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় হাট, বাজার, রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে মাংস কাটার দৃশ্য দূষণ এবং মানুষের মধ্যে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন জায়গায় মাংস কেটে যেভাবে দোকানে দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হয তা অত্যন্ত দৃশ্য দূষণ এর সৃষ্টি করে বিশেষ করে শিশুদের মনে হিংসা নামক মনো ভাবনার উদ্রেক ঘটায় কেবলমাত্র প্রকাশ্যে মাংস কাটা নয় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয় কাটা পশুপাখির বস্তু যার ফলে জল দূষণ জনিত তৈরি হলো আমরা সেসব কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই না কিন্তু তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এবিষয়ে জেলার কিছু পরিবেশবিদ ও মনোবিশেষজ্ঞরা জানান, প্রকাশ্যে এভাবে মাংস কাটা তে শিশু ও বড়দের মনে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে তৈরি হয় হিংসা এই দৃশ্য দেখে অনেকে নানান অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয় শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাই সেই কারণে প্রশাসনের অতিসত্বর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিবর্তনে সক্রিয় অবদানকারী হতে প্রস্তুত ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিবর্তনে সক্রিয় অবদানকারী হতে প্রস্তুত ভারত। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমনটা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার এক পোস্টের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, আপনাদের সবাইকে আমি একটি আকর্ষণীয় প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানাতে চাই, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্ভাবনে অগ্রগতি উদযাপন করে - গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সামিট ২০২৩!প্রধানমন্ত্রী জানান, সম্মেলনটি শুরু হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর। আমি নিশ্চিত যে আপনারা একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্মের অংশ হতে পছন্দ করবেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানান, আমরা আকর্ষণীয় সময়ে বসবাস করছি এবং আরও আকর্ষণীয় করে তোলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি এবং আরও অনেক কিছুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ফার্মহাউসে পড়ে গিয়ে চোট পেলেন কেসিআর, চিকিৎসাধীন যশোদা হাসপাতালে

হায়দরাবাদ, ৮ ডিসেম্বরঃ সদ্য হেরেছেন ভোটে, হাত ছাড়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি। এবার ফার্মহাউসে পড়ে গিয়ে চোট পেলেন তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে যশোদা হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাতে ইরাভাল্লিতে নিজের ফার্মহাউসে পড়ে যান কেসিআর। এরপর তাঁকে যশোদা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।প্রসঙ্গত, সদ্য শেষ হওয়া তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে হার হয়েছে কেসিআর-এর দল বিআরএস বা ভারত রাষ্ট্র সমিতির। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি হারিয়েছেন কেসিআর। রবিবারই নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে দেন কেসিআর। বৃহস্পতিবার সে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন কংগ্রেসের রেবন্ত রেড্ডি। আর বৃহস্পতিবার রাতেই ফার্মহাউসে পড়ে গিয়ে চোট পেলেন কেসিআর।

অস্বাস্থ্যকরই' রয়েছে দিল্লির বাতাসের গুণমান, সামগ্রিক একিইউআই পৌঁছল ৩৪৯-এ

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগতমান রয়েছে অস্বাস্থ্যকরই। শুক্রবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণমান থাকল খুব খারাপের পর্যায়েই। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যে। শীতের আমেজ পুরোপুরি শুরু হওয়ায়, দিল্লিতে এখন কিছু দিন ধরে ' খারাপ' বাতাসের গুণমান দেখা যাচ্ছে।ভোরে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাচ্ছে। জাতীয় রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৩০০-এর বেশি দেখা গিয়েছে এদিন, তবে কিছু এলাকায় বাতাসের গুণগতমান মান ৩০০-র নীচে ছিল। শুক্রবার সকালের দিকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লি, দূষণের কারণে অস্বস্তি বোধ করেছেন দিল্লিবাসী। আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩৭৪, অশোক বিহারে ৩৭২, দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৩৫০, আইটিও-তে ৩৬৪ ও জাহাঙ্গীরপুরীতে ৩৯৬।

মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল গুজরাটের কচ্ছ, কম্পাঙ্ক মাত্র ৩.৯

আহমেদাবাদ, ৮ ডিসেম্বর ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাটের কচ্ছ জেলা। শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ কচ্ছ জেলায় ৩.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ ৩.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় কচ্ছ জেলায়।ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ২৩.৪৫ অক্ষাংশ ও ৭০.৪২ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ২০ কিলোমিটার গভীরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, দ্বারকা থেকে ২০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, আহমেদাবাদ থেকে ২২৪ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ও গান্ধীনগর থেকে ২২৭ কিলোমিটার পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পে উপকেন্দ্র।

সবজির আড়ালে চলছিল গাঁজা পাচারের চেষ্টা, কোচবিহারে বানচাল করল পুলিশ

কোচবিহার, ৮ ডিসেম্বর ঃসবজির আড়ালে গাঁজা পাচার করার চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ। শুক্রবার অভিযানে নেমে জাতীয় স।কে গাড়ি সমেত প্রায় ১২৪ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। যদিও গাড়িচালককে ধরতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শশা ও করলার আড়ালে গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। সেই সময় কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যজ্ঞনারায়ণের কুঠিতে ৩১ নম্বর জাতীয় স।কে গাড়িটিকে আটক করা হয়।যদিও পুলিশের উপস্থিতি দেখে গাড়ি থামিয়ে অন্য একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যায় চালক। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়িতে সবজির আড়ালে গাঁজাগুলি পাচারের চেষ্টা চলছিল। সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কর্ণাটকের বিজয়পুরা, তামিলনাড়ুর চেঙ্গলপাট্টুতে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃদক্ষিণ ভারতের দুটি রাজ্য কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার সকালে এই দুটি রাজ্যে মৃদু কম্পন অনুভূত হয় বলে জানা গিয়েছে। এই তথ্যটি ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে শেযার করেছে।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৬.৫২ মিনিটে কর্ণাটকের বিজয়পুরা জেলায় ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৩.১। এছাড়া সকাল ৭টা ৩৯ মিনিটে তামিলনাড়ুর চেঙ্গলপাট্টুতে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এখানে ভূমিকম্প হয় ৩.২ মাত্রার।

বরেণ্য সাঁতারু ব্রজেন দাসের ৯৬ তম জন্মবার্ষিকী

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ ব্রজেন দাস একজন বাঙালি সাঁতারু। তিনিই প্রথম দক্ষিণ এশীয় ব্যক্তি যিনি সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৫৮ সালের ১৮ আগস্ট তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। ব্রজেন দাসের জন্ম মুন্সীগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক বিক্রমপুর এলাকার কুচিয়ামোড়া গ্রামে আজকের দিনে। সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে ব্রজেন ঢাকার কেএল জুবিলি হাই স্কুল থেকে ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও বিএ পাস করেন। ছেলেবেলা থেকেই সাঁতারে তার দারুণ উৎসাহ ছিল। সাঁতারে হাতেখতি হয় ঢাকার বু।গিঙ্গা নদীতে। তিনি মোট ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। সর্বশেষ ১৯৬১ সালে ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে তিনি মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হন এপার ওপার বাংলা থেকে।'বাংলার আবার এপার ওপার হয় নাকি!' এই কথাটা ব্রজেন দাসেরও বারবার মনে হতো। অনেক জায়গায় বলেওছেন তিনি, তাঁর পরিচয় ' যার জীবন শুরু হয়েছিল ঢাকায়, শেষ হয় কলকাতায়। মাঝখানের বছরগুলোয় একজন কিংবদন্তির আরও কৃতিত্ব স্থাপনের সময়। ১৯৬১ সালে কুইন এলিজাবেথের সঙ্গে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,০৯ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার, ২২অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ০৯ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২২অগ্রহায়ন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২২অগ্রহায়ন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় **বৃষভ রাশিঃ**আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে।
মিথুন রাশিঃযেহেতু আপনি কিছু অসুবিধার সামনা করতে পারেন তাই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখুন-অন্যথায় এটি আপনাকে **কর্কট রাশিঃ**আপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, তবে আজ আপনি **সিংহ রাশিঃ** এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন।
কন্যারাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি্দের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান **তুলা রাশিঃ**অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অর্থনৈতিকভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। আপনি আজ আর্থিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন, আপনার শব্দটি সত্যই শক্তিশালী করে। রান্নাঘরে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**ধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য **ধনু রাশিঃ** আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের **মকর রাশিঃ**আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন।
কুম্ভ রাশিঃআপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। **মীন রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে । লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও

ডিজিটালাইজেশানের যুগে প্রান্তিক গ্রামে বইমেলার আসর

সৌরভ দাশ, টাকী, ৮ ডিসেম্বর ঃ বসিরহাট মহকুমার র পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রাচীন মেলা গুলির মধ্যে অন্যতম টাকী বইমেলা। ১৯৮৬ সালে প্রথম বারের মতো বইমেলার আসর বসে টাকীতে। যার ই পরিমার্জিত রূপ বর্তমানের টাকী গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বইমেলা।। তদানিন্তন, বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক প্রয়াত অমলেন্দু সেনগুপ্তের উদ্দ্যোগে, তৎকালীন বাম শাসিত টাকী পৌরসভার পৌরপ্রধান দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিকতায়, শিক্ষক শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়,অধ্যাপক অজয় মুখোপাধ্যায়,প্রয়াত অধ্যাপক শিবশঙ্কর গড়াই, সহ টাকীর একদল তরুন ও স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায়, টাকী এরিয়ান ক্লাব ফুটবল ময়দানে বসে টাকীর প্রথম বইমেলার আসর। মাঠের উত্তরদিকে সাংস্কৃতিক মঞ্চ বাঁধা হয়, সেখানে প্রতিদিন স্থানীয় ও আমন্ত্রিত শিল্পীদের নিয়ে যাত্রা,সঙ্গীত, কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার,আনন্দম সহ প্রায় পঁয়ত্রিশটি প্রকাশনী অংশগ্রহন করেছিল প্রথম বারের বইমেলায়। টাকীর অন্নপূর্ণা ডেকরেটর্সের সহযোগিতায় স্বল্প মুল্যেই তৈরি হয় বইমেলার প্যান্ডেল। প্রথমবারের উদ্যোক্তাদের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা থেকে দুরবর্তী টাকীর প্রথম বইমেলায় কোনো প্রকাশনীই আসতে চায়নি। অনেক সময় তাদের বই নিজেদের দায়িত্বে বয়ে এনে বইমেলায় তাদের আনতে হয়েছে। তখনকার সময়ে টাকী পৌরসভার জিপ গাড়ি যা ঘন্টায় দশ মাইল করে যেত তাতে করে কলকাতা থেকে মাদুর এনে বইমেলার গেটও তৈরি করা হয়েছিলো। প্রথম বইমেলায় রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিলো। প্রথম দু বছর এরিয়ান ক্লাব ফুটবল ময়দানে হওয়ার পর তৎকালীন টাকী পৌরসভার মাঠে (বর্তমানে যেখানে পৌর স্বাস্থ্য ভবন) বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে পুনরায় টাকী এরিয়ান ক্লাব ফুটবল ময়দানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরপর বেশ কয়েকবছর মেলা হওয়ার পর বিভিন্ন সমস্যায় সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় টাকী বইমেলা। তৎকালীন উদ্যোক্তাদের তথ্যানুযায়ী প্রথম বারের বইমেলায় প্রায় তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়,যার বেশিরভাগ টাই টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয় ও টাকী রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। প্রথমবারের বইমেলার প্রবেশ মুল্য ছিল মাত্র পাঁচ টাকা,সাধারন মানুষের উপস্থিতি ও সহযোগিতা উদ্যোক্তাদের উসাহ কে ত্বরান্বিত করে। ফলস্বরুপ বেশ কয়েকবছর ভালো ভাবে চলে বইয়ের উৎসব। সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৯৭ সাল নাগাত টাকী এরিয়ান ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন বসরে টাকীর মানুষ আবার বইমেলার স্বাদ পায়,কিন্তু তার পর থেকে আবারো বন্ধ হয়ে যায় টাকী র বইমেলা। নতুনকরে ২০০৮ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে বইমেলার স্বাদ পায় টাকীর মানুষ। প্রবীন ও নবীনদের নিয়ে গঠিত হয় নতুন কমিটি।। সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বভার অর্পিত হয় সুব্রত কুন্ডু ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান ২০০৮ সালে টাকীতে ছাত্র যুব উৎসব চলা কালীন সময়ে বসিরহাটের বইমেলা নিয়ে কথা প্রসঙ্গে পুরাতন উদ্যোক্তা দের কাছে তারা বইমেলা করার জন্য আবেদন করেন। তৎকালীন টাকীর পৌরপ্রধান সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে নতুনদেরও এগিয়ে আসতে বলেন। আর তার পরই স্থানীয় কিছু যুবক ও প্রবীনরা মিলে আবার শুরু হয় বইমেলা। এই সময়েই টাকী বইমেলার নাম পরিমার্জন করে টাকী গ্রামীন সংস্কৃতি ও বইমেলা করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন কারনে, গত দু বছর ফের বন্ধ থাকে টাকীর মেলা। তবে এবছর ফের শীতের আমেজ গায়ে মেখে চোদ্দ থেকে বাইশে ডিসেম্বর এই মেলার আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। অর্থসামাঞ্জস্য রাখতে টিকিট মুল্য পাঁচ টাকা থেকে বাড়িয়ে কুড়ি টাকা হলেও দর্শক ঘাটতি তে ভুগতে হয়নি টাকীর এই ময়দানকে। প্রতি বছর,বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই মেলা। সাহিত্যিক, নাট্যকার কিংবা সমাজের কোনো পর্যায়ের স্বীকৃত গুনী ব্যক্তিকে দিয়ে উদ্বোধন হয় বইমেলার। বইএর স্টল ছাড়াও কবি সম্মেলন, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা,স্বাস্থ্য মেলা সহ রকমারি খাবারের স্টলে ভরে ওঠে বইমেলা প্রাঙ্গন।সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামাঙ্কিত প্রতিসন্ধার মঞ্চে স্থানীয় শিল্পী সহ আমন্ত্রিত,গায়ক গায়িকা ও টেলি অভিনেত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলার কদিনে উপকৃত হন ছোট ব্যবসায়ীরাও।।স্ব নির্ভর গোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন শিল্পীদের শিল্প প্রতিভাকে তুলে ধরার প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে টাকীর মেলা। তবে তথ্য অনুযায়ী গত কয়েকবছরে বইমেলার পরিসর বৃদ্ধি পেলেও, বই বিক্রির হার কমেছে অনেকটাই।যার ফলে মুখ ফিরিয়েছে নামী দামি প্রকাশনী গুলিও। যা আশাহত করে বইপ্রেমীদের। টাকী গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বইমেলা র সভাপতি, টাকীর পৌরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, এবছর তিরিশ টি বইয়ের স্টল ও দুইশত আটটি বিভিন্ন ধরনের স্টল নিয়ে সেজে উঠছে টাকীর মেলা।বিভিন্ন শিল্পীদের সমন্বয়ে সান্ধ্য অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে। মেলা উপলক্ষে ম্যারাথন দৌ। প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৪ ই ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে মেলার উদ্বোধন হবে, উদ্বধোনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুজিত বসু, মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, সহ কবি শ্রীজাত ও প্রখ্যাত ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলি সহ অন্যান্নরা উপস্থিত থাকবেন বলেও জানান তিনি।

হাওড়ার জয়পুর থেকে দিঘা, নতুন বছর শুরুর আগেই চালু হল বাস পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃনতুন বছর শুরুর আগে দারুণ খবর আমতা বাসীদের জন্য। প্রান্তিক এলাকা থেকে এখন মাত্র ১১৬ টাকায় পৌঁছে যাওয়া যাবে সৈকত শহর দিঘায়। সমুদ্রের টানে ছুটি কাটাতে সারা বছরই কমবেশি ভিড় থাকে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘার সমুদ্র সৈকতে,তবে হাও।। জেলার প্রান্তিক এলাকা জয়পুর থেকে দিঘা যেতে বেশ অনেকটাই হ্যাপা পোহাতে হত মানুষদের। দীর্ঘদিনের এই প্রান্তিক এলাকার মানুষদের দাবি ছিল সৈকত নগরীর সঙ্গে সরাসরি বাস পরিষেবার। অবশেষে সেই দাবি মেনেই, চালু হল জয়পুর থেকে দিঘা বাস পরিষেবা।এদিন নতুন রুটের বাসের শুভ সূচনা করলেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল।ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কথা মাথায় রেখেই জয়পুর বাস স্ট্যান্ড থেকে এই বাস পরিষেবা মিলবে। বাসটি প্রত্যহ সকাল সাড়ে ছটায়. আমতা-২ নম্বর বিডিও অফিসের সামনে থেকে দিঘার

উদ্দেশ্যে রওনা দেবে তারপর বাসটি সেহাগড়ী, খড়িযপ্, বেতাই, গাজীপুর, নারিট, চক-শ্রীরামপুর, বাইনান, খাজুট্টি, খাজুট্টি মোড় ও বাগনান হযে. ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সৈকত নগরী দিঘার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে এবং বাসটি দিঘা বাসস্ট্যান্ড থেকে বিকেল ৪ টে ১০ মিনিটে আবার জয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায়. রীতিমতো খুশি প্রান্তিক এলাকার মানুষজন। সূচনার পর, এদিনই প্রথম যাত্রী নিযে. দীঘার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে বাসটি।এদিন সুকান্তবাবু ছাড়াও বাস পরিষেবা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, উলুবেড়িযার মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল, আমতার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৃষ্ণেঃদু ঘোষ দস্তিদার, আমতা-২ পঞ্চাযেত্ সমিতির সভাপতি মেহেবুব আলী, আমতা-২ নম্বর ব্লকের বিডিও পি ঃ টু ঘরামি, বাগনান থানার আইসি অভিজি দাস, জযপুর থানার ওসি সুমন্ত দাস প্রমুখ।

ফিরছে শীতের আমেজ কলকাতায় পারদ নামল ১৯.৪ ডিগ্রিতে

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) ঃ বৃষ্টির ঘনঘটা থামতেই পরিষ্কার হয়ে উঠল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আকাশ। দুর্যোগ কাটতেই ফিরছে শীতের আমেজ। শুক্রবার মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ নামল ১৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পুর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা-সহ

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবার নামবে তাপমাত্রা। অনুভূত হবে শীতের আমেজ। আবহবিদরা জানিয়েছেন, রাতের তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। কলকাতার তুলনায় ঠান্ডা বেশি অনুভূত হবে গ্রাম বাংলায়। পুরুলিয়া, বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে ঠান্ডা থাকবে একটু বেশি। ইতিমধ্যেই কলকাতায় পারদ নেমেছে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে, আগামী দিনে তা আরও নামতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১৫-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশেই থাকবে তাপমাত্রা। শুক্রবারও কলকাত সহ বেশ কয়েকটি জেলীয় আকাশ মেঘলা ছিল।

অকাল বৃষ্টিতে জমিতেই পচেছে ধান, খানাকুলে চাষি আত্মঘাতী

বনস্পতি দে খানাকুল, ৮ ডিসেম্বর ঃ অকাল বৃষ্টিতে জমিতেই পচেছে ধান। নষ্ট হয়েছে আলুর বীজও। ঋণ নিয়ে চাষ করে প্রভূত ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা। এই পরিস্থিতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের চাষিরা সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ঋণ মুকুবের দাবি জানাচ্ছেন। এরই মধ্যে বাংলায় এক চাষি আত্মঘাতী। চাষে প্রভূত ক্ষতির সম্মূখীন হয়ে মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করলেন এক চাষি। ঘটনা খানাকুলের ঘোষপুর অঞ্চলের পিলখাঁ এলাকার। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই চাষির নাম তরুণ পালুই(৩৭)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণ প্রায় ৮ বিঘা জমির ধান চাষ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাতেই এই আত্মহত্যার ঘটনা। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারিভাবে ঋণ না নিলেও ব্যক্তিগত ভাবে প্রচুর দেনা করেই চাষ করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি দুধেরও ব্যবসা করতেন। তাতেও লোকসান। আর বৃষ্টির জেরে ধান জমিতে জল জমে নষ্ট হয়ে যায় ফসল। মাঠ থেকে ধান তোলার জন্য জনমজুরও পাননি। বেশ কয়েকদিন ধরেই হতাশায় ভুগছিলেন তিনি। আর এই নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও মনোমালিন্য ও ঝগড়া হয়। পরিবারের সদস্যরাই সেকথা জানাচ্ছেন। আর এই জেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তরুণ। শুক্রবার গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। এতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, চলল গুলি

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার,৮ ডিসেম্বর ঃ ভাঙড় রয়েছে ভাঙড়েই। ভাঙড়ে আবার চলল গুলি। জমি মাপজোখকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়ের কাশীপুর থানার জিরানগাছা এলাকা। গুলি চালানো ও বোমাবাজিও করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নতুন করে এলাকা যাতে উত্তপ্ত না হয়, সেদিকেই নজর পুলিশের। আতঙ্কে স্থানীয়রা। পঞ্চায়েত ভোটের সময় তৃণমূল-আইএসএফের অশান্তিতে কার্যত বোমা-বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছিল ভাঙড়। শুক্রবার সকালে নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠল ওই এলাকা। ভাঙড়ের কাশীপুর থানা সংলগ্ন জিরানগাছা এলাকার বেশ কিছু প্রজেক্টের কাজ চলছিল। এদিন সকালে একটি সংস্থার তরফে জমি মাপজোখের কাজ করা হচ্ছিল। তাতেই অশান্তির সূত্রপাত। অভিযোগ, জমি মাপজোখে বাধা দেয় তৃণমূলের একাংশ।

অভিযোগ উঠেছে, এর পরই দুদলের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। কথা কাটাকাটি চরমে ওঠে। অভিযোগ করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই বোমাবাজি করে বলে অভিযোগ। চালানো হয় গুলিও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের মধ্যস্থতায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। তবে নতুন করে যাতে এলাকা উত্তপ্ত না হয় সেই কারণে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বলে খবর মিলেছে।

গোঘাটে মাঠেই এখন জলের তলায় ফসল

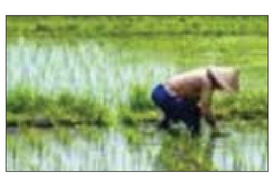

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ৮ ডিসেম্বর ঃ ১২০০ টাকার আলু বীজ, এক রাতে ৩৫০০ টাকার বেশি দাম। ভরা অঘ্রাণে সর্বনাশ চাষিদের, কারণ মাঠেই এখন জলের তলায় তাঁদের শত কষ্টের ফসল। ঋণ নিয়ে, মাথার ঘাম মাঠে ফেলে যে ফলন বুনেছিলেন, অসময়ের বৃষ্টিতে তা শেষ হয়েছে সব। আর এসবের সুযোগ নিয়েই একদলের কালোবাজারির অভিযোগ। আলু বীজ নতুন করে বুনে ঘরে দুটো অন্ন আনতে চাইছেন চাষিরা। কিন্তু ব্যবসায়ীরা নতুন করেই বীজ নিয়ে কালোবাজারি করছেন বলে অভিযোগ। নজরদারি কোথায়? উঠেছে প্রশ্ন। হুগলির গোঘাটে কামারপুকুরে ক্ষোভে ফুঁসছেন আলু চাষিরা। গোঘাটের কামারপুকুরে আলু বীজের দাম রাতারাতি তিন গুণ বেড়ে গিয়েছে। চাষিদের অভিযোগ, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে রীতিমতো লুটে নিচ্ছেন এক দল ব্যবসায়ী। আলু বীজে কালোবাজারির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন চাষিরা। আলু চাষিদের দাবি, দু'দিন বৃষ্টি হল আর আলু বীজের দাম ১২০০ টাকা থেকে লাফিযে.এক রাতে ৩৫০০ টাকা ও বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। বৃষ্টির জলে মাঠেই নষ্ট হয়েছে আলু বীজ। ফসন তাঁরা ঘরে আনতেই পারেননি। শুধু আলু নয়, মাঠে নষ্ট হয়েছে ধানও। লাভের মুখ তো দুরস্ত, ঘরে খাবার জুটবে কীভাবে, সেই চিন্তাতেই রাতের ঘুম ছুটেছে চাষিদের। বেশিরভাগ চাষিই সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। সেই বোঝাও তাঁদের মাথায় রয়েছে। কিন্তু এ সবের মধ্যেও পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন একদল অসাধু ব্যবসায়ী। আলু বীজের দাম প্রায় তিন গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এক দল ব্যবসায়ী। ফলে চাষিরা যে নতুন বীজ বপন করবেন, তাঁদের ১২০০ টাকার বীজ ৩৫০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। আলু বীজ চড়া দামে কেন বিক্রি হচ্ছে, এক্ষেত্রে প্রশাসনের নজরদারিটাই বা কোথায়, সেই নিযে.প্রশ্ন তুলেছেন চাষিরা। কালোবাজারি নিয়ে প্রশ্ন করতেই ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বীজ আলুর গোডাউনের সামনে দাঁড়িযে.থেকে পাহারা দিচ্ছেন চাষিরা। এক চাষি বলেন. গত পরশু বীজ নিয়েছিলাম ১৩৫০ টাকায়, আজ থেকে তিন হাজার টাকার ওপর। গোডাউনে বীজ রয়েছে। কিছু বস্তা সরিয়ে দিয়েছে আসলে চাহিদা তৈরি করতে চাইছে। কালোবাজারি করতে চাইছেন। যাতে চড়া দামে বিক্রি করতে পারে। আসলে আমরা বীজ বুনেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই আবার এসেছিলাম কিনতে। যদিও কালোবাজারির অভিযোগ একেবারেই অস্বীকার করেছেন ব্যবসায়ীরা। এক গোডাউনের মালিক বলেন, আমাদের চালান দেখলেই বোঝা যাবে, ১০০ টাকার লাভ নেই বস্তায়। যা দামে কিনেছি, তাতেই দেব। বৃষ্টি থামলেই মাল দেব। এখন মাল দেব না। বৃষ্টি থামলে কেনা দামেই মাল দেব। কারণ বৃষ্টিতে বীজ আবারও পচলে আমারই দুর্নাম হবে।

জয়নগরের এক সিভিক ভলেন্টয়ারের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ ডিসেম্বর ঃ জয়নগর থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ার এর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য। মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার হলো উজ্জ্বল হালদার (৩৪)।বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাতের খাটসারা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ারের পাশাপাশি পেশায় অটো চালক ছিলেন উজ্জ্বল হালদার অরফে পটল। শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার উজ্জ্বল হালদার, বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।এদিন সকাল ৭ টা নাগাদ পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা

বাড়ির কাছে উজ্জ্বলের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে জয়নগরের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নেতৃত্বে পুলিশ টিম আসে। কিভাবে এই সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যু হলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ এদিন ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো জয়নগর থানার পুলিশ। আর এদিকে মৃতের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকায় ভালো ছেলে বলে পরিচিত ছিল। তাঁর এই মৃত্যু তাই কেউ মেনে নিতে পারছে না।

হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া সিটি পুলিশের গোলাবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে শুরু হতে

চলেছে দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করতে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশের উদ্যোগে শুক্রবার সকালে ওই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা হয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে স্মার্ট ফোন অথবা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ছাড়া মানুষ অচল। বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলেই কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সময়ে এমন বহু ছাত্রছাত্রী রয়েছে। যাদের পরিবারের তরফ স্পেশাল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়না। সে সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেই হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগ এই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসা ছেলেমেয়েদের আপাতত সপ্তাহে বিনামূল্যে দু'দিন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এক সঙ্গে ত্রিশ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শুরুতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নেবে। শুরুতে তিন মাসের বেসিক কোর্স সেখান হলেও আগামী দিনে আরও কোর্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শুরুতে ত্রিশ জনের একটি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আগামী দিনে ব্যাচের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

মদন মিত্রের শারীরিক অবস্থার অবনতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্রের শারীরিক অবস্থার খানিকটা অবনতি হয়েছে। শ্বাসকষ্ট বেড়েছে কামারহাটির তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের। শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ)-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বেশ কিছু দিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন মদন।

গত সোমবার রাতে জ্বর এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করানো হয়। তাঁকে উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে সিসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, চিকিৎসক অতনু পালের তত্ত্বাবধানে মদন মিত্রের চিকিৎসা চলছে। বুকে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান করছেন চিকিৎসকেরা।

বাদুড়িয়ায় ঢাকা না থাকার ফলেই কি গর্তে পড়ে মৃত্যু হল শিশুর?

দুরন্ত বার্তা, বাদুরিয়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ নির্মীয়মান বাড়ির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাটির জন্য খোঁড়া হয়েছিল গর্ত। আর সেই গর্তই কাল হলো বাদুড়িয়ার ছয় বছরের শিশু কোয়েলের কাছে। বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চাতরা গ্রামের বাসিন্দা পরিতোষ সরকার ও মীরা সরকারের ছোট মেয়ে বছর ছয়ের কোয়েল সরকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের শৌচালয়ে শৌচকর্ম সেরে যখন ঘর্যে দিকে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বাড়ির উঠোনের পাশে থাকা একটি গর্তে পা পিছলে পড়ে যায় সে। কিছুক্ষণ পর মেয়ের সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় মায়ের। খোঁজাখুঁজি করতেই দেখা যায় বাড়ির পাশে একটি গর্তে পড়ে রয়েছে কোয়েল। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উত্তর ২৪ পরগণার বাওগাছি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে

তাকে স্থানান্তরিত করা হয় হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসকরি তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে ভাড়া থাকতো এই সরকার পরিবার সেই বাড়ির মালিক অচ্যুৎ সর্দার বাড়ি তৈরি করছিলেন। সেই বাড়ির ভিত তৈরি করতে প্রয়োজন হয় মাটির এবং সেই মাটি চাহিদা মেটাতেই বাড়ির পিছনে তৈরী করা হয় একটি গর্ত। বৃহস্পতিবার ভরদিন বৃষ্টি হওয়ায় এমনিতেই মাটির উঠান ছিল পিচ্ছিল। ফলে সেই পিচ্ছিল মাটিতে হেঁটে ফেরার সময় পিছলে সেই গর্তে পড়ে ওই শিশু, এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। প্রশ্ন উঠছে যদি গর্ত খোঁড়া হয়ে থাকে তাহলে কেন সেটি ঢাকা ছিল না? কেন নিরাপত্তার দিকটি মাথায় রাখেননি বাড়ির মালিক? ইতিমধ্যে এরকম ধরনের ঘটনায় বেশ কিছু বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বেশকিছু শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনা আরও একবার সেই অসতর্কতার ছবি ফুটিয়ে তুললো।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/LTG/Zone-II/BR-IV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No.: LTG/109/WD-21/BR-IV/Z-II/2023-24
Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Strand Bank Road and other places in Ward No. 21 under BR-IV;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,713.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **15 Days;**

(2) NIT No.: LTG/INST/90/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Repairing and maintenance of the electrical works in the KMCP Schools under Borough-IV, Zone-II;** Estimated Amount: **Rs. 1,52,017.00;** Earnest Money: **Rs. 3,200.00;** Pe riod of Completion: **30 Days ;**

(3) NIT No.: LTG/108/WD-22/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Repair and replacement of street lighting system at Nalini Seth Road, Ratan Sarkar Garden Lane, M.D. Road etc. and other electrical work in Ward No.22 under Borough-IV;** Estimated Amount: **Rs.1,99,694.00 ;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **15 Days;** Last Date & Time of submission of Bid (online): **19.12.2023 up to 2.30 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **21.12.2023 up to 2.30 p.m.** (for Sl. No. 3) **;** The bid forms and other details are available on & from **08.12.2023 at 4.30 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/475
Name of the Work: **Supply & delivery of LED fittings for E.M. Bypass (From Chingrighata to Science City) under BR-VII;** Estimated Amount: **Rs.4,92,296.00;** Earnest Money: **Rs.9,900.00;** Period of Completion: **45 Days ;**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/362
Name of the Work: **Supply and delivery of LED street lighting system at Lake Place and surrounding areas in Ward No.87 under Borough-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,635.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00 ;** Period of Completion: **10 Days ;**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/494
Name of the Work: **Renovation of street lighting system at Allenbey Road and other surrounding areas in Ward No. 70 under Borough-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 1,99,693.00;** Earnest Money: **Rs.4,000.00 ;** Period of Completion: **15 Days ;**

(4)NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/495
Name of the Work: **Installation of monolight poles at Bishop Lefroy Road in Ward No.70 ;** Estimated Amount: **Rs. 4,96,037.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **15 Days ;**

(5)NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/496
Name of the Work: **Installation of 4 nos. mini mast lighting system at different areas in Ward No. 87 under Br-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 3,48,016.00;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **15 Days;**

(6)NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/497
Name of the Work: **Arrangement of additional lighting system on temporary basis on the different location at Subash Uddan Park and other various places in Ward No. 70, Br-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,550.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **15 Days;**

(7)NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/498
Name of the Work: **Supply and delivery of decorative lights fittings and lamps at Southern Avenue under Br-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 1,95,902.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **10 Days;**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/499
Name of the Work: **Repairing of damaged feeder pillar boxes at Rashbehari Avenue, Dr. Sarat Banerjee Road, Maharaja Nanda Kumar Road and others surrounding areas in Ward No. 87 under Borough-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,908.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **18 Days ;**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/500
Name of the Work: **Repairing of street lighting system at Chakraberia Road (South) and others surrounding areas in Ward No.70 under Borough-VIII;** Estimated Amount: **Rs. 2,49,243.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **25 Days;**

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/513
Name of the Work: **Providing 63 KVA D.G. Set on hire basis for the Mortuary "Peace World" at 1, Topsia Road (South) Kolkata-700046 including Fuel & Operator;** Estimated Amount: **Open Quotation ;** Earnest Money: **Rs.10,000.00** (L.S.) **;** Period of Completion: **365 Days;**

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/514
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting system at Camac Street, J.L. Nehru Road, A.J.C. Bose Road & Shakespeare Sarani in Ward No. 63, BR-VII;** Estimated Amount: **Rs.3,44,035.00;** Earnest Money: **Rs.7,000.00;** Period of Completion: **365 Days;**

(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/515
Name of the Work: **Operation and maintenance of lighting system at Gobra MD. Burial Ground No. 3 & Anjumam Burial Ground Extension Gobra Burial Ground No. 2, Sub-Register Office & Staff Quarters in Ward No. 59, BR-VII;** Estimated Amount: **Rs. 4,86,432.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **365 Days;**

(13) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/516
Name of the Work: **Operation & maintenance of electrical installation at 7 nos. Community Hall under BR-VII;** Estimated Amount: **Rs. 3,34,896.00;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00 ;** Period of Completion: **365 Days ;**

(14) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/517
Name of the Work: **Operation & maintenance of electrical installation at different institutions K.M.C. Labour Quarters, Ward Offices, Health Units, KMCP School, Maternity Home, Community Kitchen, Pig Slaughter House etc. under BR-VII;** Estimated Amount: **Rs. 3,34,896.00;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **365 Days;**

(15) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/518
Name of the Work: **Operation & maintenance of street lighting system in Ward No. 80;** Estimated Amount: **Rs. 4,21,450.00;** Earnest Money: **Rs. 8,600.00;** Period of Completion: **182 Days;**

(16) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/519
Name of the Work: **Supply & delivery of LED light fittings for Taratala Road, CGR Road, Nimak Mahal Road & other places in Ward No. 80;** Estimated Amount: **Rs. 4,96,016.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

(17) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/520
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No. 88;** Estimated Amount: **Rs. 4,98,154.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **366 Days;**

(18) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/521
Name of the Work: **Repairing & replacement of electrical accessories at Monika Community Hall & Mayor's Health Clinic under Br-IX;** Estimated Amount: **Rs. 1,49,209.32;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

(19) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/503
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.83 ;** Estimated Amount: **Rs. 4,87,878.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00 ;** Period of Completion: **366 Days ;**

(20) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/504
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.74 ;** Estimated Amount: **Rs. 4,97,028.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00 ;** Period of Completion: **366 Days;**

(21) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/522
Name of the Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No. 82;** Estimated Amount: **Rs.4,98,858.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **366 Days;**

(22) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/490
Name of the Work: **Repairing and renovation of street lighting system at Hazra Road, Deshapriya Park Road, Monohar Pukur Road, N.B. Lane and other places in Ward No. 84;** Estimated Amount: **Rs. 4,99,043.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **20.12.2023 at 12 noon** (for Sl. No. 1), **18.12.2023 at 12 noon** (for Sl. No. 2 to 14), **19.12.2023 up to 12 noon** (for Sl. No. 15 to 21) & **20.12.2023 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 22); Bid opening date for Technical Proposal : **20.12.2023 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1), **18.12.2023 at 2.30 p.m.** (for Sl. No. 2 to 9), **19.12.2023 at 12 noon** (for Sl. No. 10 to 14), **19.12.2023 at 2 p.m.** (for Sl. no. 15 to 21) & **21.12.2023 at 2 p.m.** (for Sl. No. 22); The bid forms and other details are available on & from **08.12.2023 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1, 10, 11, 12, 13, 14), **08.12.2023 at 6 p.m.** (for Sl. No. 2 to 9) & **08.12.2023 from 2 p.m.** (for Sl. No. 15 to 22); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 14), For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum / corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. no. 15 to 22).

1065/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮ সংখ্যা, শনিবার, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

নেতাজির নাম স্মরণ...

সম্পাদকীয় ১

এখন সবাই নেতাজির নাম স্মরণ করতে শুরু করেছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কি তাহলে রাজনৈতিক দলের প্রধান পুরুষ হয়ে দেখা দিলেন যাকে কেন্দ্র করে আমজনতার পাশে দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন জনপ্রতিনিধিরা। জনপ্রতিনিধিরা এমন একজনকে বেছে নেয় যার প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতারা তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছেন। নেতাজির আদর্শে দেশকে গড়তে গেলে দরকার তাঁর বইগুলোর সুলভ মূল্যে প্রকাশ করা। সবার কাছে নেতাজির বইগুলো যাতে পৌঁছে যেতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করা। তার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। কেন্দ্র রাজ্য উভয় সরকারের প্রয়োজন ছিল তাঁর লেখাগুলিকে সংগ্রহ করে সুলভ সংস্করণ তৈরি করে দেশের নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তার কোনও আয়োজন করা হয়নি। নেতাজির আদর্শকে দেশবাসীকে প্রস্তুত করতে গেলে তাঁর বইগুলি অবশ্যই পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের শৈশব জীবন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজিকে কেন্দ্র করে। কবিগুরুর সঙ্গীত, নৃত্য এবং কবিতা দিয়ে শুরু হয় আমাদের শৈশবের ছাত্র জীবন। ফলে আমরা অতি সহজেই কবিগুরুর নামকে স্মরণ করতে পারি। তার ওপরে রয়েছে পৌষ মেলায় শান্তিনিকেতনে যাওয়া। বড়দের হাত ধরে ছোটরা পৌষ মেলায় অংশ গ্রহণ চলে। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন বাবা মায়ের হাত ধরে কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে যাওয়া। তারপরে রয়েছে মহাজাতি সদনের উপস্থিত। সেটা নির্মাণ করেছিলেন নেতাজি সুভাষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ফলে মহাজাতি সদন সবার কাছে প্রিয়। বিশেষ করে বাংলার মানুষের কাছে। সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। খুব ছোটবেলা থেকেই নেতাজির সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি। এখন দরকার আরও বেশি করে নেতাজি এবং কবিগুরুকে জানার। কবিগুরুর বই পাওয়া যায় বিশ্ব ভারতী প্রকাশনা থেকে। কিন্তু নেতাজির বই পাওয়া যায়। তবে তাঁর বইয়ের সঙ্গে সবাই পরিচিত নয়। নেতাজির 'তরুণের স্বপ্ন' কতজন পড়েছেন তা হাতে গুণে বলে দেওয়া যেতে পারে। যদি এই বইয়ের সুলভ সংস্করণ করে দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে তাহলে নেতাজির চিন্তাধারার খানিকটা প্রভাব দেশবাসীদের ওপর পড়তে পারে। সেটা হচ্ছে না। নেতাজির সম্পর্কে বাছাবাছা বক্তব্য রেখে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতারা এখন নেতাজিকে সমানে রেখে আমজনতার কাছে গিয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। এবারে নেতাজিকে কেন্দ্র করে শ্যামবাজার থেকে একেবারে ধর্মতলা পর্যন্ত বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হল। আবার একই দিনে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কলকাতায় বেশ কয়েকটি নেতাজির অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এতো অনুষ্ঠান যাঁকে নিয়ে হচ্ছে তাঁর শেষ জীবন সম্পর্কে কারোর কাছে কোনও সংবাদ নেই। তিনি কীভাবে মারা গেলেন তা আজও রহস্যাবৃত থেকে গিয়েছে। নেতাজির অন্তর্ধান সম্পর্কে বহু কমিশন হয়েছে। কোনও কমিশন কিন্তু তাঁর শেষ জীবন সম্পর্কে একটি খবরও প্রকাশ করতে পারেনি। কমিশন বলেছে যে নেতাজির শেষ জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য হাতে এসে উপস্থিত হলেও তাঁর শেষ জীবন সম্পর্কে কেনও সঠিক তথ্য না পাওয়ার ফলে বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না নেতাজির শেষ জীবন কী হয়েছিল।

পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠকের সম্ভাবনা

সম্পাদকীয় ২

এবারে কি ইউক্রেনের যুদ্ধ থামবে তা নিয়ে সবাই প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে। তুরস্কের শান্তির বৈঠকে দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। বৈঠকের শেষে সবাই আশা করতে শুরু করে দিয়েছে যে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ইউক্রেনের মধ্যস্থতাকারী দলের অন্যতম ডেভিড আরখামিয়া জানিয়েছেন যে বৈঠকে অনেকাংশ ফলপ্রসূ হচ্ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সেই একরোখা মুখ আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুতিনও বেশ খানিকটা দমে গিয়েছেন। দুই দেশের রাষ্ট্রনেতার মানসিক অবস্থা আগেকার মতো নেই। সবাই যখন যুদ্ধ থামতে বলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সায় না দিয়ে কোনও উপায় নেই তার পরিস্কার করে বুঝতে পারছেন দুই প্রেসিডেন্ট। তবে পুতিন বুঝতে পেরেছেন এইভাবে যুদ্ধ চালাতে গেলে তাদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে বেশি করে কষ্ট পেতে হবে। যেভাবে গোটা ইউরোপ রুশিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছ এবং রুশ নাগরিকদের ইউরোপে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। পাশাপাশি রাশিয়ার শিল্পপতিদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে ইউরোপ ইউনিয়ন তাদের যে কোনও সময়ে রুবল একেবারে মূলহীন হয়ে যেতে পারে। রাশিয়ার শিল্পের শেয়ার বাজারে দল নেই। শিল্পে বিনিয়োগ আসছে না। তার ওপরে ইউরোপের ধনী দেশগুলি অন্য দেশ থেকে তেল এবং জ্বালানি সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছে। একে প্রতি মাসে কয়েক হাজার কোটি লোকসান হচ্ছে। সেই লোকসানকে সামাল দেওয়ার মতো রাশিয়ার একার শক্তি নেই। আমেরিকার জ্বালানি বা তেল কারোর কাছ থেকে কিনলে নাও চলবে। তাদের নিজত্ব তেল বা জ্বালানি ভাণ্ডার রয়েছে। ফলে আমেরিকা কারোর পরোয়া করে না। তুরস্ক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির মুখোমুখী বৈঠকে বসার ব্যবস্থা নিয়েছে। সেই ব্যবস্থা একেবারে পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে। রুশ সেনারা এখন গোলাবর্ষন বন্ধ করেছে। ইউক্রেনের সেনারা এখন আর রাশিয়ার ট্যাঙ্ক দেখে গোলা ছোট বহনযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করছে না। গেলিরা আক্রমণ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জেলেনস্কি এখন রাশিয়ার বহু শর্ত মেনে নিয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে।

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চাস্থানে প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক

রবীন্দ্র কুমার শীল

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা। তারা ভারতের সম্মানকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। ভারতের যখন ব্রিটিশ শক্তি এসে প্রবেশ করলো তখন ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে নতুন কলকারখানা থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চস্তরের অধ্যায়ন। তারই প্রভাব ভারতের ওপরে বিশেষ করে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানি। তার ফলে কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে একদিকে শিল্প কলকারখানা যেমন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল পাশাপাশি আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি লাভ করে। ইংরেজরা আসার ফলে কলকাতা তথা ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাব পড়তে শুরু করে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব পরেক্ষাভাবে কেন প্রত্যক্ষভাবেও কাজ করেছিল। তখন বাংলার মেধাবী ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ অনায়সে পেত। কলকাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানের সম্মানে সম্মানিত। যার ফলে কলকাতা থেকে যেসব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসরা বিশ্ব দরবারে নাম করেছিলেন তাঁদের শিক্ষার ভিত কিন্তু বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল। পরে সেই সব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা বিলাতে গিয়ে আরও বেশি করে অধ্যায়ন এবং চর্চা করে তাদের অভিজ্ঞতার মান বৃদ্ধি করে। বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান চর্চার রাস্তা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি লিছেছিলেন বাংলায় বহু শাস্ত্র পুবাণ এবং সাহিত্য চর্চা হযেছে। এখন বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করতে হবে। তাঁরই কথার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশায়। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করে দেওয়ার। তার জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঠাকুর বাড়িরপ্রধান কর্তা মহর্ষী দেবেঃদ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকার নাম ছিল 'তত্তবোদিনী পত্রিকা'। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানে জয়যাত্রায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার অবদান কম নয়। আচার্য প্রফুল্ল কুমার রায় রসায়ন বিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন। তাঁর

মতো রসায়ন বিজ্ঞানী তখন ভারতে বলতে গেলে দুর্লভ। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান গবেষণায় রত ছিলেন। সেখানেই তাঁর গবেষণা কেন্দ্র ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর গবেষণাগারকে ব্যবহার করতে সম্মতি দান করেছিলেন। বাংলার বিপ্লবী বোমা আন্দোলনের ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। তিনি শুধু বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থক ছিলেন শুধু নন, তিনি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা যাতে প্রসারিত হতে পারে তার জন্য তিনি আচার্য জগদীশ বোসকে সহায়তা করে গিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ বোসের উৎসাহীদাত্রী। যখন আটার্য জগদীশ বোস হতাশ হয়েছেন তখন ভগিনী নিবেদিতা এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে নিরাশ হওয়া থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং বাংলার বিজ্ঞান চর্চার কথা বলতে গেলে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে অস্বীকার করা চলবে না। তিনি আবার কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশ বোসকে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে মানসিক শক্তির যোগান দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বলেই জগদীশ চন্দ্র বোস 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকে সেখান থেকে রয়েক বছর ধরে শয়ে শয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে ছাত্ররা। রাজা বাজার সায়েন্স কলেজ বাংলার বিজ্ঞান দরবারে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এটা মনে প্রাণে চাইতেন। তাঁর চিন্তার ফসল আজকের রাজা বাজার অঞ্চলে বিজ্ঞান কলেজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা জগতের থেকে উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে 'বিশ্ব পরিচয়'। বাংলা যে বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব তার পথটাকে তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। এমনকী তিনি নিজেই হোমিপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কারমাটাড়ে তিনি সকলের কাছে বিদ্যাসাগর বলে পরিচিত ছিলেন না। সেখানে তিনি চিকিৎসক ঈশ্বর বলে পরিচিতি লাভ করেন। ভেজষ গাছ লাগিয়ে সেখান থেকে ওষুধ নির্মাণ করার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে কারমাটাড়ে তিনি ভেষজ গাছগাছালি লাগিয়েছিলেন। বিজ্ঞান প্রিয় অক্ষয় কুমার দত্তও নিজের হাতে বহু গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই সব গাঝের গুনাগুণ তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশ করতেন। তিনি ইংজেরি ভাষার বিজ্ঞানর প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের শব্দগুলিকে বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করে বাংলার বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি আবার সুচিকিৎসক ছিলেন। ভারতে স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ একটি টোক্কা তৈরি করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াতেন এক চামচ করে আর পাশে গ্রামগুলিতে বসবাসকারীদের ঘরে গিয়েও এক চামক টোক্কা দিতেন যাকে স্প্যানিস ফ্লু এসে তাদেরকে আক্রমণ না করতে পারে। ভারতে স্প্যানিস ফ্লুতে এক কোটি কোল মারা গিয়েছিল। করোনাতে মাত্র কয়েক লক্ষ লোক মারায় যায়। কলকাতা বিখ্যাত মানুষ আর জি কর স্প্যানিস ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা এবং চিকিৎসা চর্চা পাশাপাশি চলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে। এর জন্য অতি অবশ্য শিল্প বিপ্লবের প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে হবে। বিলাতে শিল্প বিপ্লব না হলে ইংরেজরা ভারতে এসে উপস্থিত হতো না। তারা ভারত থেকে কাচামাল সংগ্রহ করে বিলাতে সরবরাহ করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। কারণ শিল্পগুলিকে চালাতে গেলে কাচা মালের প্রয়োজন। ভারত থেকে সেই কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতো জাহাজে করে। ইংরেজা দেখতে পেল যে ভারত থেকে কাচা মাল নিয়ে বিসাতে গেলে বহু সময় লেগে যাচ্ছে। তার ওপরে জাহাজের ওপরে ভরসা করা যায় না। বহু জাহাজ সমুদ্র পথে ভারতীয় পণ্য নিয়ে ডুবে গিয়েছে। তার ফলে সময় মতো কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে।

ক্রমশ...

কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেএবারে বেশ কয়েকটি নতুন চিন্তা এবং ধ্যান ধারনা তৈরি করে ছবি দর্শকদের দেখানোর জন্য উপস্থিত হয়েছে। এবরে প্যানোরামা পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক বাংলা ছবি দর্শকদের মুগ্ধ করবে বলা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে 'মন পতঙ্গ'। একেবারে ভিন্ন স্বাদের ছবি। বাংলা ছবিতে নতুন পরিচালকরা এসে উপস্থিত হয়ে এমন সব ছবি করতে শুরু করে দিয়েছে যা দর্শকদের ভাবনা এবং চিন্তা করায়। তার মধ্যে 'মন পতঙ্গ' ছবিটি বেশ উল্লেখযোগ্য। 'বনবিবি' ছবিটিতে দর্শকদের মনের চিন্তার খোরাক জেগাতে থাকবে। 'বনবিবি' এত সুন্দর ছবি এর আগে হয়নি বলা যেতে পারে। আসলে তরুণ পরিচালকরা এখন অন্য রকমভবে সমাজকে দেখতে ভালোবাসে। তারই প্রতিফলন এবারে বাংলার সব ছবির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। চিন্তার দ্বন্ধ তৈরি করে দেবে বাংলার নয়া যুগের ছবিগুলি। 'বিজয়ার পরে' ছবিটা এত বেশি চিন্তামূলক ছবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছে যা এর আগে কেউ ভাবতে পারেনি। বাংলার অতীতের বিখ্যাত পরিচালকেরা এখন বলতে গেলে নতুন কোনও ছবি তৈরি করছেন না। কিন্তু তরুণ পরিচালকেরা যে দৃষ্টিকোন দিয়ে ছবি করতে শুরু করে দিয়েছে তা বলতে গেলে দর্শকদের অবাক করে দিচ্ছে। 'মাতৃপক্ষ' এই রকম একটি ছবি। 'মাতৃপক্ষ' ছবিতে যে নিষ্ঠার স্পর্শ রয়েছে তা অতি পরিস্কার। মানুষের মানসিক চিন্তার প্রতিফলন বলা যেতে পারে। 'আবার আসিব ফিরে' ছবিটা মধ্যে ভাবনা এবং আদর্শের অবস্থান রয়েছে। বর্তমান যুগ যখন দিশাহীনভাবে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে সেখানে বাংলা ছবিগুলি সবাইকে নতুন পথ দেখাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রতিটি ছবি ক্যামেরার কাজ অতি সূক্ষন। বলা যেতে পারে একেবারে সঠিক সম্পাদনা করা হয়েছে। নাহলে এই অতি সুন্দর ছবি করা একেবারে অসম্ভব ছিল। 'অনাথ' ছবিটা আবার যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে বাংলার চলচ্চিত্রে দৃষিকোনকে অন্য দিকে প্রসারিত করেছে। নয়া দৃষ্টি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রতিটি ছবি। ছবির ভাষা এবং অঙ্গীকগুলি অত্যন্ত সুন্দর। বাংলার তরুন পরিচালকেরা আগেকার মতো গতানুগতি রোমান্টিক গল্পকে কেন্দ্র করে ছবি করতে নারাজ। তারা এখন নতুন ভাষা ভাবনা দিয়ে ছবি তৈরি করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রতিটি বাংলা ছবির মধ্যে নতুন যুগের আভাস পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনে বাংলা ছবি কতখানি দার্শনিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে থাকবে তার পরিচয় দখতে পাওয়া যাবে যদি এই সব ছবিগুলিকে মনের মধ্যে থাকা আত্মবিশ্লেষণকে উন্মুক্ত ককরে দিয়ে বিচার কার যায়। তাহলে বাংলার ছবি এখন হারিয়ে যায়নি সেটা পরিস্কার। ব্যবসায়িক দিক দেখতে গেলে ভালো ছবি করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু দার্শনিক ছবি করতে গেলে প্রচুর মানসিক চিন্তাকে বিনিয়োগ করতে হয়। তরুণ পরিচালকেরা একন সেই সব ছবি করতে আগ্রহী যা সমাজের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ছবি যদি সমাজের ভীতকে নিড়িয়ে দিতে না পারে তাহলে ছবি করার কোনও মানে হয় না বলে মনে করেন তরুণ পরিচালকেরা। তারা সব সময়ে নতুন দৃষ্টি দিয়ে ছবি করতে চায়। যার ফলে ছবির ভাবনা সমাজকে বেশ আলোড়িত করে থাকে। বাংলার চলচ্চিত্র এখন অতীতের স্পর্শ থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। তবে সব সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বাংলা সিনেমা নতুন দর্শনকে প্রতিষ্ঠা কররা ইচ্ছা প্রবল। সত্যজিৎ রায়ের ছবি, মৃণাল সেনের ছবি, ঋত্বিক ঘটকের ছবি বাংলার চলচ্চিত্রের মাইলস্টোন বলা যেতে পারে। আবার তরুণ মজুমদার, ঋতুপর্ণ ঘোষ, অর্পনা সেন যেসব ছবি করে গিয়েছিলেন তার মধ্যে শৈল্পিকদক্ষতা দেখতে পাওয়া যায়। তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ ছবি করেছেন যার মধ্যে ব্যবসায়িক ভাবনার প্রসার থাকওে সেই সব ছবি সমাজকে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু আজকের তরুণ সমাজ সেই সব বাংলার অতীতের গর্বিত ছবির পথকে পরিহার করে নতুন পথকে নির্মাণ করতে শুরু করে দিয়েছে এবারে চলচ্চিত্র উৎসবের ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। আজকের তরুণ পরিচালকেরা ছবি নিয়ে কি ধরনের ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছেন তা বুঝতে পারা সম্ভব হবে যদি তাদের ছবিগুলি দেখা হয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে কি তৃণমূলের আবার দূরত্ব তৈরি হল?

বিশেষ প্রতিনিধি

জোট 'ইণ্ডিয়া' তৈরি করতে তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। যদিও বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করতে তৃণমূল কংগ্রেস আগে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোট তৈরি করার পক্ষে ছিল। কিন্তু তা হয়নি। শরদ পাওয়ার কংগ্রেসকের বাদ দিয়ে বিজেপি জোট করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শরদ পাওয়ার পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করতে গেলে কংগ্রেসকে সঙ্গে করে নিতে হবে। কংগ্রেস সব সময়ে বিজেপি বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে লড়াই করে আসছে। এদিকে তিন রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয়ের ফলে কংগ্রেসকে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। তাঁরা এখন কংগ্রেসকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতা কংগ্রেসের ডাকা নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন না। এদিকে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সেখানে শপথ গ্রহণ করবেন রেবন্ত রেড্ডি। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে পাঠাচ্ছেন নেত্রী মমতা বনেদ্যাপাধ্যায় তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অংশ গ্রহণ করতে হায়দ্রাবাদে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কংগ্রেসকে নিয়ে আবার অ্যালার্জি দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসর নেতাদের। জোট ইণ্ডিয়ার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়তে ফোন করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে কর্মসূচি থাকার ফলে নেত্রী মমতা দিল্লিতে যেতে পারবেন না তা জানিয়ে দিয়েছিলেন রাহুলকে। নৈশভোজে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধীদের সমন্বয় বৈঠকে অধীর চৌধুরীকে নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা। তবে বৈঠক শেষ হওয়ার পরে মল্লিকার্জ্জুন ঘগে ডেরেকের সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। গত তিন মাস ধরে বিরোধী জোট ইণ্ডিয়ার কোনও সভা ডাকা হয়নি। তার ফলে বিজেপি শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে জোট ইণ্ডিয়া শক্তিশালী হতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আসন সমঝোতা করতে কেউ রাজি হচ্ছে না। কোনও দলই কাউকে আসন ছড়ে দেওয়ার পক্ষে নয় সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বিজেপি দল জোট ইণ্ডিয়াকে পরাস্ত করতে নয়া কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেসের আত্মকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে জোট ইণ্ডিয়ার সমন্বয় ব্যর্থ হতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ করতে শুরু করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। এদিকে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত

মিলিয়ে কাজ করে অসম্ভব বলে মনে করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। তাঁরা বলতে শুরু করেছেন অধীর চৌধুরীকে আগে সামলান। তারপরে কংগ্রেস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রশান্ত কিশোরের প্রবেশ করাটাকে আটকে দিয়েছিলেন একা অধীর চৌধুরী। তিনি বলেছিলেন প্রশান্ত কিশোর তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট। কংগ্রেসে ভিতরে প্রবেশ করতে দলের ক্ষতি বেশি করতে থাকবে প্রশান্ত কিশোর। কংগ্রেসকে ভাঙার জন্যই প্রশান্ত কিশোর কংগ্রেসে প্রবেশ করতে চাইছেন। এদিকে আগামী লোকসভার নির্বাচনে আবার ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরকে দায়িত্ব দিতে পারে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তর থেকে জানতে পারা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছের লোক হচ্ছেন প্রশান্ত কিশোর। এই প্রশান্ত কিশোরের জন্যই কি অধিকারী পরিবারের সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন তা অবশ্য জানতে পারা যায়নি। তবে সবাই সেটাই অনুমান করতে শুরু করেছেন।

হেরিটেজ বড় শ্যামা ও বামা কালী

নবদ্বীপের তেঘরী পাড়ার বড় শ্যামা নাম খুবই। তেঘরী পাড়ায় আরও বেশ কয়েকটি শ্যামা পুজো আয়োজন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে ভড়পাড়ার শ্যামা, কাপালী পাড়ার শ্যামা, হরিতলার শ্যামা প্রভৃতি। এসব শ্যামার মধ্যে আবার কোনও শ্যামার উচ্চতা ২০ হাত থেকে শুরু করে ৩০ হাত পর্যন্ত। সাধক চুড়ামণি ভৃগুরাম চট্টোপাধ্যায় এই পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে মেজ শ্যামা, ছোট শ্যামা সেজ শ্যামাও দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৭৪ সালে আড়ংয়ের সময়ে বড় শ্যামা বিদ্যুতের স্পর্সে ভষ্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬০ সাল থেকে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। যদিও কবে থেকে বড় শ্যামা পুজোর আয়াজন হয়েছিল তা নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। শ্রীশ্রীবামাকালী রামসীতা পাড়ার মোড়ে শ্রীশ্রী রামচন্দ্র মন্দিরে বামাকালী পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নবদ্বীপের শাক্ত রাসে আর কোনও দ্বিতীয়

বামাকালীর পুজো হয় না। বামাকালী প্রকৃত পক্ষে শ্মশানকালী। শ্মশানকালী ধ্যানেই পুজো করা হয়ে থাকে। আগে প্রতিমার উচ্চতা ১০ থেকে ১২ হাত হতো। একন এর উচ্চতা বেড়ে ১৪-১৫ হাত হয়। বামাকালী চতুতুর্জা। শিবের বুকে পা রেখে বাঁ দিকে ঘুরে দণ্ডায়ামানা। ডাইনে মহাকাল, বাঁয়ে ডাকিনী। ডান পায়ের তলায় শুম্ভ, কাঁধে দেবশিশু। তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। ইলিশ মাছ, মদ, মাংস দেবীকে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। পাঁঠাবলিও হয়। মানত পাঁঠাবলিও হয়ে থাকে। রাধারমণ ভট্টাচার্য আগে একাই এই পুজো করতেন। ১৯০৭ সালকে বামাকালী পুজোর সাল বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নবদ্বীপের রাসের য়েসব দেব দেবী পুজোর আয়োজন করা হয় তাদের সন তারিখ কেউ বলতে পারবে না। কবে থেকে পুজো শুরু হয়েছিল তা নিয়ে সব পুজোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক রয়েছে।

খালি বাড়ি থেকে চুরি করে গ্রেফতার চোর

চুরির টিভি বিক্রি করতে গিয়ে বিপদ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ডিসেম্বর ঃ গৃহস্থের বাড়িতে লক্ষাধিক টাকার অলংকার, টিভিসহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী চুরির ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ালো পুরাতন মালদা থানার মহানন্দা কলোনি বিনপাড়া এলাকায়। শুক্রবার সকালে নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ফিরে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন তাদের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। এরপরই বাড়ির গৃহকর্তা দিলীপ মন্ডল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান তাদের বাড়ির চুরি যাওয়া একটি বড় টিভি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে এক যুবক। আর তখনই তাকে হাতেনাতে ধরে শুরু করেন উত্তম-মধ্যম। এরপর এই যুবক দিলীপবাবুর বাড়ি থেকে চুরির ঘটনার কথা স্বীকার করে। এই ঘটনার পর এলাকায় শোরগোল পড়ে যেতেই তদন্তে আসে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বাপ্পা ঘোষ নামে এক যুবককে আটক করেছে। যদিও চুরি যাওয়া দুই ভরি সোনার অলংকার, নগদ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার করতে পারে নি পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন পুরাতন মালদা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা কলোনি বিনপাড়া এলাকার বাসিন্দা দিলীপ মন্ডল ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এরপরেই বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ এই দুষ্কৃতীরা দরজা ভেঙে সমস্ত কিছু চুরি করে বলে অভিযোগ। ওই বাড়ির গৃহকর্ত্রী প্রিয়া মন্ডল জানিয়েছেন, এলাকায় নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ঘরের আলমারি ভেঙে দুই ভরি সোনার অলংকার, নগদ পাঁচ হাজার টাকা, টিভি সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে। যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এদিন সকালে আমরা বাড়িতে আসি দেখি ঘরের মধ্যে সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে পড়ে রয়েছে। তখনই বিষয়টি বুঝতে পারি। সেই সময় বাড়ির এক কর্তা রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন চুরির ব্যাপারে লোককে জানাতে। তখন বাপ্পা ঘোষ নামে ওই যুবক আমাদের বাড়ির একটি টিভি মাথায় করে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় তাকে ধরে জিজ্ঞেস করতেই সে চুরির ঘটনাটি স্বীকার করে। তার সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত রয়েছে। এদিকে মহানন্দা কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে হামেশাই এই ধরনের চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এব্যাপারে পুলিশের আরও তৎপর হওয়া উচিত। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, যার বাড়িতে চুরি হয়েছে তিনি পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। এই চুরির ঘটনার অভিযোগে পরিপ্রেক্ষিতে একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

স্কুলে ধস নামায় আতঙ্কে পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ ডিসেম্বর ঃ টানা নিম্নচাপের জের। আর তাতেই ধস নামল খনি অঞ্চলে। এবার ঘটনাস্থল পান্ডবেশ্বর হরিপুর স্কুল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কিছু খেলতে আসা স্কুল পড়ুয়ার নজরে পড়ে হরিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মাটি ধস। তারাই খবর দেয় স্থানীয় পঞ্চায়েতে। শুক্রবার সকালে হরিপুর স্কুল প্রাঙ্গনের ওই ধস বড় আকার নেয়। তাতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসিএল আধিকারিকরা, পান্ডবেশ্বর বিডিও, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা। গোটা এলাকাটি ইসিএল ঘিরে দেয়। এবং মাটি ভরাট শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাটির নীচে কয়লা উত্তোলনের পর ঠিকমতো বালি ভরাট না হওয়ার দরুন ধস নেমেছে। হরিপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপীনাথ নাগ জানান, ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে। স্কুল প্রাঙ্গণেই তারা খেলাধুলা করে। স্কুল চলাকালীন এই ঘটনা ঘটলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতো। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করে বলেন, এক সময়ে এই এলাকায় পুরনো কোন খনি ছিল। সঠিকভাবে সেখানে বালি ভরাট না করার কারণেই বৃষ্টি হলেই ধস নামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জামুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিং। তিনি জানান, ইসিএল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যদি বিপজ্জনক চিহ্নিত করে, তাহলে ভবিষ্যতে এই স্কুলকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে এসে হরিপুর কোলিয়ারির এজেন্ট পঙ্কজ কুমার ঝা জানান, ধস এলাকায় মাটি ভরাট কাজ শুরু হয়েছে। স্কুল এবং তার আশেপাশের জায়গা নিরীক্ষণ করা হবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৮ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত রাজ দফতরের আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন উপভোক্তাদের। বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেফালি কিসকু কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের টাকা তো উপরে আটকে রেখেছেন আপনারা। কম্পিউটার টাকা না ছাড়লে তো আমরা পাচ্ছি না। নিতে মেয়রারা পাবে পাবে বললে কি আমরা পাব? প্রকৃত প্রাপকদের তালিকা পাঠালেও, কেন্দ্র সরকারের অনীহার কারণে অনেকে পায়নি আবাস যোজনার বাড়ি, কারও আবার প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকাই অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। হাফ টাকা ঢুকে প্রকল্পের কাজ আটকে থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কোনো কোন বাড়িতে এদিন সকালেই নাকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বোর্ড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনই সব অভিযোগ উঠে এলে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ দপ্তরের আধিকারিকদের সামনে। এদিন, বীরভূম জেলার বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের একাধিক গ্রাম ঘুরে আবাস যোজনায় দুর্নীতি হয়েছে কিনা তাই তদন্ত করে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সরকারের আধিকারিকেরা। এই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে প্রথম থেকেই সরব কেন্দ্র সরকার থেকে শুরু করে বিজেপি। পালটা তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ একশ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ দপ্তর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছে। সেই মত অন্যান্য জেলার পাশাপাশি এদিন বীরভূম জেলার বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লোহাগাড়া, বাহাদুরপুর, মোলডাঙা প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে তদন্ত করেন আধিকারিকেরা। সঙ্গে ছিলেন বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের সামনে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ উগরে দেন। কারও অভিযোগ প্রকৃতি প্রাপক হওয়া সত্ত্বেও মেলেনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি, ভাঙাচোরা মাটির বাড়িতেই বাস করছেন বহু মানুষ। কারও অভিযোগ, আবাস যোজনার সম্পূর্ণ টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টেই ঢোকেনি। অনেকের অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতারা তাদের কাছের লোকজনকে আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দিয়েছে। এছাড়া, গ্রামবাসীরা জানান এদিন সকালেই নাকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বোর্ড বাড়ি বাড়ি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রামবাসীরা। প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ দপ্তরের আধিকারিকেরা। সঠিক ভাবে টাকা পেয়েছেন কিনা, দুর্নীতি হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখেন তারা। তবে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে কোন কথা বলতে চাননি আধিকারিকেরা।

হত্যার পুনর্নির্মাণ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবেশী শিক্ষকের জমিতে জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ কে কেন্দ্র করে শিক্ষক ও তার পুত্রকে হত্যার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করলো বাঁকুড়া পুলিশ। গত ৩ ডিসেম্বর বাঁকুড়া শহরের নূতনচটি এলাকায় প্রতিবেশীর আক্রমণে প্রাণ হারান প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক মথুরা মোহন দত্ত ও তার পুত্র শ্রীধর দত্ত। এছাড়াও আক্রান্ত হন মথুরাবাবুর স্ত্রী মল্লিকা দত্ত। তিনি এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহর জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। পুলিশ এই ঘটনায় অভিযুক্ত পিন্টু রুইদাস, তার স্ত্রী নমিতা ও দুই পুত্র মহেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ আজ ধৃতদের নিয়ে নূতনচটির বিবাদস্থলে হাজির হয়। সেখানে এই খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। ধৃতদের ঘটনাস্থলে নিয়ে এলে প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। সেই ভিড় থেকে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি ওঠে। জনতাকে সামাল দিতে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। নিহত মথুরা বাবু ও তার পুত্রের ও স্ত্রীর ড্যামি বানানো হয়। এরপর আসামীদের দিয়ে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করানো হয়। তারপরই কড়া পুলিশি পাহারায় আসামিদের নিয়ে পুলিশ গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দেয়।

নিষেধাজ্ঞা জারি মাইথন সেতুতে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ ডিসেম্বর ঃ এবারে আর বড়দিন কিংবা নতুন বছরের প্রথম দিনে গাড়ি নিয়ে ওঠা যাবে না মাইথন সেতুতে। এমনকি নৌকা বিহারের সময় তোলা যাবে না সেলফিও। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের তরফে এমনই বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ডিভিসির তরফে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই নিষেধাজ্ঞা। শুক্রবার ডিভিসি সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে। এতদিন অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে শুধুমাত্র ২৫ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি মাইথন সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করা যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করত ডিভিসি। সংশ্লিষ্ট দুটি দিনে অতিরিক্ত পর্যটক থাকার কারণেই এই সিদ্ধান্ত ছিল। এবার থেকে দু'দিনের পরিবর্তে ২৫ ডিসেম্বর থেকে টানা ৩১ জানুয়ারি সেতুতে যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ডিভিসি। ফলে বাস-সহ সব ধরনের গাড়ি ব্রিজের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে না। ডিভিসির এমন সিদ্ধান্তে শোরগোল পড়ে গিয়েছে মানুষের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট পথ দিয়ে প্রতিদিন চারটি মিনিবাস চলাচল করে। সমস্যায় পড়বেন ওই চারটি বাসের যাত্রীরা। আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে এই বাসের মালিকদেরও। ডিসেম্বর পড়তেই পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে মাইথনে। প্রতি বছরই এই সময় থেকে টানা জানুয়ারি পর্যন্ত পর্যটকদের আনা গোনা লেগেই থাকে মাইথন ব্যারেজে। মূলত নিরাপত্তার জন্যই সতর্কতাব্যবস্থা নিচ্ছে ডিভিসি।

বিমানবন্দর গেটে থামবে সব বাস

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার উদ্যোগী হলেও, এতদিন ছিল না কোনও বাস স্টপেজ। যার ফলে সাধারণ বিমানযাত্রীদের বিমান বন্দরে যাতায়াতে চরম হয়রানি ও দুর্ভোগে পড়তে হত। এবার ১৯ জাতীয় সড়কের অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর গেটে যাত্রীবাহি সমস্ত বাস স্টপেজের নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি পরিত্যক্ত বিমান অবতরণ ক্ষেত্র ঘিরে ২০০৬ সালে অন্ডাল বিমান নগরীর গড়ে ওঠে। বিমানমগরী তৈরীর বরাত পায় বেঙ্গল এরোট্রপলিস (বিএপিএল)। বহুচর্চিত বিমাননগরীর প্রকল্পে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনালের মতো বিদেশী সংস্থার হাতে ২৬ শতাংশ অংশীদারী রয়েছে। জমি অধিগ্রহনের কাজের সুবাদে রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের অংশীদারী রয়েছে দেড় শতাংশ। বর্তমানে অন্ডাল থেকে দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর ইন্ডিগো বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে। এছাড়াও অন্ডাল থেকে চেন্নাই, মুম্বাই স্পাইসজেট বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে। এবং অন্ডাল-গুয়াহাটি বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে। এই সমস্ত শহরের সঙ্গে বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় আসানসোল দুর্গাপুর ছাড়াও বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী ঝাড়খন্ডবাসী ও উপকৃত হয়েছে মানুষ। তবে জাতীয় সড়কের ওপর বিমাননগরী গেটে বাস স্টপেজ না থাকায় বিপাকে পড়তে সাধারণ বিমানযাত্রীদের। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য পরিবহন নিগমের দারস্থ হয় বিমাননগরী কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি অন্ডাল মোড় ও গোপালমাঠের মাঝামাঝি বিমান নগরী গেট এলাকায় সমস্ত যাত্রীবাহি বাস স্টপেজ বাধ্যতামুলক করে রাজ্য পরিবহন নিগম। ১৯ জাতীয় সড়ক দিয়ে বিহার, ঝাড়খন্ড ও ওড়িষ্যাগামী যাত্রীবাহি বাস নিয়মিত যাতায়াত করে। ইতিমধ্যে বিহার, ঝাড়খন্ড ও ওড়িষ্যা রাজ্য পরিবহন নিগমকে নির্দেশিকার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম। অন্ডাল বিমান নগরী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন স্টপেজ হওয়ায় বিমান যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য সুবিধা হল। জাতীয় সড়ক থেকে বিমান বন্দর প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার। অন কল ট্যাক্সি ব্যাবস্থা রয়েছে। বাস স্টপেজ হওয়ায় যাত্রীরা সেখান থেকে অটো, ই-রিক্সা, ট্যাক্সি পেয়ে যাবে।

রাসমেলায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহারের রাসমেলায় আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। এদিন রাসমেলার মাঠে বিভিন্ন রাইড গুলির পাশে থাকা একটি ক্যাম্পে আগুন জ্বলতে দেখেন সেখানকার দর্শনার্থীরা। জানা গিয়েছে, সেখানে রান্না করছিলেন কয়েকজন কর্মী। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীরা দ্রুত আগুন নেভান। ঘটনাস্থলে কোতোয়ালি থানার পুলিশও পৌঁছায়। কোচবিহারের রাসমেলায় হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় হয়। সেখানে এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মেলার বিভিন্ন জায়গায় রান্না করতে দেখা যায় ক্যাম্পে থাকা মানুষদের। সেখানে আরও সতর্কতা নেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

জালিয়াতির শিকার এক ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৮ ডিসেম্বর ঃ অভিনব পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা গায়েব। এবার নতুন প্রতারণার শিকার হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার এক ব্যবসায়ী। কোনো ওটিপি কোনো ফোন কোনো মেসেজ, কোনো লেনদেন ছাড়াই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দশ মিনিটে দুটো অ্যাকাউন্ট থেকে দফায় দফায় লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিলো হ্যাকাররা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার ব্যাবসায়ী শশাঙ্ক সামন্ত কলকাতার ফুলবাগানের অ্যাপোলো হাসপাতালে নিজের হোল বডি চেকআপ করার জন্যে অনলাইনে কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা পেমেন্ট করেন, তার পরেই দশ মিনিটের মধ্যেই মেছেদা স্টেট ব্যাঙ্ক ও কোলাঘাটের ইউকো ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। তবে টাকা লেনদেনের কোনো ওটিপি ফোনে আসেনি। শুধু তার দুটি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার এসএমএস আসে ফোনে। তবে যে অ্যাকাউন্টে টাকা ক্রেডিট হয়েছে সেই অ্যাকাউন্ট গুলি দিল্লি, মুম্বাই, রাজস্থানের। এই নিয়ে ব্যাবসায়ী শশাঙ্ক সামন্ত সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং দুটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে লিখিত জানিয়েছেন। শশাঙ্ক সামন্ত জানিয়েছেন, অনলাইন লেনদেন করার সময় যেনো বেশী বেশি করে সতর্কতা অবলম্বন করেন। আর এই নিয়ে ব্যাবসায়ী মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে অ্যাপোলো হাসাতালের মত প্রতিষ্ঠানের কিউআর কোড কিভাবে হ্যাক হল!

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF NO-28/CH-II BDO/2023-2024 DT. 08.12.2023 তে একটি টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যালয়

Chandernagore Municipal Corporation
1) Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-36(e)/2023-24, DT-08.12.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/36, DT-08.12.2023
Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in
Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

ABRIGED TENDER NOTICE
NIT.NO.-02/BDO/HLD/2023-24 Memo No.2123, Dated 08.12.2023 the Block Development Officer, Haldia Development Block invites tender from qualified bidders,1 Nos ACR under Haldia Development Block from the fund of MA & MED. details may be accessed and dully responded through **htt://www.wbtenders.gov.in from 09.12.2023 at 10.00 Hours to 23.12.2023 at 10.00 Hours.**
Sd/-
Block Development Officer
Haldia Development Block

ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. – WBEO/SUTAHATA/21/2023-2024
The Executive Officer, Sutahata Panchayat Samiti invites tender from bonafied bidders for Construction of different work in different Gram Panchayat within Sutahata Panchayat Samiti. Details may be accessed and duly responded through **http://www.wbtenders.gov.in from 11th December, 2023 (Monday) at 10-00 Hours to 21st December, 2023 (Thursday) up to 14-00 Hours.**
Sd/-
Executive Officer
Sutahata Panchayat Samiti

E-TENDER Notice
Application are invited from bonafied contractors/agencies vide **NIT bearing memo nos are-1625/RGP/23, dated-07/12/2023** of the undermentioned for "SEGREGATION SHED" under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **19/12/2023, 11:00 am**, Date of Opening **21/12/2023, 11:00 am.** For details, please see **www.etender.com**.
Sd/-Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER
Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this office **Tender No-08/IMM/2023-24, Memo No 788/EN, Dated- 06.12.2023,** Last Date of submission of Application is **14.12.2023 Up to 3.00 PM,** Last Date of issue of tender paper **14.12.2023 up to 3.00 pm,** Last date of dropping of **14.12.2023 up to 3.00 pm,** Date of opening of tender-**15.12.2023 at 3.00 pm.** For details please visit at Gram Panchayat Office on and from **08.11.2023 (12 am to 3.00 pm).**
Sd/- Prodhan
Imamnagar Gram Panchayat

Abridge Tender Notice
NIT NO- WB/PM/CHP/BDO/NIT_21/2023-24
E-Tenders are hereby invited by Block Dev. Officer on behalf of Chandipur Development Block, Last Date of submission of tender is on **22 th December, 2023 up to 17:00 hrs.** All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.
Sd/-
Block Development Officer
Chandipur Development Block

Online tender are invited by the Principal, Purulia Government Engineering College, Purulia - 723103 from bidder regarding climate resilient integrated Rural infrastructure (refresher course) NS Batch-3 etc. through electronic tendering (e-tendering) process. The details of which will be available in website **https://wbtenders.gov.in** from **09/12/2023.** Last date of submission of tender is **16/12/2023.**
Sd/- Dr. Malay Kanti Ghosh
Programme coordinator &
Associate Professor
Department of Civil Engineering
RKMGEC, Purulia

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:- 11/BGP/5 th SFC(Tied)/2023-24, Dated-06.12.2023.
The Prodhan, Berugram Gram Panchayat invites e-tender for One work. Documents download/sell starting(online) **from 06/12/2023 at 18.00 up to 14/12/2023 up to 18.00 hrs.** Last date of submission of Bid (online) **up to 18.00 hrs. on 14/12/2023.** Date of Opening of Bid (Online) **on 18/12/2023 at 11.00 am.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: DAPANG, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No:949(16)/KGP/2023-24, e-NIT:09/KGP/2023-24 dt. 08/12/2023
Encrypted electronic bids are hereby invited by Pradhan, Keshargarh Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. (1). Date and Time of Download/Sale: **from 09/12/2023 06:00 pm to 16/12/2023 06:00 pm.** (2). Date and Time of Bid Submission: **from 09/12/2023 06:00 pm to 16/12/2023 06:00 pm.** (3). Date and time of Bid Opening: **19/12/2023 at 12:30 pm.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website. Source of Fund:- 15th FC Tied.
Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat, Hura Dev. Block., Purulia.

Office of Khagramuri Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
e-NIT No. KHGP/1115(5)/2023 Date-09.12.2023
The Prodhan, Khagramuri Gram Panchayat Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: Construction of concrete road at 5 (five) nos. different places. Completion Time: 60 days. Documents download starting from **09.12.2023 at 2:00 pm.** Last date of submission of Bid on **19.12.2023 up to 02:00 PM.** Technical bid opening date: **21.12.2023 at 02:00 PM.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Khagramuri Gram Panchayat

Office of Khagramuri Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
e-NIT No. KHGP/1114(9)/2023 Date-09.12.2023
The Prodhan, Khagramuri Gram Panchayat Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the total 9(nine) nos. different works. Completion Time: 60 days. Documents download starting from **09.12.2023 at 2:00 pm.** Last date of submission of Bid on **19.12.2023 up to 02:00 PM.** Technical bid opening date: 21.12.2023 at 02:00 PM. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Khagramuri Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
... (HWH-389/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এলইএম-বাহো-মেকি-পিটি-১-২০২৩, তারিখ: ০৮.১২.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পি, সি অ্যান্ড ওয়াগন্ ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: লিলুয়া ওয়ার্কশপে সকল কর্মীর জন্য আধার সংযুক্ত বায়োমেট্রিক (এইপিএএস) পদ্ধতি স্থাপন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ₹ ৯৭,৫৮,১২৬.২৮ বায়না অর্থ: ₹ ১,৯৮,৮০০.০০। দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি: সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। টেন্ডার নথির মূল্য: ০.০০। দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ: ১৫.১২.২০২৩। বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৯.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা। প্রস্তাবের বৈধতা: ১২০ দিন। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ: ৬০ মাস। ... www.ireps.gov.in MISC-206/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার নং টি-সিইডব্লিউ-খিয়ারসি-২০২৩-৫৭৮ তারিখ ০৭.১২.২০২৩। ... কাজের বিবরণ ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়, গার্ডেনরীচে ... টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৩৮,১৪,৩০০.৩৭ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ২,৫৩,৪০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৪। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ৯ মাস। ... www.ireps.gov.in ... (PR-891)

৫০ এমএম আকৃতির মেশিনে ভাঙা পাথুর ব্যালাস্ট-এর উৎপাদন ও সরবরাহ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ... তারিখ ০৭-১২-২০২৩। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF NO-27/CH-II PS/2023-2024 DT. 07.12.2023 তে তিনটি, NIT REF NO-24/CH-II PS/2023-2024 DT. 05.12.2023 তে একটি এবং NIT REF NO-23/CH-II PS/2023-2024 DT. 05.12.2023 তে তিনটি টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতি

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422
Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites E-tenders vide Notice No. & Dated - eNIT No: 832/JGP/eNIT Date: 08/12/2023, eNIT No: 833/JGP/e-NIT Date: 08/12/2023, eNIT No: 834/JGP/e-NIT Date: 08/12/2023 @ https://wbtenders.gov.in for necessary information. Last date of bidding **16/12/2023.**
Sd/- Executive Assistant
Jamna Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
www.myhmc.in
ই-টেন্ডার নোটিশ (২য় কল)
তারিখ ঃ ০৫.১২.২০২৩
... Vide Tender ID :- 2023_MAD_614896_1 ...
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

আনন্দনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
আনন্দনগর, সিঙ্গুর, হুগলী
Memo No – 3606 Date – 07/12/2023
কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

ক্রমিক নং	পদ	সংখ্যা	শিক্ষাগতমান	বয়স	Basic (Rs.)
1	Group-D (চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী)	02	Madhyamik Passed (W.B.B.S.E)	18-35	6000

শর্তাবলী ঃ-
১) আবেদনকারীকে সিঙ্গুর ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২) সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জী সাদা কাগজে আবেদন পত্র সমিতির অফিসে জমা করতে হবে।
৩) আবেদনের শেষ দিন আগামী ইং ১৭.১২.২০২৩ তারিখে বৈকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, অফিসের কার্যকালীন সময়ে করা যাবে।
৪) নির্বাচন, মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে আগামী ইং ২৪.১২.২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ হইবে।
৫) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সিলেকশন কমিটির বিচারাধীন।

Gunadhar Bhowmick, Chairman — Soumen Ghorui, Secretary

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-1490/BPM/N-145/2023 Dated-07/12/2023, 1491/BPM/N-146/2023 dated-07/12/2023, 1492/BPM/N-147/2023 dated-07/12/2023, 1493/BPM/N-148/2023 dated-07/12/2023 & 1494/BPM/N-149/2023 dated-07/12/2023** (Closing date-**19/12/2023, 10.00 AM**). For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

Office of the Prodhan
Bakhrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda.
NOTICE INVITING e-Tender No. 06(e) /BKB/2023-2024
On behalf of District Magistrate, Malda, West Bengal Tender is hereby invited by the Prodhan, Bakhrabad Gram Panchayat for the 22(Twenty-two) Nos. different works. Deadline for receiving of Bids online **15th December, 2023 at 12.30 Hrs.** Time and Date and place for opening of Technical Bids online **18th December, 2023 at 10.00 Hrs.** For details please visit website **http://etender.wbprd.nic.in**.
Sd/-Pradhan
Bakhrabad Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti
Vill+ P.O. Rangadih , P.S.:- Balarampur , Dist.- Purulia Pin-723143
NOTICE INVITING E-TENDER
Notice inviting e-tender office of the ExecutiveOfficer, BalarampurPanchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below:
Website: wbtenders.gov.in

Sl. No.	NIT No.	Last Date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-49/2023-24	16.12.2023 Upto 6.55 PM
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-50/2023-24	
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-51/2023-24	
4	WB/EO/BLR/PS/NIeT-52/2023-24	
5	WB/EO/BLR/PS/NIeT-53/2023-24	
6	WB/EO/BLR/PS/NIeT-54/2023-24	
7	WB/EO/BLR/PS/NIeT-55/2023-24	
8	WB/EO/BLR/PS/NIeT-56/2023-24	
9	WB/EO/BLR/PS/NIeT-57/2023-24	
10	WB/EO/BLR/PS/NIeT-58/2023-24	
11	WB/EO/BLR/PS/NIeT-59/2023-24	
12	WB/EO/BLR/PS/NIeT-60/2023-24	
13	WB/EO/BLR/PS/NIeT-61/2023-24	
14	WB/EO/BLR/PS/NIeT-62/2023-24	
15	WB/EO/BLR/PS/NIeT-63/2023-24	

Sd/- Executive officer
Balarampur Panchayat Samiti

SURI-I PANCHAYAT SAMITI
KALIPUR, BARABAGAN, BIRBHUM, 731103
E.O. Suri-I Panchayat Samity hereby invites **e-N.I.T. No. 21/2023-24** for "Cont. of Boundary wall at 1. Chhora Bhatipara Graveyard under Karidhya GP (Rs. 23,41,966.00). 2. Lalmohanpur Kabarthan under Bhurkuna GP (Rs. 40,47,927.00). 3. Chhora Bhatipara Graveyard under Karidhya GP (Rs. 46,63,564.00)". This is available at wbtenders.gov.in website. Last Date of online bid submission is **23.12.2023 (up to 11.00 am).**
Sd/- EO
Suri-I P.S.
Birbhum

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, KOTLAL, PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER No.
WBPUR/EO/Niet-21/23-24, Dated:- 05/12/2023
E-Tender is hereby invited through E-tendering from the bonafide, reliable, resourceful manufacturers. Documents download starting **from 06.12.2023 from 01.00 P.M up to 15.12.2023 UPTO 4.00 PM.** Bid submission starting **from 06.12.2023 at 01.00 P.M up to 15.12.2023 UPTO 10.00 PM.** and Opening on **18.12.2023 AT 11 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T. No.-WBMAD/DKM/CP/e-NIT- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-139/2023-24(4 th Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-140/2023-24(2 nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-141/2023-24(3rd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-142, 143, 144 & 145/2023-24(2nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-146/2023-24.** Bid submission closing date (online)-**18/12/2023 instead of 08/12/2023** and Bid submission opening date (online)-**20/12/2023 instead of 12/12/2023.** Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the
KANTBARI GRAM PANCHAYAT
Vill: Purusottampur, P.O: Agarda
Onda :: Bankura
Kantabari Gram Panchayat has invited Two (02) No of **NIeT on 08/12/2023 Vide NIeT No:-10/23-24, Vide Memo no 343/5th FC Tied/KGP, Dated 08/12/2023 & NIeT No.: 11/23-24, Vide Memo No 346/15th FC Un-Tied/KGP Dated 08/12/2023** & scheduled to be open on **21/12/2023** and last date of submission is on **19/12/2023 up to 12:30 P.M.** For more details please visit on:- **https://wbtenders.gov.in**. Kantabari Gram Panchayat has invited Two (02) Nos of NIT **Vide NIT no 08/2023-24 Memo no 345/5th SFC-Tied/KGP dated 08/12/2023 & NIT no 07/2023-24, Memo No 344/5th SFC-Tied/KGP Dated-08/12/2023** Last date of dropping of Sealed Tender **18/12/2023 up to 2PM** & Date of Opening Tender **18/12/2023 at 3 PM** for two Nos NIT mention above.
Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

Office of the
Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
Notice Inviting e-Tender No- 12/2023-24 (3rd Call), (2023_ZPHD_617741), 13/2023-24 (2nd Call), (2023_ZPHD_617209), 14/2023-24 (2nd Call), (2023_ZPHD_617778), 15/2023-24 (2nd Call), (2023_ZPHD_617826) 18/2023-24, (2023_ZPHD_616983), 19/2023-24, (2023_ZPHD_617081) Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 9 (nine) nos works. Last date of documents download and bid submission is **19th December, 2023 at 18:00 hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

গৃহকোণ

ঘরের ভেতরে যেভাবে আরামদায়ক উষ্ণ আবহ পাবেন

শীত এসে গিয়েছে। বাইরে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপুনি দিলেও ঘরের ভেতরে চাই আরামদায়ক উষ্ণ আবহ। শীতের ছোবল থেকে বাঁচতে তাই ঘরের অন্দরসজ্জায় যুক্ত করতে পারেন টুকিটাকি কিছু বিষয়। মেঝে রাঙাবে শতরঞ্জি, পায়েও দেবে আরাম- কাটার মতো পায়ে বিঁধে

ঘরের কনকনে শীতল মেঝে। ঘরের ভেতর সারাক্ষণ জুতা পরে থাকাও এক বিড়ম্বনা। তাই ঘরের যেসব স্থানে সবচেয়ে বেশি সময় কাটানো হয়, সেখানে মেঝেতে বিছিয়ে নিতে পারেন বাহারি শতরঞ্জি। শত রঙের রঙিন সুতায় বোনা চোখজুড়ানো সব নকশা। নামীদামি বিদেশি কার্পেটগুলোকেও যেন ছাপিয়ে যায় দেশে তৈরি শতরঞ্জি। মখমল, ভেড়ার লোম ও পাট-তিন ধরনের শতরঞ্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রাজধানীর ধানমন্ডির শতরঞ্জি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়কর্মী তারেক আজাদ। তিনি বলেন, দেখতে সুন্দর, নরম এবং দাম কম হওয়ায় ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে মখমলের সুতায় তৈরি শতরঞ্জি। শুধু শীতেই নয়, বছরজুড়েই অন্দরে শোভা বাড়াতে পারে দেশীয় এই কৃষ্টি। আর শীতে সৌন্দর্যের চেয়ে পায়ের আরামটাই হয়ে ওঠে এর মুখ্য কাজ, বলছিলেন তারেক আজাদ। তাই শীতেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায় শতরঞ্জির ক্রেতার আনাগোনা। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থভেদে বাজারে নানান আকারের শতরঞ্জি পাওয়া যায়। তাই ভিন্ন আকার এবং নানা প্রকারের শতরঞ্জির দাম পড়বে ৭০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। সোফায় ভাঁজ করে রাখা নকশিকাঁথা - শীতের বিকেলে আরাম করে সোফায় বসে চা কিংবা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে শীত উপভোগ করার মজাই আলাদা। এ সময় শীত থেকে বাঁচতে শোবার ঘর থেকে কম্বল বা কমফোর্টার নিয়ে আসেন অনেকে। এমন যেন করতে না হয়, সে জন্য সোফায় রেখে দিতে পারেন একটি নকশিকাঁথা। এক বিক্রয়কর্মী বলছিলেন, একেবারে নতুন একরঙা নকশিকাঁথার পাশাপাশি পুরোনো শাড়ি-কাপড় থেকে তৈরি কাঁথাগুলোও দেখতে বেশ চমৎকার। ঘরের ভেতর সাময়িকভাবে এগুলোর ব্যবহার খুব আরামদায়ক হতে পারে। দাম ১ হাজার ৭০০ থেকে ১০ হাজার টাকা। ঘরের আবহ বদলে দিতে একটি ল্যাম্পশেডই যথেষ্ট। তবে শীতে এর কার্যকারিতা একটু অন্য রকম। ঘরে উষ্ণতা ছড়াতে ল্যাম্পশেড বেশ কাজের। পরামর্শ দিয়ে অন্য একজন বলেন, 'ঘরের সাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন ভিন্ন নকশা এবং ধাঁচের এক বা একাধিক ল্যাম্পশেড।' 'বড় বাল্ব ব্যবহার করে ঘরে রাখতে পারেন।' তাই শীতে অনেকেই শোবার কিংবা বসার ঘরে একের অধিক ল্যাম্পশেডে সাজান। এতে অন্দরসজ্জার সঙ্গে ঘরে আরামদায়ক আবহ সৃষ্টি হয়। ল্যাম্পশেডের দাম পাবে ৩৫০ টাকা থেকে ৮ হাজার টাকা। শীতে ঘরে এবং বাইরে একধরনের ম্যাড়মেড়ে পরিবেশ তৈরি হয়। পরিবেশ ও মনের উদাস ভাব দূর করতে অনেকেই তাই ঘরকে একটু রঙিন করে সাজিয়ে তুলতে চান। কাগজ, কাঠ, মাটি বা ধাতব নানা রকম রঙিন উইন্ডচাইম পাওয়া যায়। এগুলো দরজা বা জানালায় ঝুলিয়ে দিলে খুব হালকা আওয়াজ সৃষ্টি করে, যা ঘরে একধরনের মন ভালো করা আবহ তৈরি করে। দাম পড়বে ১৫০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা। শোবার ঘরের সজ্জায় কম্বল-কমফোর্টার- শীতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ কম্বল বা কমফোর্টার। যাঁদের আছে, তাঁরা রোদে দিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে নিন। নতুন কিনতে চাইলে বেছে নিতে পারেন নান্দনিক সব ডিজাইন। আজকাল ব্লকের কমফোর্টার বেশ পছন্দ করছেন ক্রেতারা। শোবার ঘরে দেশীয় ধাঁচ যুক্ত করতে বিদেশি প্রিন্টে র পরিবর্তে ব্লকের কমফোর্টারগুলো বেশি চলছে। এ ছাড়া রঙিন কম্বল ও পছন্দসই কমফোর্টার দিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারেন শোবার ঘরের বিছানা। যেকোনো ব্র্যান্ডের দোকান বা নিউমার্কেটে ১ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকায় ভালো মানের আরামদায়ক কম্বল ও কমফোর্টার পেয়ে যাবেন।

লেপ, কম্বল ব্যবহারের আগে যা করতে হবে

শহরে এখনো শীত এসে গিয়েছে, তবে তুলে রাখা শীতের পোশাক বের করে ধুলা ঝেড়ে নেওয়ার এখনই সময়। হাতে সময় থাকতেই খাপ হয়ে পড়ে থাকা গরম পোশাকে রোদ লাগিয়ে নিন ভালোভাবে। শীতের পোশাক, কাঁথা-কম্বল ব্যবহারের আগে সেগুলোর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে। বছরের অল্প কয়েকটা দিন এই কাপড় ব্যবহার করা হয় বলে বাকি সময়ে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ফলে এতে গন্ধ বা স্যাঁতসেঁতে ভাব হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। এখন বৃষ্টি নেই, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কড়া রোদ পড়ে। শীতের পোশাক রোদে দেওয়ার জন্য এ সময়টা বেশ উপযুক্ত। শীতের পোশাক - শীতের সোয়েটার বাড়িতে একটু সাবধানে ধুয়ে ফেলা যায়। সোয়েটার পরিষ্কার করতে ভিনেগার ব্যবহার করতে পারেন। ডিটারজেন্টের সঙ্গে ২ চা-চামচ ভিনেগার দিয়ে সেই জল সোয়েটার পরিষ্কার করে ফেলুন অথবা শ্যাম্পু দিয়ে সোয়েটার পরিষ্কার করতে পারেন। এতে উলগুলো নরম থাকবে। ধোয়া শীতের শাল ও সোয়েটার ভালোভাবে রোদে দিয়ে ঝরঝরে করে নিন। শীতের পোশাকে সরাসরি সুগন্ধি ব্যবহার না করাই ভালো। শিশুদের শীতের কাপড় খুব ভালোভাবে এপাশ-ওপাশ উল্টিয়ে রোদে দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিন। শীত শেষে শীতের

কাপড় তুলে রাখার পর আলমারি বা বাক্সে ছোট ছোট ধুলিকণা থেকে একধরনের ছোট ছোট কীট তৈরি হয়। এই কীটসহ জামাকাপড়, লেপ, কম্বল ও মাফলার পরলে তা নাকে প্রবেশ করে শরীরে অ্যালার্জি তৈরি করে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি-কাশি শুরু হয়। অনেকের এই হাঁচি-কাশি পুরো শীতকাল স্থায়ী হয়। তাই রোদে দিন অথবা ধুয়ে ইস্তিরি করে পরুন। নতুন কেনা কোনো শীতের কাপড়ের বেলায়ও একই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। আপনার লেপটি যদি শিমুল তুলার হয়, তাহলে সেটি ধোয়া যাবে না। এমনকি ড্রাই ওয়াশও করানো যাবে না। তার চেয়ে লেপটি রোদে দিন। দুপুরের কড়া রোদে ঘণ্টা দুয়েক রাখলেই চলবে। উল্টে-পাল্টে লেপের দুই পাশেই রোদ লাগান। এতে লেপে থাকা স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়ে যাবে। গত শীতে কম্বল ধুয়ে না রাখলে এখনই লন্ড্রিতে ড্রাই ওয়াশ করতে দিন। সেখানে বিশেষ উপায়ে পরিষ্কার করা হয় বলে তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। অনেকেই কম্বল না ধুয়ে ব্যবহার করেন। কিন্তু যতই যত্ন করে রাখুন না কেন এতে ধুলা জমে যায়। বাড়িতে কম্বল ধুতে হলে কোমল ডিটারজেন্ট দিয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। এ ছাড়া লন্ড্রি ওয়াশ উপযোগী কম্বল গুঁড়া সাবান মেশানো জলে ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর ধুয়ে ফেলুন। খেয়াল রাখতে হবে কম্বল শুকাতে যেন খুব বেশি সময় না লাগে। এতে কম্বলের পশম ও রং নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কম্বল ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ঝরিয়ে ছায়াযুক্ত ও বাতাস রয়েছে এমন জায়গায় শুকাতে দিন। কম্বল ব্যবহার করার সময়ও মাঝেমধ্যে রোদে দিন। কম্বল বা লেপে অবশ্যই কভার ব্যবহার করবেন। শীতের মরশুমে অনেকেই ডাস্ট অ্যালার্জিতে ভোগেন। অধিকাংশ সময় শীতের পোশাকে ও কম্বলে ধুলো জমে থাকে। সে ধুলা থেকেই এমন অ্যালার্জির সমস্যা দেখা যায়। সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে শীতের জিনিস ভালোভাবে পরিষ্কার রাখা খুব প্রয়োজন।

ট্রেন থামানোর বিষয়ে সরকারের উচিত নীতি তৈরি করা ঃ রাজীব শুক্লা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ ট্রেন থামানোর বিষয়ে সরকারের উচিত নীতি তৈরি করা। শুক্রবার এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সদস্য রাজীব শুক্লা। তিনি এদিন রাজ্যসভায় শীতকালীন অধিবেশনে একথা বলেন। তাঁর বক্তব্য হল, দিন দিন অতিরিক্ত স্টপেজের কারণে ট্রেনগুলি ক্রমাগত গন্তব্যে পৌঁছোতে দেরি করছে। সুপার ফাস্ট ট্রেনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এজন্য যাত্রীরা যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেজন্য সরকারকে নিয়ম তৈরি করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন শুক্লা। তিনি এদিন রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপার ফাস্ট ট্রেন চালানোর জন্য নিয়ম তৈরি করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, যেকোনও ট্রেন চালু হলে আগে থেকেই সেটি থামার স্টেশন নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু পরে পরিস্থিতি বদলে যায়। ট্রেনটির স্টেশনে থামার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ট্রেনটি অকেজো হয়ে পড়ে। কোনও না কোনও কারণে সুপার ফাস্ট ট্রেনের স্টপেজ বেড়েই চলেছে। এটা এখন সারা দেশের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা চাই, এই বিষয়ে একটি নীতিমালা করা হোক, যাতে ট্রেন যথাসময়ে চলে এবং মানুষ সমস্যায় না পড়ে।

প্রকৃত গরীবদের একাংশ পাচ্ছে না সরকারি ঘর, বললেন মান্দাইয়ের বাহাদুর দেববর্মা

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মান্দাই ব্লকের হরিণা পঞ্চায়েতের রামমোহন ঠাকুর পাড়ার বাহাদুর দেববর্মার পরিবার সরকারি ঘরের আশায় তাকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মতো পরিবারকে কেন ঘর দেওয়া হচ্ছে না বুঝতে পারছে না বঞ্চিতরা। বৃষ্টি সবার জন্য সুখের বা আনন্দের না তার চিত্র আবারো উঠে এল মান্দাই ব্লকের অধীন হরিণামূড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামমোহন ঠাকুর পাড়া থেকে। জানা গিয়েছে, দুই দিন ধরে বৃষ্টি রাজ্যজুড়ে। এই বৃষ্টিতে যেমন কৃষকদের মাথায় হাত তেমনি সাধারণ মানুষের রাতের ঘুম নেই। বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের আমলেও বহু জনজাতি এলাকার সাধারণ মানুষ বঞ্চিত বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে। এমনকি রেগার কাজ থেকেও বঞ্চিত বাহাদুরের পরিবার। বিশেষ করে যে সকল এলাকাগুলিতে শাসক দল, কিংবা শাসক শরিক দল জিততে পারিনি সেই সকল এলাকাগুলি থেকে এই চিত্র গুলি উঠে আসছে। মান্দাই ব্লকের অধীন হরিণা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামমোহন ঠাকুর পাড়ার বাহাদুর দেববর্মার পরিবার গত দুই দিন ধরে বৃষ্টির কারণে ঘরে ঘুমাতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের জন্য আবেদন করেও ঘর মিলেনি। মিলেনি রেগার কাজও। দিব দিচ্ছি পাবেন বলে আজও মিলল না সরকারি ঘর বা রেগার কাজ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাহাদুর দেববর্মা স্থানীয় বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা, মান্দাই বিএসি চেয়ারম্যান, মান্দাই ব্লক এর কাছে অর্থাৎ সরকারের নিকট দাবি জানান তাদের যেন প্রধামন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর এবং রেগার কাজ প্রদান করা হয়।

কৃষক স্বার্থে ও বেসরকারিকণের বিরুদ্ধে বাম ডেপুটেশন

ত্রিপুরা, ৮ ডিসেম্বর ঃ ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা মহকুমায় বারবার বৃষ্টিতে মার খাচ্ছে কৃষক ও জুমিয়াদের উৎপাদিত ফসল। তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করতে হবে। বিদ্যুৎ নিগমকে আবারও বিদ্যুৎ দফতরে পরিণত করে পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাশয়ে বেসরকারিনের প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। শুক্রবার এই দাবিগুলি সহ মোট ছয় দফা দাবি আদায়ে বামপন্থী দল সিপিআইএম এবং বামপন্থী সংগঠন গণ মুক্তি পরিষদ ও কৃষক সভার মহকুমা কমিটি ডেপুটেশন প্রদান করল মহকুমা শাসকের কাছে। এদিন, ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা মহকুমার সিপিএম, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং কৃষক সভার উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিসে এক প্রতিনিধিমূলক স্বাক্ষাৎকারে মিলিত হন। যদিও শুক্রবার অফিসে মহকুমা শাসক অরিন্দম দাস অনুপস্থিত থাকায় প্রতিনিধিদের ডেপুটেশন গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট অফিসের ডিসিএম। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাইমাভ্যালি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা, বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, গণমুক্তি পরিষদ নেতা সুমতিরঞ্জন চাকমা, সুশান্ত হাজারী, নারী নেত্রী দশরানী ত্রিপুরা এবং অর্চনা দাস প্রমুখ। স্বাক্ষাকারকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ছয় দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি ডিসিএম -এর হাতে তুলে দেন। উভয়ের মধ্যে ছয়টি দাবি নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে পর্যলোচনা করা হয়। ছয়টি দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হল ডুম্বুর জলাশয়কে বেসরকারি করণ করা চলবে না। উক্ত দাবিটিকে নিয়ে আলোচনাকালে প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা বলেন, গন্ডাতুইসা মহকুমার প্রায় ষোলোটি এডিসি ভিলেজের বহু মৎস্যজীবি ওই জলাধার থেকে মৎস্য শিকার করে সংসার প্রতিপালন করে আসছে। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বেসরকারি হাতে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে লিজে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে হাজারো মৎস্যজীবি। দ্বিতীয়ত বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানির হাত থেকে বিদ্যুৎ দফতর রাজ্য সরকারের হাতে নিয়ে সঠিক পরিষেবা প্রদান করতে হবে। কারণ বর্তমানে গন্ডাতুইসা মহকুমায় ডিজিটাল ইলেকট্রিক মিটার চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বেসরকারি বিদ্যুৎ দপ্তর। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সাধারণ মানুষ। তাছাড়া সম্প্রতি দুইবারের ঘন হাল্কা বৃষ্টিতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার সমতলী কৃষক এবং পাহাড় জুমিয়ারা। সঠিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং জুমিয়াদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবী জানান প্রতিনিধিরা। বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ডি সি এম।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ডিব্রুগড় ও ধুবড়ির মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৮ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)-এর পক্ষ থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনটি ডিব্রুগড়-ধুবড়ি-ডিব্রুগড়ের মধ্যে একটি ট্রিপের জন্য যথাক্রমে ১৪ ও ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে চালানো হবে। ট্রেন নং. ০৫৯৩৮ (ডিব্রুগড়-ধুবড়ি) স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (বৃহস্পতিবার) ০৭.৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় থেকে

রওনা দিয়ে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (শুক্রবার) ০২.০৫ ঘণ্টায় ধুবড়ি পৌঁছবে। ট্রেনটি নিউ তিনসুকিয়া, সিমালুগুড়ি, ডিমাপুর, লামডিং জং., গুয়াহাটি, রঙিয়া জং., বঙাইগাঁও ইত্যাদি হয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে। ট্রেন নং. ০৫৯৩৭ (ধুবড়ি-ডিব্রুগড়) স্পেশাল ট্রেনটি ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (রবিবার) ১৯.২০ ঘণ্টায় ধুবড়ি থেকে রওনা দিয়ে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (সোমবার) ১৬.৩০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছাবে। ট্রেনটি ফকিরাগ্রাম, বঙাইগাঁও, রঙিয়া জং., গুয়াহাটি, লামডিং জং., ডিমাপুর, সিমালুগুড়ি, নিউ তিনসুকিয়া ইত্যাদি হয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে। ট্রেনটিতে এসি-৩ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিং সহ মোট ২১ টি কোচ থাকবে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভ্রমণের জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির বিশদ বিবরণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ আদ্রা বিভাগে

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে ট্রেন বাতিলঃ ০৮৬৪৭ / ০৮৬৪৮ আদ্রা-বরভূম-আদ্রা মেমু স্পেশাল ১২.১২.২০২৩ এবং ১৪.১২.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি/ সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি ঃ ০৩৫৯৪/ ০৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া- আসানসোল মেমু স্পেশাল, ১২.১২.২০২৩ এবং ১৪.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত/ সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ০৮৬৮০/০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনাপুর- আদ্রা মেমু স্পেশাল, ১১.১২.২০২৩, ১৩.১২.২০২৩, ১৪.১২.২০২৩ এবং ১৬.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি চন্দ্রকোণা থেকে উদ্ভূত/ সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে। ০৮৬৮০/ ০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনাপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ১২.১২.২০২৩, ১৫.১২.২০২৩ এবং ১৭.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাঁকুড়া থেকে সংক্ষিপ্ত/ সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে ১৮০৩৫/ ১৮০৩৬ খড়গপুর-হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস, ১১.১২.২০২৩, ১২.১২.২০২৩, ১৪.১২.২০২৩ এবং ১৫.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা Adra থেকে সংক্ষিপ্ত / সংক্ষিপ্তভাবে উৎপন্ন হবে। ট্রেনের গতিপথঃ ১৮৬০১ টাটানগর-হাতিয়া এক্সপ্রেস, ১১.১২.২০২৩, ১৩.১২.২০২৩, ১৫.১২.২০২৩ এবং ১৬.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা চান্দিল-গুন্ডা বিহার-মুড়ি হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১০,৮৯৬ জন কর্মীর ঘাটতি রয়েছে ঃ প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে ভারতীয় নৌসেনায় ১,৭৭৭ জন আধিকারিক সহ ১০,৮৯৬ জন কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। শুক্রবার সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট জানান, ৩১ অক্টোবর থেকে নৌবাহিনীতে নাবিকদের ৯,১১৯ টি পদ খালি রয়েছে। তিনি বলেন, উচ্চ আধিকারিক পদে ১ হাজার ৭৭৭ জনের পদ খালি রয়েছে। ভাট জানান, ২০২১ সালে মোট ৩২৩ জন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছিল যেখানে ২০২২ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৬-এ। ২০২১ সালে, ৫,৫৪৭ নাবিককে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেখানে ২০২২ সালে সেই সংখ্যা ছিল ৫,১৭১। একটি পৃথক প্রশ্নে, তিনি জানান, প্রতিরক্ষা এবং দ্বৈত ব্যবহারের প্রযুক্তির বিকাশের জন্য ভারতীয় শিল্প, স্টার্টআপগুলির পাশাপাশি অ্যাকাডেমিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছিল। ভাট তাঁর লিখিত উত্তরে বলেছেন, এই তহবিলটি বেসরকারী শিল্প বিশেষ করে এমএসএমই এবং স্টার্টআপগুলিকে সামরিক প্রযুক্তির নকশা, বিকাশের সংস্কৃতিতে আনতে এবং তাদের অনুদানের জন্য সহায়তা করার লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত।

মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করা ভুল, মানছে তালিবান, কেন উল্টো সুর!

আফগানিস্তান, ৮ ডিসেম্বর ঃ নারীশিক্ষায় বাধা দেওয়ার কারণেই আমজনতার থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে যাচ্ছে তালিবান প্রশাসন। এই কথা স্বীকার করলেন তালিবানের বিদেশমন্ত্রী শের মহম্মদ আব্বাস স্তানিকজাই। তাঁর মতে, মেয়েদের জন্য অবিলম্বে স্কুলের দরজা খুলে দেওয়া উচিত। তালিবানের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী নুরউল্লাহ নুরি সাফ জানান, ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। দেশের ধর্মীয় স্কুলগুলোতেও শিক্ষার মান অত্যন্ত খারাপ বলেও মেনে নিয়েছেন তালিবান শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুল্লাহ আগা। তালিবানের উল্টো সুর শোনা গেল একসঙ্গে তিন মন্ত্রীর গলায়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মেয়েদের স্কুল কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে তালিবান। আফগানিস্তানের সংবাদমাধ্যম টোলো সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে তালিবান বিদেশমন্ত্রী বলেন, ঈশ্বরই সকলকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন। কেউ যদি এই অধিকারে বাধা দেয় তাহলে সেটা আফগানদের দমন করার সমান। আমাদের প্রতিবেশী ও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হল শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশের মানুষও যে আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তার নেপথ্যেও রয়েছে শিক্ষায় বাধার বিষয়টিই। বিদেশমন্ত্রীর সুরেই গলা মেলান উপজাতিমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। তাঁদের মতে, আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের কোনও বিরোধ নেই। ইসলামি আদর্শ মেনেও পড়াশোনা চালানো যায়। আফগানিস্তানের ধর্মীয় স্কুলে শিক্ষার মান খুবই খারাপ। ধর্মগুরুদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধ, তাঁদের পরিচালিত স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে কেবল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে আফগানিস্তানের মেয়েরা। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই তালিবান সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে চিন। সেদেশের প্রশাসনের মতে, বিশ্বের প্রত্যাশাগুলো পূরণে আফগানিস্তান সচেষ্ট হবে। একই সঙ্গে ভারতেও দূতাবাস খোলার চেষ্টা চালাচ্ছে তালিবান। তার পরেই নারীশিক্ষার পক্ষে সওয়াল করতে দেখা গেল তালিবান মন্ত্রীদের। ফলে প্রশ্ন উঠছে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ফায়দা তুলতেই কি আচমকা ভোলবদল ইসলামিক সংগঠনটির?

জামিনে ছাড়া পেয়েই ধর্ষিতার উপর অ্যাসিড হামলা 'ধর্ষক'-এর, পরে আত্মঘাতী অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার সকালে এক ধর্ষণে অভিযুক্ত জামিনে ছাড়া পেয়েই, অভিযোগকারী মহিলার নাবালিকা কন্যার গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। যদিও পুলিস জানিয়েছে, পরবর্তীতে সে নিজেই অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। বৃহস্পতিববার সকালে ৫৪ বছর বয়সী প্রেম সিং নামক এই অভিযুক্ত, ধর্ষিতার বাড়িতে গিয়ে তাঁর ১৭ বছর বয়সী মেয়েকে জোড় দিতে শুরু করে তাঁর নামের অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য।

যখন সেই তরুণী তাঁর মাকে এই কথা বলতে অস্বীকার করে তখন সে তরুণীর গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারেন। সেইখানেই সে অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যাও করে। তরুণীর প্রতিবেশীরা সেই মূহুর্তেই তাঁদের দুজনকে কাছাকাছির একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা চলাকালীন অভিযুক্ত প্রেম সিং মারা যায়। চিকিৎসার পর তরুণীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পুলিসকে ওই তরুণী জানিয়েছেন, তাঁর মা ওই অভিযুক্তের নামে কেস করেছিলেন এবং সে জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন তাঁর বাড়ির একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। প্রেম সিং দিল্লির আনন্দ পর্বত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। অভিযোগকারী এবং তাঁর মেয়ে তাঁর প্রতিবেশী ছিল বলে জানা যাচ্ছে। পরবর্তী তদন্তের জন্য অভিযুক্তের দেহ ময়নাতদন্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

ইজরায়েলের হামলায় নিহত ৬ প্যালেস্তিনীয়

ইজরায়েল, ৮ ডিসেম্বর ঃ গাজা ভূখণ্ডকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এবার ওয়েস্টব্যাঙ্কে হামলা চালাল ইজরায়েল। আক্রমণ করা হয়েছে একটি শরণার্থী শিবিরে। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ প্যালেস্তিনীয়। সংঘর্ষ বেঁধেছে সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইহুদি দেশটির সেনার। ফলে যত দিন যাচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুমিছিল। আল জাজিরা সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোরে ওয়েস্টব্যাঙ্কের ফারা শরণার্থী শিবিরে হামলা চালায় ইজরায়েলি ফৌজ। এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সেখানে ইজরায়েলের সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে স্থানীয়দের। স্নাইপাররা কয়েকটি আবাসনের ছাদ থেকে গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় আহতও হয়েছেন অনেকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেয় ইজরায়েলি সেনা। আটকে দেওয়া হয় অ্যাম্বুলেন্সও। উল্লেখ্য, হামাস জঙ্গিদের নিধন করতে গতকাল হামলা চালানো হয়েছে উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে। সেখানে গোলাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলের ট্যাঙ্কবাহিনী। এর আগেও এই জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা চালানো হয়েছিল। প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ। প্রসঙ্গত, ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিতে হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার পণ করেছে ইজরায়েল। জঙ্গিদের নিকেশ করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে জঙ্গিদের একের পর এক ডেরা। উত্তর গাজাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এবার তেল আভিভের নজর পড়েছে দক্ষিণ গাজায়। সেখানেও হামলা চালানো হচ্ছে। ইহুদি দেশটির আক্রমণে ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা ১৫ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান-পতন অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৬ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শুক্রবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১৪ শিশু

হাজারিবাগ, ৮ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৪ জন শিশু আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় একটি বাসের সঙ্গে একটি স্কুল ভ্যানের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সংঘর্ষে একজন নিহত হন এবং ১৪ জন শিশু আহত হয়েছেন, পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজধানী রাঁচি থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে কাটকামসান্ডি এলাকায় একটি রেলওয়ে সাইডিংয়ের কাছে। হাজারীবাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (ডিএসপি) রাজীব কুমার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় স্কুল ভ্যানের চালক নিহত হয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে আহত ১৪ শিক্ষার্থী শিশুকে চিকিৎসার জন্য শেখ ভিখারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বাসের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে, তাকে ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিমানবন্দরে ১৪ কেজি সোনা উদ্ধার

কাঠমান্ডু, ৮ ডিসেম্বর ঃ নেপালের কাঠমান্ডু বিমানবন্দর থেকে ১৪ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে একজন চোরাকারবারীর থেকে এই সোনা উদ্ধার করে পুলিশ। দু'দিন আগে পাচার হওয়া আট কেজি সোনার তদন্ত চলাকালীন অবস্থায় আবার বৃহস্পতিবার রাত ১১.৫৬ মিনিট নাগাদ ১৪ কেজি সোনা উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গোর্খা জেলার বাসিন্দা চন্দ্র বাহাদুর ঘাল গত রাত ১১.৫৬ মিনিট নাগাদ দুবাই ফ্লাইট এফজেড ৫৭৩-এ কাঠমান্ডুতে অবতরণ করে। তার তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ১৪ কেজি সোনা উদ্ধার করে। তারপর পুলিশ তাকে গ্রেফতারও করে। চোরাকারবারী চন্দ্র বাহাদুর ঘালের থেকে কাস্টমস দল এই সোনা উদ্ধার করে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে অন্য এক চোরাকারবারী মীন বাহাদুর ঘালকেও কাঠমান্ডুর ধুমবারাহি এলাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে নেপালে সোনা চোরাচালান বন্ধই হচ্ছে না বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ সাহায্য প্রশাসনের

অসম, ৮ ডিসেম্বর ঃ হাইলাকান্দি শহরের মাটিজুরি পয়েন্টে গত বুধবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত চারটি পরিবারকে সরকারি অর্থসাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা শাখা চারটি পরিবারের প্রতিটিকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করে।

পুনে জেলার আতশবাজি গুদামে আগুন, মৃত ৭

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার পিমপ্রি-চিঞ্চওয়াড়ের তালওয়াদে এলাকায় একটি পটকা গুদামে শুক্রবার বিকেলে আকস্মিক আগুনে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে এখনও বহু মানুষ আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দমকলের পাঁচটি গাড়ি ঘটনাস্থলে আটকে পড়া ব্যক্তিদের সন্ধান শুরু করেছে। তারসঙ্গে আগুন নেভানো ও উদ্ধারকার্যও শুরু করেছে। দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেল ৩টের দিকে তালওয়াড়িতে একটি আতশবাজি গুদামে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। দমকলের পাঁচটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারপর দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে সাত শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদের মধ্যে ছয়জন মহিলা ও একজন পুরুষের মৃতদেহ রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, গুদামে আরও কয়েকজন শ্রমিক আটকে থাকতে পারে। তাই আগুন নেভানোর পাশাপাশি চলছে কর্মীদের খোঁজও। স্থানীয়রা আরও জানিয়েছে, পিম্পরি- চিঞ্চওয়াড়ের তালভাদের আতশবাজি গুদামে মোমবাতি এবং ছোট আতশবাজি তৈরি করা হচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় গুদামের কতজন কর্মচারী কর্মরত ছিলেন তা এখনও জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

Name Change

I, Siddhartha Singh, son of Surendra Singh R/o. 914, S.K. Nagar, Ristra M. Prabasnagar, Hooghly. West Bengal-712249, have changed my Name from Pappu Singh to Siddhartha Singh shall be known as Siddhartha Singh instead of Pappu Singh, sworn before the 1ST CLASS Judicial Magistrate at Alipore. Dated 04.12.2023.

Name Change

I, K Chengairaya Chari, son of K. Subramanyam Achari Residing at Tagore Villa Post Alambazar, Police Station Dakkshineshwar, Baranagar (M), Kolkata-700035, have changed my Name from K Chengalraya Achari to K Chengairaya Chari. It is further stated that both are the same and one identical person, vide Affidavit No. 1318 sworn before the Metropolitan Magistrate (1st Class) At Kolkata on dated 23/11/2023.

Name Change

I MD MUMTAZ AND MD LIYAKAT(OLD NAME),SON OF LATE MD ASHRAF, RESIDING AT 55/1G,TILJALA ROAD,PO-GOBINDA KHATICK ROAD,PS-TOPSIA, KOLKATA -700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD LIYAKAT HOSSAIN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/12/2023. THAT MD MUMTAZ AND MD LIYAKAT ALSO MD LIYAKAT HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PHAYEJ SK AND SK FAYEJ ALI(OLD NAME),SON OF LATE SEKH BAHAR ALI, RESIDING AT VILL- KANAKPUR, PO-PANSKURA (R.S), PS- PANSKURA, EAST MEDINIPUR -721152, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH FAYEJ ALI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/12/2023. PHAYEJ SK AND SK FAYEJ ALI ALSO SEKH FAYEJ ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

থালা বাজিয়ে কালো পোশাক পড়ে, প্রতিবাদ মিছিল জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ডিসেম্বর ঃ আবাস যোজনা প্রকল্প ও ১০০ দিনের টাকা ফেরতের দাবিতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ইংরেজবাজার শহরে। শুক্রবার বিকেলে মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে কাল পোশাক পড়ে জমায়েত হন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেখান থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ মিছিল। কোদাল ডালি নিয়ে শ্রমিকরা অংশ নেন মিছিলে। মিছিলে পা মেলান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান, কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, সহ-সভাপতি বাবলা সরকার, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। থালা বাজিয়ে কালো পোশাক পড়ে মিছিলে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীরা। পোস্ট অফিস মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে সারা শহর পরিক্রমা করে রথবাড়ি মোড়ের শেষ হয়। সেখানে কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরোধিতায় একটি পথসভার আয়োজন করা হয়।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে হ্যালিপাডেপরীক্ষামূলক ভাবে হেলিকপ্টার নামানো হল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে হ্যালিপাডে শুক্রবার পরীক্ষামূলক ভাবে হেলিকপ্টার নামানো হল। আগামী ৯ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলায় আসছে মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর বাগডোগড়া থেকে হাসিমারা বায়ুসেনা বিমান ঘাটিতে বিশেষ বিমানে করে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে হেলিকপ্টারে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে তিনি থাকবেন এবং ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন। এদিন পরীক্ষামূলক ভাবে হেলিকপ্টার প্যারেড গ্রাউণ্ডে হ্যালিপাডে নামানো হয় ।

তৃণমূল কর্মী খুনে অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ ডিসেম্বর ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোচবিহারে তৃণমূল কর্মী খুনের অভিযোগে গ্রেফতার এক । গীতালদহের জারিধরলা গ্রামে তৃণমূলকর্মী বাবু হককে খুনের অভিযোগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিনহাটার থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে । শুক্রবার তাকে আদালতে তোলা হবে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জারিধরলা গ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বাবু হক নামে এক তৃণমূল কর্মীর। ঘটনায় আহত হয় ৭ জন। ঘটনার পরই দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছিল। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছে। এলাকার বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, ওরা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী। ভোটের আগে তৃণমূল কর্মীকে মেরে পালিয়েছিল। এরপর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ বলেন, 'সামনে লোকসভা নির্বাচন। তাই বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলা দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে। এসব করে লাভ হবে না।

বেলগাছিয়ায় সংগঠিত ফায়ার ট্রেনিং প্রোগ্রাম

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি,

মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে 'শহরের লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। মেট্রো চত্বরে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় মেট্রোর কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত অগ্নি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আজ ০৮.১২.২০২৩ তারিখে আরপিএফ পোস্ট বেলগাছিয়া অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে আরপিএফ কর্মীদের জন্য এরকম একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রোগ্রামে, আরপিএফ কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি ও ধোঁয়া অবস্থার অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর জন্য কীভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আজ বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে আরেকটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে আরপিএফ এবং ট্রাফিক বিভাগের কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে।

সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ঃ স্থানীয় যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, পূর্ব রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৮৮ সিই এবং গেট নং ৮৯ সিই (বেথুয়াদহরি ও দেবগ্রামের মধ্যে) এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতা সাবওয়ে নির্মাণ করছে)। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং যাত্রীরা এই গেটগুলি ব্যবহার করে বর্ধিত সুবিধা এবং ভ্রমণের সময় কমিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে অবদান রাখবে। সিই এছাড়াও লেভেল ক্রসিং এর সাথে যুক্ত ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে যা পথচারী এবং যানবাহন উভয়ের জন্য একটি নিরাপদ পথ প্রদান করে।এই কৌশলগত উদ্যোগের লক্ষ্য হল ট্রেন আটকানো দূর করা, যাত্রীদের জন্য একটি মসৃণ এবং আরও আরামদায়ক যাত্রা সহজতর করা। লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, পূর্ব রেলওয়ের লক্ষ্য হল ট্রেন আটকের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা, যথাসময়ে আগমন এবং প্রস্থান নিশ্চিত করা। নতুন অবকাঠামো লেভেল ক্রসিংয়ের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি দূর করে, ট্রেন পরিচালনা এবং রাস্তা ব্যবহারকারী উভয়ের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অবদান রাখে। তদনুসারে, কৃষ্ণনগর - লালগোলা বিভাগে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য, ১০ ঘন্টা লেভেল ক্রসিং গেট নং ৮৮-এ ইউপি এবং ডাউন উভয় লাইনে ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সিই এবং গেট নং ৮৯ সিই ১০.১২.২০২৩ (রবিবার)। ফলস্বরূপ, ১০.১২.২০২৩ (রবিবার) ট্রেন চলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে- ট্রেন বাতিল (১০.১২.২০২৩ তারিখে) ইউপি ৩১৭৭৩ (রানাঘাট - লালগোলা ইএমইউ)) ডাউন ৩১৭৭০ (লালগোলা - রানাঘাট ইএমইউ) আপ ০৩১৮৩ (শিয়ালদহ - লালগোলা প্যাসেঞ্জার) ডাউন ০৩১৯০ (লালগোলা - শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার) ইউপি ০৩১৯৩ (কলকাতা - লালগোলা মেমু) ডাউন ০৩১৯৪ (লালগোলা - কলকাতা মেমু) সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি -সংক্ষিপ্ত উপত্তি- ৩১৮৬১ (কৃষ্ণনগর - লালগোলা ইএমইউ) মুরাগাছাতে সংক্ষিপ্ত হবে এবং ৩১৭৬৮ (লালগোলা - রানাঘাট ইএমইউ) লালগোলার পরিবর্তে মুরাগাছা থেকে সংক্ষিপ্ত হবে এবং ১৫ মিনিটের জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। ০৩১১৫ (শিয়ালদহ - লালগোলা মেমু) মুরাগাছাতে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করা হবে এবং ০৩১৯৬ (লালগোলা - শিয়ালদহ মেমু) লালগোলার পরিবর্তে মুরাগাছা থেকে সংক্ষিপ্ত হবে। ৩১৭৬৯ (রানাঘাট - লালগোলা ইএমইউ) মুরাগাছাতে সংক্ষিপ্ত হবে এবং ৩১৭৭৪ (লালগোলা - রানাঘাট ইএমইউ) লালগোলার পরিবর্তে মুরাগাছা থেকে সংক্ষিপ্ত হবে। ৩১৭৭১ (রানাঘাট - লালগোলা ইএমইউ) মুরাগাছাতে সংক্ষিপ্ত হবে এবং ৩১৮৬৪ (লালগোলা - কৃষ্ণনগর ইএমইউ) লালগোলার পরিবর্তে মুরাগাছা থেকে সংক্ষিপ্ত হবে। ০৩১৯২ (লালগোলা- শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার) লালগোলার পরিবর্তে কৃষ্ণপুর থেকে সংক্ষিপ্ত হবে এবং ২৪০ মিনিটের জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। পুনঃনির্ধারণ-১৩১১৪ লালগোলা - কলকাতা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস, ০৩১৯৮ লালগোলা - শিয়ালদহ মেমু, ১৩১১৭ কলকাতা - লালগোলা ধানো ধান্যে এক্সপ্রেস এবং ০৩১৮৯ শিয়ালদহ - লালগোলা প্যাসেঞ্জার যথাক্রমে ৯০ মিনিট, ১৫ মিনিট, ৬০ মিনিটের জন্য নির্ধারিত হবে (যথাক্রমে ৩২০ দিন)। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দু ঃখিত।

চোরাশিকার ঠেকাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে সিসিটিভির ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলো আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ডিসেম্বর ঃ চোরাশিকার ঠেকাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে সিসিটিভির ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলো আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট। শীতের মরশুমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদের দল ভিড় শুরু করেছে এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। আর এই সময় মূল্যবান পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই চোরা শিকারিদের উৎপাত বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে এই প্রথম গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে অন্তত ২৫ টি সিসি ক্যামেরায় বসিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। সেখানে থাকা হরিণ সহ অন্যান্য পশুদের ক্ষেত্রেও যাতে অবাঞ্ছিত কোনোরকম খাবার পর্যটকেরা দিতে না পারে সেদিকেও এই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তদারকি চালাবে বনদপ্তর। মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জোসেফ জানিয়েছেন, আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে চোরাশিকারিদের উৎপাত ঠেকাতেই সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ডিয়ার ফরেস্টে পর্যটকদের গতিবিধির উপরেও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেই নজরদারি রাখা হবে। উল্লেখ্য, মালদার গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েক একর জমির ওপর অবস্থিত রয়েছে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টটি। বর্তমানে এই ডিয়ার ফরেস্টে ৬০ টি'রও বেশি চিতল সহ উন্নত প্রজাতির হরিণ রয়েছে। এছাড়াও নীলগাই, খরগোশ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী রয়েছে এই ডিয়ার ফরেস্টে। প্রতিবছর শীতের মরশুমে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে দেশ-বিদেশের অসংখ্য পরিযায়ী পাখির দল বাসা বাঁধে এবং প্রজনন ঘটায়। এছাড়াও আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে কয়েক বিঘা জমির ওপর রয়েছে একটি বিশাল বিল। সেখানেও বিভিন্ন ধরনের পাখিদের দল মাছ ধরতে আসে। আর এইসব পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই তৎপর হয়ে উঠেছে চোরা শিকারিদের দল। এইসব পরিযায়ী পাখিগুলো ধরার পর সেগুলি খোলা বাজারে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ । সেই সব পাখির মাংসের চাহিদা রয়েছে ব্যাপক। ফলে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টসংলগ্ন খাল, বিলে এখন পরিযায়ী পাখিদের ধরতেও মরিয়া হয়ে উঠেছে চোরাশিকারীরা বলে অভিযোগ। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বনদপ্তর গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। শীতের মরশুমে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের আশেপাশে প্রতিদিনই পিকনিকের আসর বসতে শুরু করেছে। এই ভিড়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কখনো সখনো চোরাশিকারদের দল অপরাধমূলক কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে বলে অভিযোগ। এছাড়াও পর্যটকেরা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের প্রবেশ করার পর, সেখানে থাকা খাঁচাবন্দী বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রে কোনরকম ভাবে অবাঞ্চিত খাবার দিচ্ছে কিনা সেটিও অনেক সময় খতিয়ে দেখতে সমস্যায় পড়তে হয়। সেইসব দিকে নজরদারি চালাতেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে বনদপ্তর। মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জোসেফ জানিয়েছেন, শুধু বন্যপ্রাণী নয়, পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সেটি নির্দিষ্ট একটি অফিস রুম থেকে মনিটরিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ডিয়ার ফরেস্টের আশেপাশে কোথাও যাতে চোরাশিকারীর দল যাতে অপকর্ম না করতে পারে, সেদিকেও মূলত বিশেষভাবে নজরদারি রাখা হচ্ছে।

পূর্ব পল্লীর মাঠ না দিলে পৌষমেলা হবে বিকল্প মাঠে, শতায়ু প্রাচীন মেলা করবে জেলাপ্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব পল্লীর মাঠ না দিলে পৌষমেলা হবে বিকল্প মাঠে। শতায়ু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা আয়োজন করবে জেলাপ্রশাসন। শুক্রবার বৈঠক শেষে জেলা প্রশাসন জানালো যে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কাছে ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা করার জন্য পূর্ব পল্লীর মেলার মাঠটি চাওয়া হবে। সাতই পৌষ মেলা হবে। বিশ্বভারতীর কাছ থেকে মাঠ না পাওয়া গেলে গত বছরের মতো ডাকবাংলো মাঠে হবে মেলা। বাঙালির আবেগ জড়িয়ে আছে এই পৌষ মেলাকে ঘিরে। জড়তি বোলপুরের সামগ্রিক অর্থনীতি। সবটাই জানেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁর নির্দেশ পাওয়ার পরই শুক্রবার বোলপুর প্রশাসনিক বৈঠক বসে। বৈঠকের পর জেলা শাসক বিধান রায় জানান, ৭ পৌষ মেলা হবে। যেহেতু এই ঐতিহ্যবাহী মেলা পূর্ব পল্লীর মাঠে হওয়া বাঞ্চনীয়, তাই মাঠটি আমরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাস্টের কাছে চাইবো। যদি উনারা মাঠ দিতে নিতান্তই অপারগ হন, তাহলে আমরা ডাকবাংলো মাঠ এবং সংলগ্ন অন্যান্য স্টেডিয়াম জুড়ে মেলাটা করবো। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা সভাধিপতি, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিত সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অভিজিত সিনহা বলেন, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভালো মানুষ। উনি মেলার জন্য সদিচ্ছা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারনে ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে মেলা বন্ধের ঘোষণা করা হলো। আমাদের সন্দেহ, বিতর্কিত উপাচার্য চলে যাওয়ার পর, তার ছায়াসঙ্গীদের কেউ কেউ বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে ভুল বুঝিয়েছেন। এই মেলার ক্ষেত্রে মাঠের রেন্ট ঠিক করা ছাড়া তো আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। মেলা আয়োজনের অনুমতি দেয় জেলা পরিষদ, পনেরোশো মতো পুলিশ লাগে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, জল সরবরাহ করে পিএইচ, থাকে দমকল, বিদ্যুৎ দেয় সরকারের বিদ্যুৎ বন্টন নিগম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে পৌরসভা। এরপরেও মেলা না করার তো কারণ নেই। বৈঠকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রাজ্যসরকারকে ডাকলো না। সেখানে আলোচনা হতে পারতো। জেলাশাসক এই বিষয়গুলি বিশ্বভারতীর কাছে জানতে চাইবে।

মুর্শিদাবাদ হাসপাতালে সদ্যোজাত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১, তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শুক্রবার মৃত্যু হল আরও দুটি শিশুর। গত ৪৮ ঘণ্টায় মোট ১১ টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। তিনজনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের এসএনসিইউ ওয়ার্ডে একের পর এক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় গোটা জেলায়। ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বলে জানা গেছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা সন্দীপ সান্যাল বলেন, পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। তিনজনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সন্ধ্যের মধ্যে রিপোর্ট দেবে তদন্ত কমিটি। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের এসএনসিইউ ওয়ার্ডে গত ৪৮ ঘণ্টায় মোট ১১ জন শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে একাধিক সদ্যজাত শিশুদের জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে স্থানান্তর করা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাঁদের এসএনসিইউতে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ওই ন'জন শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি অনাদি রায় বলেন, শিশুগুলির সব কটিই আন্ডার ওয়েট ছিল। দুর্বল শিশুদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসার কোনও গাফিলতি ছিল না। কলেজের প্রিন্সিপাল অমিত দাঁ বলেন, 'আমরা জঙ্গিপুর হাসপাতালকে কোনওভাবে দোষারোপ করছি না। আশা করি, খুব দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে। আমরা ভালো পরিষেবা দিতে পারবো।'

নয়া নাটক ঝালদা পুরসভায়, দলীয় পুরপ্রধানকে সরাতে বিরোধীদের সঙ্গে নিয়েই এবার অনাস্থা তৃণমূলের!

দুরন্ত বার্তা, ঝালদা, ৮ ডিসেম্বর ঃ ঝালদা পুরসভায় আবারও নয়া নাটক। তৃণমূল পরিচালিত ঝালদা পুরসভার পুরপ্রধানকে অপসারণের দাবি জানিয়ে এবার বিরোধীদের সঙ্গে নিয়েই অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন তৃণমূলের ৫ কাউন্সিলর। ঝালদা পুরসভা, ঝালদা মহকুমাশাসক এবং জেলাশাসককের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠি জমা দিয়েছেন তৃণমূলের ৫ ও কংগ্রেসের ২ কাউন্সিলর। এই ঘটনায় ফের একবার প্রকাশ্যে ঝালদা পুরসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। যার ফলে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, ১২ আসন বিশিষ্ট ঝালদা পুরসভায় বর্তমান সমীকরণ অনুযায়ী তৃণমূলের ১০ এবং কংগ্রেসে ২ জন কাউন্সিলর। পুরপ্রধান পদে রয়েছেন কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগদানকারী শীলা চট্টোপাধ্যায়। এমত অবস্থায় গত ২৩ নভেম্বর পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে পৃথক পৃথক ভাবে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ঝালদা পুরসভার ২ কংগ্রেস কাউন্সিলর এবং তৃণমূলের ৫ কাউন্সিলর। সেই মামলায় ৩০ নভেম্বর বিচারপতি অমৃতা সিনহা আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে ঝালদা পুরসভায় আস্থা ভোট করানোর নির্দেশ দেন।

যদিও তার আগেই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন শীলা চট্টোপাধ্যায়। এরপর বুধবারই সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশকে খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। নির্দেশ দেওয়া হয়, পুরপ্রধানের প্রতি আস্থা না থাকলে পুর-আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই রায়ের পরই ফের গতকাল বৃহস্পতিবার শীলা চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে ঝালদা পুরসভার ৫ তৃণমূল কাউন্সিলর ও কংগ্রেসের ২ কাউন্সিলর একত্রে মিলিত হয়ে অনাস্থা চিঠিতে সই করেন। ঝালদা পুরসভা, ঝালদা মহকুমাশাসক ও জেলাশাসককের কাছে সেই চিঠি জমা দেন। প্রসঙ্গত, বিগত পুর নির্বাচনে ১২ আসন বিশিষ্ট ঝালদা পৌরসভায় কংগ্রেস ৫, তৃণমূল ৫ এবং নির্দল ২টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে। বোর্ড গঠনের ঠিক আগে ২০২২ সালের ১৩ মার্চ দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন ২ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর। তারপর থেকেই শুরু দীর্ঘসূত্রিতার আইনি জট।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে পায়ে হেঁটে অসম থেকে রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ২ যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ ডিসেম্বর ঃ পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে পায়ে হেঁটে অসমের লক্ষিমপুর থেকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে দুই যুবক। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের প্রস্তাবিত দিন। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অসমের লক্ষিমপুর থেকে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে অযোধ্যায় পৌছাবে লক্ষিমপুরের নীতিন দাস এবং

উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা অজয় মিশ্র। গত ৯ নভেম্বর অসমের লক্ষিমপুর থেকে যাত্রা শুরু করছেন এই দুই যুবক। গন্তব্য অযোধ্যার রাম মন্দির। ইতিমধ্যে তারা দুজনে এসে পৌঁছেছে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়। পথে চলতে চলতে কখনো মন্দির, পেট্রোল পাম্প, কখনো আবার বিশ্রমাগার তাদের সাময়িক আস্তানা। জানা গিয়েছে, নীতিন দাস সাইকেল চালিয়ে এর আগে কেদারনাথ সফর সেরেছেন। সেসময় কেদারনাথে উত্তরপ্রদেশের যুবক অজয় মিশ্রের সাথে তার পরিচয় হয়। পরিচয় হতেই দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে তারা পায়ে হেঁটে অযোধ্যার রাম মন্দির যাবেন। সাইকেল চালিয়ে গেলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তেমনভাবে কথা বলা হয়ে ওঠে না, সেজন্য সাধারণ মানুষকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে পায়ে হেঁটেই যাত্রার সিদ্ধান্ত। পরিবেশ রক্ষার্থে যাতে ৫০ মাইক্রোনের নীচে প্লাস্টিক ব্যবহার না করা হয়। পাশাপাশি জল খেয়ে জলের বোতল যেখানে সেখানে না ফেলে যাতে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয়। পথে চলতে চলতে সাধারণ মানুষকে এই বার্তা দিচ্ছে দুই যুবক।

শিয়ালের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে এলাকাবাসীর, নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে লোকালয়ে শিয়ালের উৎপাত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ডিসেম্বর ঃ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় শিয়ালের ডাক এখন আতঙ্ক। শিয়ালের ডাক শুনলেই ঘুম উড়ছে এলাকাবাসীর। দুই বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার হরদমনগর গ্রামে শিয়ালের হানায় ৪০ জন গ্রামবাসী জখম হয়। তারপর থেকেই শুরু হযেছে এলাকায় শিয়াল নিয়ে আতঙ্ক। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে লোকালয়ে বাড়ছে শিয়ালের উৎপাত। শুধু রাত নয় দিনের বেলাতেও গ্রামের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে শিয়ালের দল। হাঁস, মুরগি, গরু-ছাগলের উপর আক্রমণ করছে। ভয়ে বাচ্চাদের সব সময় নজরে রাখতে হচ্ছে অভিভাবকদের। রাত হলে এলাকায় এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শিয়ালের দল। কিন্তু কেন এইভাবে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে শিয়ালের দল। প্রশ্নের মুখে পড়েছে বন দপ্তরের ভূমিকা। অভিযোগ উঠছে অবৈধ ভাবে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। সাফ হয়ে যাচ্ছে বন জঙ্গল। যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। স্বাভাবিক ভাবেই তাই শিয়ালারা ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। কারণ তাদের যে থাকার জায়গা বনজঙ্গল সেই বন জঙ্গল দিনের পর দিন সাফ হয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, বনদপ্তর এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিক। যাতে শিয়াল গুলোকে সঠিক জায়গায় ছেড়ে আসা হয়। অন্যদিকে গাছ কাটার প্রসঙ্গে ভালুকা ফরেস্ট রেঞ্জের আধিকারিক সুদর্শন সরকার জানিয়েছেন, প্রত্যেকদিন নিয়মিত পেট্রোলিং চলে। গাছ কাটা রুখতে সব সময় নজরদারি চলে। অভিযোগ এলেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/113/016/23-24/BUSTEE (2nd Call)
Name of the Work: **Renovation of sanitary latrines at Kalitala Park South, Dinesh Nagar in bustee area in Ward No. 113, Br.-XI.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,592.22.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/113/035/23-24/BUSTEE
Name of the Work: **Renovation of bustee sewer at Pirpukur Road from H/O Dipak Singh to H/O Jhuma Das in Ward No. 113.** Estimated Amount: **Rs. 2,48,755.85.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **22.12.2023 at 12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** The tender will be opened on: **26.12.2023 [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **14.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/57/45/23-24/R
Name of the Work: **Repairing of passage at 10 SS and its surrounding in Ward No. 57.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,83,524.70.** Earnest Money: **Rs. 3,700.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/44/23-24/R
Name of the Work: **Restoration of foot path from 113 Matheswartala Road to 104 Matheswartala Road and etc. disturbed by R.JIO in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,81,448.80.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **20.12.2023** upto **12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** The tender will be opened on: **22.12.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **12.12.2023 at (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/20/2023-2024/R
Name of the Work: **Enlargement of PIT to make suitable for disilting by Manhole Desilting Machine at different places in Ward No. 86.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,97,386.61.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **20.12.2023** at **12 noon.** Date and time of opening of tender: **22.12.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/076/037/2023-2024
Name of the Work: **Repairing of IPS passage at 37/4, 37/2/H/9, Watgunge Street etc. in Ward No. 76.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,235.28.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **28 days.**

(2) NIT No.: KMC/IX/076/030/2023-2024
Name of the Work: **Improvement of passage by concrete at Jagannath Sarkar Lane in Ward No. 76.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,20,692.43.** Earnest Money: **Rs. 6,450.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **21.12.2023** at **12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The tender will be opened on: **23.12.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **12.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: X/099/019/2023-2024/R (2nd Call)
Name of the Work: **Transportation, fitting & fixing of newly designed railing from Baghajatin to Padmasree along Raja S. C. Mullick Road in Ward No. 99 and 100, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,89,236.47.** Earnest Money: **Rs. 7,800.00.** Period of Completion: **105 days.**

(2) NIT No.: EEC/BX/091/014/2023-2024/R
Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road surface at Mukherjee Para Lane, Kumar Para and other different areas in Ward No. 91, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,47,872.95.** Earnest Money: **Rs. 4,960.00.** Period of Completion: **65 days.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2023 at 12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** Date and time of opening of bid: **20.12.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 at 5 p.m. [For Sl. No. 1]** and **09.12.2023 (5 p.m.) [For Sl. No. 2]** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/113/053/23-24/R
Name of the Work: **Maintenance of damaged road at 1/42 Vivekananda Park in Ward No. 113.** Estimated Amount: **Rs. 3,24,336.66.** Earnest Money: **Rs. 6,500.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **22.12.2023** at **12 noon.** The tender will be opened on: **26.12.2023.** The bid forms and other details are available on and from **14.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/071/23-24 (2nd Call)
Name of the Work: **Maintenance of road near Premises No. 83 Chitkalikapur, 6C/109 Mukundapur etc. in Ward No.-109, Br-XII.** Estimated Amount: **Rs. 3,50,135.37.** Earnest Money: **Rs. 7,100.00.** Period of Completion: **135 days.** Last date and time of submission of bid: **19.12.2023 at 12 noon.** Date and time of opening of bid: **21.12.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/120/038/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Co-Cala Bagan Park at Bama Charan Roy Road bye Lane in Ward No. 120.** Estimated Amount: **Rs. 2,83,648.45.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/120/028/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Development of road at Roy Bahadur Road (Nursing Home Gali and Sarbamangala Gali) by painting of kerbs in Ward No. 120.** Estimated Amount: **Rs. 2,73,231.83.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **30 days**

(3) NIT No. : KMC/XIII/117/030/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Development of under ground sewer at Roy Bahadur Road Bye Lane near Premises No. 337 in Ward No.-117.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,085.27.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIII/117/029/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Development of C.C. pavement at K.P. Lane Bye Lane near Premises No. 25 in Ward No. 117.** Estimated Amount: **Rs. 1,98,258.90.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2023 upto 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 4].** Tender will be opened on : **20.12.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2023 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/028/23-24
Name of the Work: **Maintenance of road by laying hot-mix at Kailash Ghosh Road near Premises No.-464A in Ward No. 123.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,79,064.42.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Last date and time of submission of bid: **23.12.2023 at 12 noon.** Tender will be opened on: **26.12.2023 at 12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/043/23-24
Name of the Work: **Restoration of C.C. Road at Bye Lane of Bakhrahat Road near Premises No.-58E in Ward No. 125.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,88,825.86.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.**

(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/045/23-24
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Road at Satyajit Park and Majhi Para near Premises No. 18/4 and 106 in Ward No.-124.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,96,310.31.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days [For Sl. No. 1 to 3].** Last date and time of submission of bid: **18.12.2023 upto 5 p.m. [For Sl. No. 2 & 3].** The tender will be opened on: **20.12.2023 at 12 noon [For Sl. No. 2 & 3].** The bid forms and other details are available on and from **15.12.2023 at 5 p.m. [For Sl. No. 1]** and **09.12.2023 at 5 p.m. [For Sl. No. 2 & 3].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

1067/23-24

নীরবে ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে নিলেন স্পাইডারম্যান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বরঃ এশিয়ান ফুটবলে একসময় 'স্পাইরাডম্যান' বলা হত তাঁকে। বাইচুং ভুটিয়া, সুনীল ছেত্রীদের তারকাখচিত ভারতীয় টিমে মহাতারকা হয়ে উঠেছিলেন একসময়। গোলকিপার হলেও সারা দেশ তাঁকে চিনেছিল তিনকাঠির তলায় দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য। সেই সুব্রত পাল অবসর নিলেন। মাঠে আপাত শান্ত সুব্রত কিপার হিসেবে খেলেছেন অসংখ্য স্মরণীয় ম্যাচ। মোহনবাগান থেকে উত্থান হলেও দেশের সেরা ক্লাবে খেলেছেন প্রায় দু'দশক ধরে। ইস্টবেঙ্গলে হয়ে খেলেছেন আই লিগে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়ার পর বাংলার বাইরের টিমেই খেলেছেন বেশি। কেরিয়ারের শেষ দিকে ফিরেছেন ইস্টবেঙ্গলে। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তাঁকে ফিরিয়েছিল মোহনবাগান। তারপর আর তিনকাঠির তলায় দেখা যায়নি। বর্ণময় ফুটবল কেরিয়ারে অসংখ্য স্মরণীয় ম্যাচ উপহার দিয়েছেন। অবসর জীবনে পা দিয়ে কোচিংয়ের স্বপ্ন দেখছেন সোদপুরের মিষ্টু। ভারতীয় ফুটবলের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ আজ, শুক্রবার সুব্রত পালের এক ছবি দিয়ে তাঁর অবসরের কথা জানানো হয়েছে। ইন্ডিয়ান ফুটবল টিমের টুইটারে সুব্রতর ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'ধন্যবাদ স্পাইডারম্যান। ব্লু টাইগার্সের সুব্রত পাল আজ তাঁর গ্লাভসজোড়া তুলে রাখল।' সুব্রতকে ঘিরে বিতর্কও কম হয়নি এক সময়। ২০০৫ সালে গোয়ায় ফেডারেশন কাপ খেলার সময় মারা গিয়েছিলেন ডেম্পোর ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার জুনিয়র। ওই ম্যাচে মোহনবাগানের কিপার সুব্রতর সঙ্গে বল দখলের সংঘর্ষে মাটিতে পড়ে যান ডেম্পোর বিদেশি। মারা যান জুনিয়র। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল সুব্রতকে। অন্ধকারময় সময় কাটিয়েছেন তখন। সেখান থেকে আবার আলোয় ফিরেছিলেন মিষ্টু।

পারফরম্যান্স দিয়ে ভুলিয়ে দিতে পেরেছিলেন অতীত। কমেন্ট্রি করেন এখন। কোচিং কোর্সও করে ফেলেছেন। ফুটবল মাঠে এ বার কোচ ভূমিকায় নিজেকে দেখতে চান সুব্রত। কলকাতার সোদপুরের সুব্রত পাল ভারতের হয়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক গ্রুপে খেলেছেন। অনূর্ধ্ব-২৩ থেকে শুরু করে সিনিয়র দলেও তিনি ছাপ রেখেছিলেন। ২০০৭ সালে নেহেরু কাপ, ২০০৮ সালে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ, ২০০৯ সালের নেহেরু কাপ, ২০১১ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ, ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার এবং ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুব্রত। জাতীয় দলের হয়ে মোট ৬৭টি ম্যাচ খেলেছেন সুব্রত। আইলিগ, আইএসএলেও খেলেছেন সুব্রত পাল। ২০২১-২২ মরসুমে শেষ বার ইস্টবেঙ্গল থেকে সুব্রত পালকে লোনে নিয়েছিল এটিকে মোহনবাগান। ৩৬ বছর বয়সী গোলকিপার সুব্রত পাল দীর্ঘদিন ময়দানে নামেননি। এ বার পুরোপুরি ফুটবলকে বিদায় জানালেন। পিয়ারলেস, ইউনাইটেড স্টুডেন্টের হয়ে কলকাতা ময়দানে প্রথম দেখা গিয়েছিল কিপার সুব্রত পালকে। সোদপুরের ডাকাবুকো ছেলে যে একদিন কিংবদন্তি গোলকিপার হতে পারেন, কেউ হয়তো ভাবেওনি। ২০০০ সালে টিএফএর ট্রায়াল চলছিল। ভারতীয় ফুটবলে তারকা তুলে আনার কাজ তখন সযত্নে করত টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি। সেখানেই ট্রায়ালে সুযোগ পেয়ে যান মিষ্টু। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। টিএফএ থেকে বেরিয়ে এসে ২০০৪ সালে সোজা সই করেন মোহনবাগানে। তখন কোচ অমল দত্ত। যাঁর হাত ধরে ময়দানে জন্ম নিয়েছে একের পর এক গোলকিপার। সেই অমল আলোয় সুব্রত নিজেকে চেনাতে পেরেছিলেন। ২০ বছর পর যখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন কুর্নিশ করছে ভারতীয় ফুটবল মহল।

২২ গজে ফেরার প্রস্তুতি শুরু

জিমে গা ঘামাচ্ছেন হার্দিক

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বরঃ চোটের কারণে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার তাঁর বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। চোখের জলে মাঠ ছাড়ার কষ্ট তাঁর অজানা নয়। এ বার ফের ২২ গজে ফেরার পালা। জিমে গা ঘামানো শুরু করে দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন হার্দিক। লিগামেন্টে চোট ছিল হার্দিকের। তাঁর চোট নিয়ে আলোচনার মাঝেই শোরগোল ফেলেছিল গুজরাট টাইটান্স থেকে তাঁর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফেরার খবর। চলতি বছরে আর হার্দিকের মাঠে ফেরা হচ্ছে না। বিশ্বকাপের পর তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজেও খেলতে পারেননি। সামনেই শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ সিরিজ। তারপর রয়েছে ওডিআই ও টেস্ট সিরিজ। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিনটি ফর্ম্যাটেই খেলতে পারবেন না হার্দিক পান্ডিয়া। এ বার আগামী বছরে নতুন করে শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। তারই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফেরার সপ্তাহখানেকের মধ্যে হার্দিক পান্ডিয়া জিমে ফিরলেন। ইন্সটাগ্রামে ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি জিমে সাইক্লিং করছেন, ট্রেডমিলে ধীরে ধীরে হাঁটছেন। ওই ভিডিয়োর ক্যাপশনে হার্দিক লেখেন, 'ডব্লুআইপি' (ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস)। ওই ভিডিয়োর কমেন্টে একজন লিখেছেন, 'হার্দিক রিকভারি মোড অন।' আর একজনের কমেন্ট, 'হার্দিক পান্ডিয়াকে মিস করবে গুজরাট টাইটান্স।' প্রসঙ্গত, হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে ২০২২ সালে আইপিএল জিতেছিল গুজরাট টাইটান্স। হার্দিককে আগামী আইপিএলের আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ট্রেডিংয়ে নেওয়ার ফলে গুজরাট টাইটান্স দলের নেতা বানিয়েছে তরুণ তুর্কি শুভমন গিলকে। ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার হার্দিকের অনুরাগীরা তাঁর মাঠে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

রাচিনের জন্য টাকার থলি নিয়ে নিলামে নামছে হায়দরাবাদ!

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বরঃ তেইশের বিশ্বকাপ অনেক দিন বদলের সাক্ষী। এই বিশ্বকাপেই একাধিক অঘটন দেখেছে ক্রিকেটবিশ্ব। তেমনই শিরোনামে উঠে এসেছেন বেশ কিছু তরুণ। যার মধ্যে অন্যতম কিউয়ি ওপেনার রাচিন রবীন্দ্র। বয়স মাত্র ২৪। তেইশের বিশ্বকাপেই ওডিআইয়ের মঞ্চে হাতেখড়ি। আর অভিষেকেই জাত চিনিয়েছেন এই তরুণ। নিউজিল্যান্ডের হয়ে একের পর এক দুরন্ত ইনিংস খেলে চমকে দেন সকলকে। এ বার ভারতীয় বংশদ্ভুত রাচিনের উজ্জ্বল আইপিএল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন ভারতীয় কিংবদন্তি ইরফান পাঠান। তাঁকে দলে নিতে টাকার থলি নিয়ে হাজির হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো, যার মধ্যে অন্যতম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এমনটাই মনে করছেন পাঠান। এই প্রসঙ্গে কী বলছেন তিনি? চলতি বছরটা কিউয়ি তারকা রাচিনের জন্য সারাজীবন বিশেষ হয়ে থাকবে। কারণ এই বছরই বিশ্বকাপে অভিষেক। তারপর দেশের জার্সিতে একের পর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নজর কাড়া। যার ফল তিনি পাবেন পরবর্তী বছরেও। নতুন বছরের শুরুর দিকেই শুরু হতে পারে ক্রিকেটের কোটিপতি লিগ আইপিএল ২০২৪। এ বারই আইপিএলের মঞ্চে অভিষেক হবে তাঁর। হাতে আর কয়েকদিন মাত্র। তারপরই দুবাইয়ে বসবে নিলামের আসর। ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষ বেস প্রাইসে রেজিস্টার করেছেন রাচিন। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বেস প্রাইসের থেকে কয়েক গুণ বাড়বে তাঁর দল। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ইরফান পাঠান বলছেন, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ নিলামে রাচিন রবীন্দ্রকে দলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপাবে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে সানরাইজার্স হায়দারবাদের একজন স্পিনার চাই। আগে ওদের হাতে আদিল রশিদ ছিল। এখন সে নেই। যদিও ওদের হাতে মায়াঙ্ক মারকাণ্ডে রয়েছে। তবে ওরা একটা বড় নাম খুঁজছে। বিকল্প ওপেনার চাইছে তারা। আর তার জন্য রাচিনকে দলে নিতে চাইবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। রাচিনের বিশ্বকাপ পারফরম্যান্সই তাঁর দর বাড়াবে। পুরো বিশ্বকাপে মোট ৫৭৮ রান করেছেন রাচিন। ব্ল্যাক ক্যাপসদের সেমিফাইনালে পৌঁছতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এই তরুণ। যার ফল তিনি পাবেন আগামীতে এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম সাত্বিকের, গর্বে বুক চওড়া হল বাবার

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বরঃ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি। বয়স মাত্র ২৩। আর তাতেই তিনি তাঁর ডাবলস জুটি চিরাগ শেট্টির সঙ্গে গড়েছেন একাধিক রেকর্ড। ব্যাডমিন্টন বিশ্বে 'সা-চি' জুটি নিজেদের ছাপ রাখা শুরু করেছেন। চিরাগের সঙ্গে জুটিতে পুরুষদের ডাবলসের ক্রমতালিকায় এক নম্বরেও পৌঁছেছেন সাত্বিক। এ বার অন্ধ্রপ্রদেশের শাটলার সাত্বিকসাইরাজ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলেছেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সাত্বিক এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গিয়েছে ছেলে নামে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সার্টিফিকেটের পার্সেল খুলতে গিয়ে তাঁর বাবার মুখে চওড়া হাসি। ২৩ বছর বয়সী ভারতীয় শাটলার সাত্বিক ১৪ এপ্রিল বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। পুরুষ ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হিসেবে সবচেয়ে দ্রুততম শাটলকক স্ম্যাশ করার রেকর্ড গড়েন সাত্বিক। তিনি ৫৬৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে সেই শট মেরেছিলেন। দীর্ঘদিন পর সাত্বিকসাইরাজের বাড়িতে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সার্টিফিকেট এসে পৌঁছেছে। সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ একটি ৫৪ সেকেন্ডের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গিয়েছে সাত্বিকের বাবা উৎসাহিতভাবে একটি পার্সেল খুলছেন। পার্সেলটি আনবক্সিং করার পর দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে গিনেস সার্টিফিকেট। ভিডিয়োটির শেষে দেখা যায় সাত্বিক তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে গিনেস সার্টিফিকেট নিয়ে ছবি দিয়ে দিয়েছেন। সাত্বিকের মা-বাবার মুখের হাসিই বলে দিচ্ছিল, তাঁরা ছেলের এই কীর্তির জন্য কতটা গর্বিত। এই ভিডিয়োটি প্রায় ৮৬ হাজার মানুষ দেখেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিয়োটি ভাইরাল হয়েছে। অলিম্পিক গেমসের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে সাত্বিককে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

কোপা আমেরিকায় মেসিরা পেল চিলিকে, ব্রাজিল পেল কলম্বিয়া-প্যারাগুয়ে

ফ্লোরিডা, ৮ ডিসেম্বরঃ ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ২০২৪ সালে থাকছে ডাবল ধামাকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলের দুই সেরা প্রতিযোগিতা হবে ২০২৪ সালে। কয়েকদিন আগে ইউরো-২০২৪ এর গ্রুপ বিন্যাস ঘোষণা করেছে উয়েফা। এ বার কনমেবল কোপা আমেরিকা-২০২৪-এর গ্রুপ বিন্যাস ঘোষণা করল। মার্কিন মুলুকে হবে আগামী বছর কোপা আমেরিকা। মোট ১৬টি দল এই মেগা ইভেন্টে অংশ নেবে। প্রতিটি দলকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের কোপা আমেরিকা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে চিলির কাছে হেরে কোপা আমেরিকা জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল আর্জেন্টিনার। সেই চিলির সঙ্গে একই গ্রুপে এ বারও পড়েছে আর্জেন্টিনা। আর এ বার কোপা আমেরিকা হবে ফের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। **কোপা আমেরিকা ২০২৪-এর গ্রুপ বিন্যাস**- • গ্রুপ এ-তে রয়েছে - আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো/কানাডা। • গ্রুপ বি-তে রয়েছে - মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, জামাইকা। • গ্রুপ সি-তে রয়েছে - আমেরিকা, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া। • গ্রুপ ডি-তে রয়েছে - ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, কোস্টারিকা/হন্ডুরাস।

২০২৪ সালের ২০ জুন শুরু হবে কোপা আমেরিকা। আসন্ন কোপা আমেরিকাকে বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। লাতিন আমেরিকা, মধ্য এবং উত্তর আমেরিকার পাশাপাশি ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে আরও ৬টি দেশ এই টুর্নামেন্টে যোগ দেবে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে দেখা যাবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে। আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে। ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা ফাইনাল হবে ফ্লোরিডার মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের কথা মাথার রেখে আগামী কোপা আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী বিশ্বকাপে মেসি খেলবেন কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

গম্ভীরের বিরুদ্ধে 'ফিক্সার' অভিযোগ তুলে বিপাকে

শ্রীসন্থের বিরুদ্ধে আইনী নোটিশ জারি

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বরঃ বিস্ফোরক অভিযোগের রেশ এখনও কাটেনি। গৌতম গম্ভীর নাকি 'ফিক্সা'র বলেছেন তাঁকে। লেজেন্ড লিগ ক্রিকেট-এ খেলার সময় ঘটেছে এমনই ঘটনা। শান্তাকুমারন শ্রীসন্থ এখনও ওই অপমান হজম করতে পারেননি। প্রাক্তন ভারতীয় পেসারের অভিযোগ থিতিয়ে যেতে না যেতে বিপাকে পড়ে গেলেন খোদ শ্রীসন্থই। এলএলসি-র কমিশনার আইনী নোটিশ জারি করল তাঁর বিরুদ্ধে। চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে শ্রীসন্থের বিরুদ্ধে। গম্ভীর বনাম শ্রীসন্থ ঘিরে ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। গম্ভীর বরাবরই ঠোঁটকাটা। সোজা কথা সোজা ভাবে বলতেই ভালোবাসেন। সেই গম্ভীরকেই 'ঝামেলা প্রিয়' বলে দাগিয়েছেন শ্রীসন্থ। তিনি তাঁর সিনিয়র-জুনিয়র কাউকেই সম্মান করেন না, এমনও অভিযোগ তুলে ধরেছেন। আইনী নোটিশে শ্রীসন্থকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। লেজেন্ড লিগের কমিশনারের তরফে বলা হয়েছে, গম্ভীরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তিনি করেছেন, তা নিয়ে তখনই কোনও পদক্ষেপ করা হবে, যখন তিনি ওই ভিডিয়োগুলো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করবেন। ৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট জায়ান্টসের ম্যাচের সময় গম্ভীর যে 'ফিক্সার' বলেছেন, তা স্টাম্প মাইকে ধরা পড়েছে কিনা, তা নিয়েও চলছে কথা। যদি তা না হয়, তা হলে গম্ভীরকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনও রাস্তাই থাকবে না। এতেই শেষ নয়, ওই ম্যাচের পর দুই আম্পায়ার তাঁদের রিপোর্ট জমা করেছেন। সেখানেও ম্যাচে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু সেখানে কোথাও লেখা হয়নি গম্ভীর 'ফিক্সার' বলেছেন শ্রীসন্থকে। ঝামেলার জন্য গম্ভীর তাঁকে উস্কেছেন কিনা, তাও স্পষ্ট বলা নেই। ফলে, পরিস্থিতি এখন ঘুরে গিয়েছে শ্রীসন্থের দিকেই। তিনি যে বেশ চাপে পড়েছেন, সন্দেহ নেই। ওই ম্যাচের সময় গম্ভীর আর শ্রীসন্থকে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে। ম্যাচের পর যা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে এনেছিলেন শ্রীসন্থ। তাঁকে 'ফিক্সার' বলা হয়েছে, অভিযোগ করার পাশাপাশি এও বলেছেন যে, ''মিস্টার ফাইটারের সঙ্গে মাঠে কী হয়েছে, সেটা থেকে ধোঁয়াশা কাটানো উচিত। কোনও কারণ ছাড়াই ও সব সময় ওর সিনিয়রদের সঙ্গে লড়াই করে। বীরুভাই (বীরেন্দ্র শেহওয়াগ) সহ কোনও সিনিয়রকেই সম্মান করে না। ঠিক এমনটাই ঘটেছে ম্যাচের সময়ও। কোনও রকম উস্কানি ছাড়াই ও আমাকে খারাপ ভাবে ডাকতে শুরু করে। বিন্দুমাত্র সভ্যতা নেই। আমাকে যা বলে ডেকেছে, সেটা বলা উচিত ছিল না মিস্টার গৌতম গম্ভীরের।''

এর জবাবে কিন্তু গম্ভীরও টুইটারে লিখেছেন, 'কেউ যখন লোকের মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করে, তখন শুধু হাসতে হয়।' আইপিএলে ফিক্সিংয়ের দায়ে ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল শ্রীসন্থকে। বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন শ্রীসন্থ। নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারে বহুবার বিতর্কে জড়িয়েছেন এর আগে। হরভজন সিং তাঁকে মাঠেই থাপ্পড় মেরেছিলেন। তারপর আবার এই বিতর্কে জড়ালেন। শ্রীসন্থের স্ত্রী অবশ্য পাশে দাঁড়িয়েছেন।

স্কালোনি কেন আর্জেন্টিনার দায়িত্ব ছাড়তে চান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মারাকানায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রে তখন গ্যালারির সংঘাত ও মাঠের উত্তাপ। ম্যাচ শুরুর আগে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের ওপর ব্রাজিল পুলিশের হামলা নিয়ে ক্ষিপ্ত ছিলেন আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা, সঙ্গে ছিল ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ জেতার আনন্দও। আর ব্রাজিলিয়ানদের ক্ষোভ ম্যাচ হারা নিয়ে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আলোচনার বিষয়টা বদলে দেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। ঐতিহাসিক সেই জয়ের পর সবাইকে চমকে তিনি দেন বিদায়ের ইঙ্গিত। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্য নায়কের কাছ থেকে এমন খবর ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাঁর দেওয়া সেই খবরটি ছিল আর্জেন্টিনা দলের কোচের দায়িত্ব ছাড়া নিয়ে। স্কালোনি সে সময় বলেন, ''আর্জেন্টিনার এমন এক কোচ প্রয়োজন, যাঁর সম্ভাব্য সব রকম প্রেরণা আছে এবং তিনি...আমার এখন বলটা থামিয়ে ভাবতে হবে। কারণ, এ সময়ে আমার অনেক কিছুই ভাবার আছে। এই খেলোয়াড়েরা কোচিং স্টাফকে অনেক কিছু দিয়েছে। এখন আমি কী করব, সেটা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। বিদায় বা এমন কিছু বলছি না। তবে আমাকে ভাবতে হবে। কারণ, প্রত্যাশার মাত্রাটা অনেক উঁচুতে, আর এভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং জয়ের পথে থাকাও বেশ জটিল কাজ।'' তাঁর এই কথাগুলো আর্জেন্টাইন সমর্থকদের জন্য ছিল বাজ পড়ার মতোই। টানা সাফল্যহীনতার মধ্যে থাকা আর্জেন্টিনা দলের বদলে যাওয়া তাঁর হাত ধরেই। শুরুটা স্বচ্ছন্দের না হলেও পরে সেই স্কালোনিই বদলে দেন সমীকরণ। লিওনেল মেসির নেতৃত্বে দলকে তৈরি করেন বিশ্বকাপের জন্য। যাঁরা পরে স্কালোনির 'ব্লুপ্রিন্ট' বাস্তবায়ন করে দেশকে শিরোপাও এনে দেন। এমনকি বিশ্বকাপ জয়ের পরও দলকে সঠিক পথে পরিচালিত করে একের পর এক জয় এনে দিয়েছেন এই কোচ। যে কারণে এমন একজন কোচের সম্ভাব্য বিদায়ের ঘোষণা দলকে বড় ধাক্কা দেবে, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন স্কালোনি এমন আকস্মিক বিদায়ের ঘোষণা করলেন? কী এমন ঘটেছে, যা তাঁকে এ ধরনের সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করেছে? স্কালোনির এই ঘোষণা সামনে আসার পর থেকে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলো এর নানা ধরনের ব্যাখ্যা দাড় করানোর চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ বলেছে, বিশ্বকাপের পর থেকে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএ) সঙ্গে স্কালোনির সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে। তাঁর চুক্তি বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করার বিষয়টিও নাকি মেনে নিতে পারেননি স্কালোনি। পাশাপাশি টিওআইসি স্পোর্টসের খবর অনুযায়ী স্কালোনি, তাঁর সহকর্মী এবং আর্জেন্টিনা দলের খেলোয়াড়েরা নাকি বিশ্বকাপ বোনাসও এখন পর্যন্ত পাননি। এর আগে ২০১৮ সালে জর্জ সাম্পাওলির বিদায়ের পর দায়িত্ব নেন স্কালোনি। তখন থেকে এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে স্কালোনির সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য বলেই মনে হচ্ছিল। এমনকি ফেডারেশন সভাপতি মরিসিও পচেত্তিনো, দিয়েগো সিমিওনে এবং মার্সেলো গালার্দোর মতো হাইপ্রোফাইল কোচদের পরিবর্তে বেছে নেন অখ্যাত স্কালোনিকেই। এ কারণে বেশ চাপেও ছিলেন তাপিয়া। আর্জেন্টিনা দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে স্কালোনির অভিজ্ঞতা ছিল সহকারী কোচ এবং বয়সভিত্তিক দলের দায়িত্ব পালনের। তাপিয়ার সেই সিদ্ধান্তের যথার্থতাও অবশ্য প্রমাণ করেছেন স্কালোনি। এর মধ্যে বিশ্বকাপ জিতে স্কালোনি তাঁর অবস্থান নিরঙ্কুশ করেছেন মনে হলেও বাস্তবতা কিন্তু তেমনটা ছিল না। কারণ, রাজনৈতিক এবং

অর্থনৈতিক অস্থিরতা সব সময় দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এসেছে, আর্জেন্টিনাও যার ব্যতিক্রম নয়। স্কালোনির আকস্মিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছে সেই রাজনীতিই। টিওয়াইসি স্পোর্টসের একটি খবরে বলা হয়েছে, আর্জেন্টিনার জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশটি অর্থমন্ত্রী ও বামপন্থী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী সের্হিও মাসা জাতীয় দলের সঙ্গে একটি ছবি তোলার অনুরোধ করেন। এই মাসা আবার তাপিয়ার খুব ঘনিষ্ঠও বটে। কিন্তু খেলোয়াড়েরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, ফুটবলাররা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে চান না। তাপিয়া তখন খেলোয়াড়দের রাজি করাতে স্কালোনিকে চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। খেলোয়াড়দের সঙ্গে ছবি না তুলেই নির্বাচনে নামতে হয় মাসাকে। ব্রাজিল ম্যাচের ঠিক আগের দিন অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত ডানপন্থী প্রার্থী হ্যাভিয়ার মিলেইয়ের কাছে হেরে যান মাসা, যা মানসিকভাবে চাপ তৈরি করেছে স্কালোনির মধ্যে। এদিকে দলের সঙ্গে আলাপ না করে স্কালোনির এমন সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আনার বিষয়টি নাকি মানতে পারছেন না মেসিও। বুয়েনস আইরেসভিত্তিক রেডিও ১০ স্কালোনির সংবাদ সম্মেলনের পরদিন জানায়, দলের সঙ্গে আলোচনা না করে ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে কথা বলা পছন্দ করেননি মেসি। স্কালোনি-মেসির মধ্যে টানাপোড়েন নাকি ব্রাজিল ম্যাচের আগেই শুরু হয়েছিল। ম্যাচে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের ওপর ব্রাজিলিয়ান পুলিশদের হামলার প্রতিবাদে দল নিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার আগে নাকি মেসি স্কালোনির সঙ্গে আলাপ করেননি। মেসির এই সিদ্ধান্ত নাকি স্কালোনি এবং দলের স্টাফদের মাঝে অসন্তোষ তৈরি করেছে। মেসি-স্কালোনির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের খবর সত্যি হোক বা না হোক, এটা সত্য যে আর্জেন্টিনা দলকে ঘিরে পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো স্কালোনির মধ্যে বিরক্তি এবং ক্লান্তির উদ্রেক ঘটিয়েছে। আর এমন নয় যে এই প্রথম স্কালোনি দল পরিচালনায় নিজের সংগ্রামের কথা বলেছেন। এর আগে ২০২১ সালে কোপা আমেরিকা জয়ের পর আর্জেন্টিনা যখন কাতার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলছিল, তখনো চাপ থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের কাছে যাওয়ার আকুতির কথা বলেছিলেন স্কালোনি। তিনি তখন বলেছিলেন, ''আমি শুধু ঘরে যেতে চাই। আমি অনেক দিন আমার পরিবারকে দেখিনি। বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবার জন্য আমি এই মুহূর্তে ইতিবাচক পারিবারিক সময় পার করতে করছি না। আমি যেতে চাই। এই মাসগুলো আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল। আমি আর কিছু ভাবতে চাই না।'' এরপর বিশ্বকাপ বাছাইটা ভালোভাবে কাটলেও টুর্নামেন্টের শুরুটা একেবারে ভালো হয়নি স্কালোনির। গ্রুপপর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবের কাছে হেরে যায় আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচের পর আর্জেন্টিনা একরকম খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েছিল। শুধু নিজেদের জন্যই নয়, মেসিকে যেন খালি হাতে বিশ্বকাপ শেষ করতে না হয়, সেই চাপও স্কালোনি এবং দলের খেলোয়াড়দের বহন করতে হয়েছিল। এসব ঘটনাও স্কালোনিকে ক্লান্ত করেছে। বাইরে থেকে শক্ত মনে হলেও স্কালোনি কতটা আবেগপ্রবণ, সেই প্রমাণ পাওয়া যাবে ফাইনালে গনসালো মন্তিয়েলের সেই ট্রফি নিশ্চিত করা গোলের পর। সেদিন অঝোর কেঁদেছিলেন এই আর্জেন্টাইন কোচ। এরপর 'বোবো ভিয়েরি টক শো' নামের পডকাস্টে আর্জেন্টিনার কোচ হওয়ার চাপ নিয়েও কথা বলেছেন স্কালোনি। খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারের প্রাক্তন লাসিও সতীর্থ ক্রিস্টিয়ান ভিয়েরি এবং ক্রিস্টিয়ান ব্রোচ্চির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই টক শোতে স্কালোনি জানান, উদ্বেগের কারণে বিশ্বকাপ ফাইনালের মাসখানেক পর থেকে পেটে র‍্যাশের সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন তিনি। সব মিলিয়ে এই চাকরি স্কালোনির মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক দুই দিক থেকেই প্রচুর চাপ ও উদ্বেগ তৈরি করে। বিষয়টা এতই ক্ষতিকর যে বিশ্বের এক নম্বর দল হওয়া কিংবা বিশ্বকাপজয়ী লিওনেল মেসির কোচ হওয়াও ২০২৬ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য স্কালোনির কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501